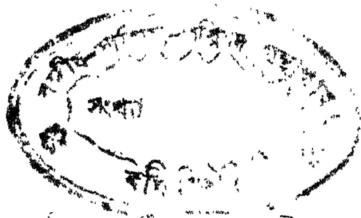
শ্রীশ্রীগৌ

বিজয়েতা



শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন-দীপিকা।

শ্রীবনমালি দাসেন সঙ্কলিতা।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দৌ
বিজয়েতাং।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চনদীপিকা।

(বঙ্গানুবাদ-সমেতা)

শ্রীনীলাচল শ্রীরাধাকান্তমঠগম্ভীরানিবাসি—
শ্রীগৌরগোবিন্দ ভজনানন্দ
শ্রীমন্নরোত্তমদাসাধিকারি
মহোদয়স্য চরণান্তেবাসি-
শ্রীবনমালি দাসেন সঙ্কলিতা
প্রকাশিতা চ।

শ্রীমদ্ভাগবতস্যানুবাদকেন ব্যাখ্যাকারেন চ
শ্রীযুক্ত শচীনন্দনসরস্বতী-গোস্বামিনা
ভক্তিরত্নেন সংশোধিতা।

১৪ নং রামতনুবসুলেনস্থ
শ্রীদেবকীনন্দনযন্ত্রালয়ে
শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যেন
মুদ্রিতা।
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৭

মূল্যম্ ।৵০ ষষ্ঠানকম্।

গ্রন্থ প্রাপ্তিস্থান।

১। শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধর রায়।

৯নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ শোভাবাজার,

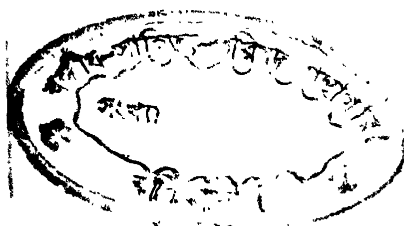
কলিকাতা।

২।

শ্রীযুক্তবাবু সাগর চন্দ্র মণ্ডল। (উকীল)

পোষ্টঃ তমলুক,

জেলা মেদনীপুর।



শ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাং।

ভূমিকা বা মন্তব্য।

সবিনয় নিবেদন এই ;—

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন-দীপিকা সম্বন্ধে আমার সামান্য বক্তব্য এই যে—এযাবৎ বৈষ্ণবগণের আহ্নিকপদ্ধতি অনেক প্রকার মুদ্রিত হইয়াছে, পরন্তু সেই সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে কোন খানা অতি সংক্ষেপ, আবার কোন খানা এমন বৃহৎ যে, তদনুসারে আহ্নিকাদি করা, গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব, তাহাতে আবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বের মন্ত্রাদি এবং পূজার নিয়মাদি অনুল্লিখিত কিম্বা জটিলভাবে লিখিত থাকায় সর্ব্বসাধারণের তাহাতে সহসা বোধগম্য হয় না, বিশেষতঃ প্রায় পদ্ধতিতেই পঞ্চতত্ত্বের সমন্ত্রপূজাদি যেন সঙ্কোচ ভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বে লিখা হইয়াছে ইত্যাদি দেখিয়া আমি ৺শ্রীগোবর্দ্ধন নিবাসী সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজি প্রভৃতি প্রাচীন মহাত্মাগণের উপদিষ্ট আহ্নিক পদ্ধতি হইতে নানাবিষয় সংগ্রহ করিয়া এই পদ্ধতি সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাম্প্রদায়িক ভক্তগণ নিঃসন্দেহে আহ্নিক করিয়া কৃতার্থ হইলেই আমি স্বীয় পরিশ্রম সফল মনে করিব।

আমি আর্থিক উন্নতিরজন্য এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। আমি আখ্‌ড়াধারী নই যে, এই অর্থে আমার আখ্‌ড়ার খরচ চলিবে, আমার কেবলমাত্র উদ্দেশ্য এই যে :—স্ত্রী পুরুষ সকলেই এই পদ্ধতি দেখিয়া আপন আপন ইষ্টদেবের আরাধনা করিবেন।

ইহাও আলোচ্য যে, আধুনিক জগতে নানা উপদেশকের উপদেশে ভজনার্থিগণ বিষম সমস্যাজালে জড়িত হইতেছেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ বা অশ্রদ্ধা করিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সজ্জনের অপেক্ষা করিতেছেন।

অভীষ্টসজ্জন লাভ প্রায় দুর্ঘট কারণ কেহ কেহ দাম্ভিকতার সহিত বলে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মন্ত্র নাই, কেবল হরিসংকীর্ত্তন দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হইবে। অপারদর্শী এই শ্রেণীর কুতর্কিগণের প্রতি আমার বিশেষ বক্তব্য নাই। সংসারে নানা প্রকৃতির জীবগণ রহিয়াছে, তন্মধ্যে এমন লোকও দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে মনুষ্য বলিতেও কুণ্ঠিত বা ভীত নহে। অনন্তশাস্ত্রের এবং সদাচারের মর্ম্ম যে সকলেই জানিতে পারিবে, তাহার প্রতি কোনও কারণ নাই, যে যতদূর জানিতে পারে সে তত পর্য্যন্তই অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকে। যাহারা ঊর্দ্ধাম্নায়াদিশাস্ত্র অমান্য করিয়া কেবল অনর্থ যুক্তিবলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্রে পূজাদি প্রচার করে, তাহাদিগের প্রতি অনেক জিজ্ঞাস্য বা আক্ষেপ থাকিলেও তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

যাহারা জল চায় অথচ পুষ্করিণী প্রভৃতির প্রয়োজন মনে করে না। মিশ্রি চায়, অথবা গুড় কিম্বা ইক্ষুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সেই দাম্ভিক শাস্ত্রানভিজ্ঞমানিগণের প্রতি বক্তব্য বিষয়ও বৃথা বাক্যব্যয় বলিয়া মনে করি, এমন কি আমরা তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ী বলিতেও সাহসী নই।

সহৃদয় ভক্তগণই এই বিষয়ে বিচার করুন যে, কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মানে না, কেহ কেহ মহাপ্রভুকে মানে অথচ মন্ত্র স্বীকার করিয়া শিরে বজ্রাঘাত মনে করে, কেহ কেহ মন্ত্রাদি সমস্তই

কায়মনোবাক্যে স্বীকার করেন, সুতরাং এই তিন শ্রেণীর লোকের মতমধ্যে কোন মত গ্রাহ্য হইতে পারে? বিশেষতঃ নাম থাকিলেই মন্ত্র থাকে, ইহা সার্ব্বজনীন সম্মত হইলেও উর্দ্ধাম্নায়াদি শাস্ত্রবাক্য আধুনিক কল্পনা করিয়া মন্ত্রাদি অস্বীকার করতঃ মধ্যম পক্ষীয়-পণ্ডিতাভিমানিগণ যে কি পাণ্ডিত্য স্থাপন করেন, তাহারাই তাহা বেশ বুঝিতে পারেন। আমরা তাহা বুঝিতে বিন্দুমাত্রও বাসনা রাখি না, সুতরাং সেই সব বিষয় বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন মনে করি না, কারণ সংসারে নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরমাত্রও স্বীকার করে না এমন লোক বহুতর রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ সেই পথের অনুসরণ করিয়া থাকে? আমি কেবল পরোপদেশক পণ্ডিতাভিমানিগণের বাক্য ঘৃণিত বস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মঠ মহাত্মাদিগের পথানুসরণ করিয়া এই পদ্ধতি সংগ্রহ করিয়াছি; গ্রন্থের জটিল ভয়ে বিশেষ বিশেষ স্তব ও নিয়মাদি পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে, পরন্তু গ্রন্থের বিস্তার ভয়ে অন্যান্য বিষয়ও সংক্ষেপে দেওয়া হইল কারণ—

অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহুবিঘ্নতাচ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥

ইত্যভিপ্রায়েন গ্রন্থোঽয়ং লিখিতঃ ইতি।

বহুবিধ শাস্ত্রাভ্যাসে কাল হরণ করে,
তাহে নানামত বিঘ্নে আয়ুকে সংহারে।
হংস যেরূপ ক্ষীর নীর করয়ে বিভাগ,
সেইরূপ (গৌরাঙ্গেতে) শ্রীকৃষ্ণেতে কর অনুরাগ॥

পরিশেষে বক্তব্য এই যে;—

২৪ পরগণার অন্তর্গত ধান্যকুড়িয়া নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমিদার-

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র গায়েন মহাশয়ের বিশেষ সাহায্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

ঢাকা জিলান্তর্গত শ্রীপট্ট আরিয়ল নিবাসী শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীযুক্তেশ্বর হরিমোহন গোস্বামী শিরোমণি মহোদয়ের মন্ত্রশিষ্য দীনহীন শ্রীবনমালী দাস।

অভিমতম্।

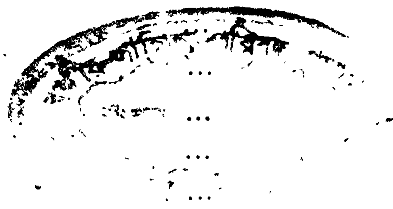
১। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণপরায়ণ, পণ্ডিত শ্রীমান্ বনমালী দাস বাবাজী প্রণীত শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন-দীপিকা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। ঐ দীপিকা প্রকৃতই শ্রীশ্রীভগবদ্ভক্তির উদ্দীপিকা হইয়াছে সন্দেহ নাই, অলমতি বিস্তরেণ।

চৈতন্যাব্দ ৪২৭ ১৩১৮ সাল,
১লা চৈত্র।

শ্রীপট্টবাঘ্নাপাড়া নিবাসী
ভাগবতরত্নোপাধিক—
শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী।

২। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দভজনানন্দপরায়ণভক্তিবিনোদশ্রীমদ্ বনমালিদাসবাবাজীকৃতশ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চনদীপিকা ময়া-লোকিতা। পুস্তিকেয়ং সাধুজনসম্মতা সুসঙ্কলিতা চ। পরন্তু সুরুচিরবিশদবঙ্গানুবাদেন সমলঙ্কৃতা সতী সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞানাং জনানাং বোধসৌকার্য্যায় নিরতিশয়ং ফলবত্যেবং মন্যতে ইতি বিদ্যাভূষণোপাধিকস্য শ্রীরসিকমোহনশর্ম্মণো মতম্।

অথ সূচীপত্রাণি।



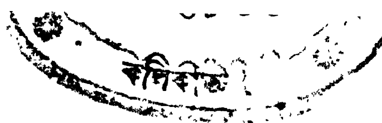
বিষয়।		পৃষ্ঠা।

অথ পরিশিষ্টম্।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
শ্রীগৌরাঙ্গস্যাষ্টমকালঃ নিশালীলা	...	৯৩
শ্রীকৃষ্ণস্যাষ্টমকালঃ নিশালীলা	..	৯৩
ষোড়শোপচারা দশোপচারাঃ পঞ্চোপচারাশ্চ	...	৯৪
তদনুবাদঃ	...	৯৪
মধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়স্য শ্রীগুরুপ্রণালী	..	৯৫
তদ্ধামছত্রাণি	...	৯৭
সত্যযুগাদি হরিনাম	...	৯৭
শ্রীহরিনামমালাশোধনং	...	৯৮
শ্রীহরিনামমালাজপারম্ভঃ	...	৯৮
তদ্ধ্যানং	..	৯৮
মালাজপসমাপনং	...	৯৮
সপ্তপ্রকারস্নানবিধিঃ	...	৯৯
প্রকারন্তর স্নানং	...	৯৯
পাবনাদিসরসাং স্তবঃ	..	৯৯
গঙ্গাপ্রণামঃ	.	১০০
বস্ত্রাদীনাং সঙ্ক্ষেপবিধানং	...	১০০
অথ তান্ত্রিকী সন্ধ্যা	..	১০০

সূচীপত্রং সম্পূর্ণম্।



শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দৌ বিজয়েতাম্।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন-দীপিকা।

অথ নিশান্তকৃত্যম্।

উপাসকো ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় "গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণে"তি কীর্ত্তয়ন্ শ্রীগুরূন্ পঞ্চতত্ত্বাদীন্ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঞ্চ স্মরেৎ, মনসি মূলমন্ত্রং শ্রীপাদপদ্মঞ্চ চিন্তয়েৎ প্রণমেচ্চ। তদযথা ;—

গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণ-ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

অদ্বৈত-প্রকটীকৃতো নরহরি-প্রেষ্ঠঃ স্বরূপ-প্রিয়ঃ
নিত্যানন্দ-সখঃ সনাতন-গতিঃ শ্রীরূপ-হৃৎকেতনঃ।
লক্ষ্মী-প্রাণপতির্গদাধররসোল্লাসী জগন্নাথভূঃ
সাঙ্গোপাঙ্গসপার্ষদঃ স দয়তাং দেবঃ শচীনন্দনঃ॥

অনুবাদ।

সাধক অরুণোদয় কালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, শ্রীগৌরাঙ্গ, কৃষ্ণ ইত্যাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে, শ্রীগুরুগণ, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব

স্মৃতে সকলকল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্‌॥
বিদগ্ধগোপাল-বিলাসিনীনাং
সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিত-সর্ব্বগাত্রং।
পবিত্রমাম্নায়-গিরামগম্যং
ব্রহ্ম প্রপদ্যে নবনীতচৌরম্‌॥
উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থন-শব্দমিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্‌॥
কনক-জলদ-গাত্রৌ নীল-শোণাব্জ-নেত্রৌ
মৃগমদবর-ভালৌ মালতী-কুন্দ-মালৌ।
তরুণি-তরুণ-বেশৌ নীল-পীতাম্বরেশৌ
স্মর নিভৃতনিকুঞ্জে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ॥

অনুবাদ।

তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণ; ও শ্রীমূলমন্ত্র মনে মনে স্মরণ করতঃ শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া "গুরবে গৌরচন্দ্রায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে, "পঞ্চতত্ত্বাত্মক" ইত্যাদি বাক্যে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি-গৌর ভক্তবৃন্দকে) স্মরণ করিবে। তৎপরে "স্মৃতে সকল-কল্যাণ" ইত্যাদি পদ্যচতুষ্টয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবে।

ইতি স্মৃত্বা করাভ্যাং পৃথিবীং স্পৃষ্ট্বা তাং প্রণমেৎ ;
তন্মন্ত্রো যথা ;—

সমুদ্রমেখলে দেবি ! পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে ! ।
বিষ্ণুপত্নি ! নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে ॥

অথ সংক্ষেপপ্রাতঃকৃত্যানি যথা ;—(হঃ ৩য়ঃ বিঃ)

প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ দন্তধাবনমাচরেৎ * ।
আচম্য বসনং রাত্রেস্ত্যক্ত্বান্যৎ পরিধায়চ ॥

ততঃ শুদ্ধো ভূত্বা শুদ্ধাসনে উপবিশ্য সংযতমনাঃ নিজাভীষ্টমন্ত্রং স্মৃত্বা শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দয়োঃ নিশান্তলীলাং স্মরেৎ, নামমালাঞ্চ যথাসাধ্যং জপ্ত্বা শ্রীগুর্ব্বাদীন্ স্মৃত্বা তান্ সর্ব্বান্ প্রণমেৎ। তদ্‌যথা ;—

অনুবাদ।

তৎপরে উভয় হস্তে পৃথিবীস্পর্শ পূর্ব্বক "সমুদ্রমেখলে দেবি" এই বাক্যে প্রণাম করিয়া (পুরুষ দক্ষিণ পদ, স্ত্রী বামপদ ক্ষেপণ করিবে)। অনন্তর সংক্ষেপ প্রাতঃকৃত্য লিখা হইতেছে। হস্ত পদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক শুদ্ধ হওত শুদ্ধাসনে আসীন হইয়া সংযত মনে স্বীয় অভীষ্ট মন্ত্র জপ করতঃ শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের নিশান্ত-লীলা স্মরণ করিবে। শ্রীহরিনাম মালা জপ ও শ্রীগুর্ব্বাদিকে

---

* পরপৃষ্ঠায়াং দন্ত-ধাবন-বিধির্দ্রষ্টব্যঃ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

ততঃ "কৃষ্ণং কৃষ্ণং" ইত্যাদ্যুচ্চার্য্য বহির্গচ্ছেৎ যথা;—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্।

ততঃ তুলসীং শ্রীমন্দিরাদীন্ প্রণম্য "সূর্য্যমণ্ডল-স্থায়ৈ শ্রীকৃষ্ণদেবতায়ৈ নমঃ" ইত্যুক্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলস্থং শ্রীকৃষ্ণং বদ্ধাঞ্জলিঃ প্রণমেৎ।

ততো দন্তধাবনং, তৎসংক্ষেপবিধির্যথা;—
দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত-যথাবিহিত-দন্ত-কাষ্ঠানি আহৃত্য

অনুবাদ।

স্মরণ এবং তাহাদিগকে "বন্দেঽহং" ইত্যাদিবাক্যে প্রণাম করিবে (এই প্রাতঃকৃত্য দন্তধাবনের পরে করিতে হইবে)।

অনন্তর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে। তৎপর তুলসী ও শ্রীমন্দিরাদি প্রণাম করিয়া "সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ শ্রীকৃষ্ণদেবতায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া করপুটে সূর্য্যমণ্ডলস্থ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিবে।

নিষিদ্ধদিনাদীন্ পরিহায় সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং মৌনী ভূত্বা শনৈঃ শনৈঃ দন্তধাবনং কুর্য্যাৎ। তন্মন্ত্রো যথা;

আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চঃ প্রজা-পশু-বসূনিচ।
ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো ধেহি বনস্পতে! ॥

বিহিতকাষ্ঠানি যথা;—(হঃ। ৩য়ঃ বিঃ)।

সর্ব্বে কণ্টকিনঃ পুণ্যাঃ আয়ুর্দাঃ ক্ষীরিণঃ স্মৃতাঃ।
কটু-তিক্ত-কষায়াশ্চ বলারোগ্যসুখপ্রদাঃ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর দন্তধাবন করিবে, তাহার সঙ্ক্ষেপ বিধি এই;—যথাবিহিত দন্ত কাষ্ঠ সমূহ আহরণ পূর্ব্বক নিষিদ্ধ দিন এবং নিষিদ্ধ সময় পরিত্যাগ কয়িয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত কাষ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক "আয়ুর্ব্বলং" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তদগ্র ভাগদ্বারা ধীরে ধীরে নিঃশব্দে দন্তধাবন করিবে।

বিহিত কাষ্ঠ এই;—কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ পুণ্য-জনক, ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ আয়ুঃপ্রদ, এবং কটু তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ,বল, আরোগ্য ও সুখপ্রদ হইয়া থাকে; সুতরাং আপন আপন ইচ্ছানুসারে তত্তৎকাষ্ঠে দন্তধাবন করিবে।

নিষিদ্ধদিনানি যথা ;—তত্রৈব

উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন খাদেৎ দন্তধাবনং।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগে হন্তি সপ্ত কুলানি বৈ ॥

নিষেধসময়ো যথা ;—

উদিতে জগতী-নাথে যঃ কুর্য্যাৎ দন্ত-ধাবনং।
স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনম্ ॥

অথ শৌচবিধি র্যথা,—(হঃ। ৩য়ঃ। বিঃ)।

আবৃতমস্তকো বিণ্মূত্রবিসর্জ্জনার্থং গচ্ছেৎ ;—
কর্ণোপবীত্যুদগ্‌বক্ত্রো দিবসে সন্ধ্যয়োরপি।
বিণ্মূত্রে বিসৃজেন্মৌনী নিশায়াং দক্ষিণামুখঃ।
নালোকয়েদ্দিশো ভাগান্ জ্যোতিশ্চক্রং নভোঽমলং ॥

অনুবাদ।

নিষিদ্ধদিন এই—উপবাস দিনে, শ্রাদ্ধদিনে দন্তধাবন করিবে না, ঐ দিনে দন্তধাবন করিলে সপ্তকুল বিনষ্ট বা অধঃপতিত হয়। (ঐ দিনে পত্র বা দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দ্বারা দন্তধাবন বা মুখশুদ্ধি করিবে)।

নিষেধ সময় এই ;—সূর্য্যোদয় হইলে যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে। সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, "আমি জনার্দ্দন ভগবান্‌কে পূজা করি" ইহা কি প্রকারে বলিতে সমর্থ হইবে ?

অনন্তর শৌচবিধি বলা হইতেছে ;—

আবৃত মস্তকে মল-মূত্র ত্যাগের নিমিত্ত গমন করিবে।

তত্রাদৌ মন্ত্রো যথা—

"উত্তিষ্ঠন্তু সুরাঃ সর্ব্বে যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাঃ।।
যে চাত্র বিঘ্নকর্ত্তারো মলোৎসর্গং করোম্যহম্" ॥

ইত্যুক্ত্বা অঙ্গুলিধ্বনিং করতালিত্রয়ম্বা দত্ত্বা মলমুৎস্বজেৎ, ততঃ আমলকপরিমিতাং মৃত্তিকামাদায়

একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথা বামকরে দশ।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তানি তিস্রঃ তিস্রঃ পদে পদে ॥

অনুবাদ।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পক্ষে দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞসূত্র প্রদান করিবে, পরে সর্ব্ববর্ণের পক্ষে দিবসে ও উভয় সন্ধ্যায় উত্তরমুখ, আর রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া মৌন ভাবে মলমূত্রাদি ত্যাগ করিতে হইবে, দিক্, নক্ষত্র, চন্দ্র এবং আকাশ মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না।

মল ত্যাগের পূর্ব্বে "উত্তিষ্ঠন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করিয়া তিনবার অঙ্গুলি ধ্বনি, কিম্বা তিনবার করতালি প্রদান করিতে হইবে। মল ত্যাগের পরে লিঙ্গে একবার মৃত্তিকা শৌচ করিবে, তৎপরে জলশৌচানন্তর মলদ্বারে তিনবার মৃত্তিকাশৌচ করিবে, পরে তৎস্থান ত্যাগ করিয়া যথোচিত স্থানে আগমন পূর্ব্বক আমলকী ফলের পরিমাণ মৃত্তিকা লইয়া বাম হস্তে ১০ দশবার, উভয় হস্তে ৭ সাত বার এবং পদদ্বয়ে তিন তিন বার মৃত্তিকা মর্দ্দন করিবে ॥

অথ সংক্ষেপস্নানবিধির্যথা—

স্নানার্থং নদী-তড়াগাদৌ গত্বা প্রাগাচম্য নিজাভীষ্টদেবং স্মৃত্বা ধ্যাত্বাচ গঙ্গাদিপ্রসিদ্ধতীর্থাতিরিক্ত-জলাশয়াদৌ (১)

"গঙ্গে! চ যমুনে! চৈব গোদাবরি! সরস্বতি!।
নর্ম্মদে! সিন্ধুকাবেরি! জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥
কুরুক্ষেত্র-গয়া- গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তীহ"॥

ইত্যনেন তীর্থানি আবাহ্য মূলমন্ত্রং শিরসি দশধা জপ্ত্বা

অনুবাদ।

অনন্তর সংক্ষেপ স্নানের বিধি বলা হইতেছে;—স্নানের নিমিত্ত নদী বা তড়াগাদিতে গমন পূর্ব্বক (নদী-প্রভৃতি শ্রোতোজলে প্রবাহাভিমুখে এবং তড়াগাদিতে সূর্য্যমুখী হইয়া) পূর্ব্বে আচমন পূর্ব্বক নিজাভীষ্ট দেবকে স্মরণ করতঃ ধ্যান করিয়া, প্রসিদ্ধ গঙ্গাদি তীর্থাতিরিক্ত জলা-

(১) প্রসিদ্ধেষু চ তীর্থেষু যদন্যস্যাভিধাং স্মরেৎ।
স্নাতকং তস্তু তত্তীর্থমভিশপ্য ক্ষণাদ্‌ব্রজেৎ॥

অর্থাৎ নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—গঙ্গাদি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থে যদি অন্য তীর্থের নাম স্মরণ করে, তাহা হইলে সেই তীর্থ, স্নানকারী ব্যক্তিকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ গমন করে।

অন্য প্রকার স্নানাদির বিষয় পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

"দেবদেব জগন্নাথ! শঙ্খচক্রগদাধর! ॥
দেহি বিষ্ণো! মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে" ॥
ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য অনুজ্ঞাং সংপ্রার্থ্য
"প্রবাহাভিমুখো নদ্যাং স্যাদন্যত্রার্কসম্মুখঃ" সন্
"বিষ্ণুপাদ-প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ" ॥ ইতি
মন্ত্রমুচ্চার্য্য জলাঞ্জলিং সপ্তবারান্ মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা
স্নানং কুর্য্যাৎ। ততঃ তন্মৃত্তিকাং গৃহীত্বা
"অশ্বক্রান্তে! রথক্রান্তে! বিষ্ণুক্রান্তে! বসুন্ধরে!
মৃত্তিকে! হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে!" ॥

অনুবাদ।

শয়াদিতে "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা তীর্থ আবাহন এবং মস্তকে মূলমন্ত্র দশবার জপ করিয়া "দেব দেব জগন্নাথ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অনুজ্ঞা প্রার্থনান্তে শ্রোতোজলে শ্রোতাভিমুখী হইয়া এবং তদ্ভিন্ন জলে সূর্য্যমুখী হইয়া মস্তকে সপ্তবার জলাঞ্জলি প্রদান সময়ে "বিষ্ণুপাদ-প্রসূতাসি" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্নান করিবে তৎপরে মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক "অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মৃত্তিকাদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন করতঃ

ইত্যুক্ত্বা মৃদা সর্ব্বাঙ্গং সংলেপ্য পুনঃস্নানং কুর্য্যাৎ।
ততো যথাসাধ্যং দেবান্ পিতৄংশ্চ তর্পয়েৎ॥

ততঃ ক্ষৌমবস্ত্রাদি সদ্যঃপরিধৌতকার্পাসাদি বা বস্ত্রং পরিধায় সামান্যাচমনং (১) কৃত্বা শুদ্ধাসনে উপবিশ্য তিলকং কুর্য্যাৎ; যতঃ;—

উর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
ইষ্টা-পূর্ত্তাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং স্যান্ন সংশয়ঃ॥

অনুবাদ।

পুনর্ব্বার স্নান করিবে (অন্যের জলাশয়ে তিনটি মৃত্তিকা পিণ্ড উঠাইয়া তীরে নিক্ষেপ করিবে)। অনন্তর সাধ্যানুসারে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ (সন্ধ্যা) করিতে হইবে॥

স্নানান্তর গরদ, তসর, কিম্বা সদ্যঃ ধৌত কার্পাসাদির বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শুদ্ধাসনে উপবেশন করতঃ সামান্যাচমন করিয়া (শ্রীগোপীচন্দনাদি দ্বারা দ্বাদশ তিলক করিবে; কারণ উর্দ্ধপুণ্ড্র না করিয়া ইষ্টপূর্ত্তাদি যে কোন

(১) সামান্যাচমনের নিয়ম যথা,—
প্রথমেতে "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃশুচিঃ॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরে, "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্" এই পুরুষোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ওষ্ঠদ্বয়, মুখ, নাসিকাদ্বয়, কর্ণযুগল নাভি, হৃদয় মস্তক, ও বাহুদ্বয়" এই দ্বাদশ স্থান স্পর্শ করিবে।

অথ দ্বাদশতিলকবিধি যথা—(হঃ ৪র্থঃ বিঃ)।
ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরেতু বামনং বামপার্শ্বকে॥
শ্রীধরং বামবাহৌতু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥
তৎ প্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি॥

অনুবাদ।

কর্ম্মাদি করা যায়, তৎসমস্তই নিষ্ফল হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

দ্বাদশ তিলকের মন্ত্র ও স্থানের ক্রম এই ;—

ক্রমনির্দ্দেশ স্থান		ও	মন্ত্র
ললাটে	...	...	শ্রীকেশবায় নমঃ।
উদরে	...	...	শ্রীনারায়ণায় নমঃ।
বক্ষঃস্থলে	...	...	শ্রীমাধবায় নমঃ।
কণ্ঠে	...	...	শ্রীগোবিন্দায় নমঃ।
দক্ষিণ পার্শ্বে	...	...	শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।
দক্ষিণ বাহুতে	...	...	শ্রীমধুসূদনায় নমঃ।
দক্ষিণ স্কন্ধে	...	...	শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ।
বাম পার্শ্বে	...	...	শ্রীবামনায় নমঃ।

অথ শ্রীহরিমন্দিরলক্ষণং যথা ;—তত্রৈব—

নাসাদি-কেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং।
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম্॥
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণেতু সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ॥
অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়ঃ॥

অনুবাদ।

বাম বাহুতে	...	...	শ্রীশ্রীধরায় নমঃ।
বামস্কন্ধে	...	...	শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ।
পৃষ্ঠে	...	...	শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ।
কটীতে	...	...	শ্রীদামোদরায় নমঃ।

"শ্রীবাসুদেবায় নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া হস্ত ধৌত জল মস্তকে সেচন করিবে॥

অনন্তর শ্রীহরিমন্দিরের লক্ষণ এই ;—

নাসিকার আদি হইতে আরম্ভ করিয়া কেশপর্য্যন্ত বিস্তৃত, অতীব মনোহর এবং মধ্যে ছিদ্র বিশিষ্ট যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, তাহাকেই হরিমন্দির বলিয়া জানিবে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণে সদাশিব, মধ্যভাগে বিষ্ণু অবস্থান করেন, অতএব মধ্যভাগ লেপন করিবে না। যে সমস্ত দ্বিজাধম মধ্যে ছিদ্র না করিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র প্রস্তুত করে তাহাদের

তিলকধারণনিয়মো যথা ;—তত্রৈব—

দশাঙ্গুলপ্রমাণন্তু উত্তমোত্তমমুচ্যতে।
নবাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাদষ্টাঙ্গুলমতঃ পরং।
এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্তু কারয়েন্ন নখৈঃ স্পৃশেৎ॥
অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষসাধিনী॥

অনুবাদ।

ললাটে সর্ব্বদাই কুকুরের চরণ অবস্থান করে, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

তিলক ধারণেব নিয়ম বলা হইতেছে যথা ;—

দশ অঙ্গুলি পরিমাণে যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, তাহা উত্তম হইতেও উত্তম বলিয়া কথিত। নয় অঙ্গুলি পরিমাণে যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, তাহা মধ্যম, অষ্টাঙ্গুল পরিমাণে কনিষ্ঠ। এই তিনপ্রকার অঙ্গুলির পরিমাণে তিলক প্রস্তুত করিবে, পরন্তু নখদ্বারা স্পর্শ করিবে না।

(বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল অতিরিক্ত সর্ব্বাঙ্গে স্বস্বহস্তের চতুরঙ্গুলি পরিমিত তিলক সদাচারে দৃষ্ট হয়)।

অনামিকা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে। মধ্যমা পরমায়ু বর্দ্ধিত করে। অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টি সাধন করে। তর্জ্জনী মোক্ষ সাধন করিয়া থাকে।

আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্ত লিখেন্মৃদং।
নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে।
সমারভ্য ভ্রুবোর্ম্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ॥

নামমুদ্রাদি-ধারণনিয়মো যথা ;—তত্রৈব ;—
সাম্প্রদায়িকশিষ্টানামাচারাচ্চ যথারুচি।
শঙ্খ-চক্রাদিচিহ্নানি সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু ধারয়েৎ।
ভক্ত্যা নিজেষ্টদেবস্য ধারয়েল্লক্ষণান্যপি॥
কণ্ঠং বাহূ ললাটঞ্চ হৃদয়ঞ্চ তথৈব চ।
পঞ্চাঙ্গমিতি বিজ্ঞেয়ং নামাদিধারণেষু চ॥

অনুবাদ।

কিন্তু ললাটের তিলকটি নাসিকার মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটের শেষ পর্য্যন্ত, মৃত্তিকা প্রলেপন করিবে। নাসিকার তৃতীয় অংশকে নাসিকার মূল বলিয়া কীর্ত্তন করে, অর্থাৎ নাসিকার অগ্রভাগের এক অংশ পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া কেশান্ত পর্য্যন্ত তিলক করিবে। ভ্রূদ্বয়ের মূল হইতে আরম্ভ কয়িয়া মধ্যে ছিদ্র নির্ম্মাণ করিবে।

নাম মুদ্রাদি ধারণ বিধিঃ—সাম্প্রদায়িক শিষ্ট ব্যক্তি-দিগের আচার অনুসারে নিজ রুচির অনুগত হইয়া শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন সকল ধারণ করিবেন এবং ভক্তিযুক্ত হইয়া

মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য শিখাবন্ধনমাচরেৎ।
গুঞ্জাদি-পঞ্চমালা চ ধার্য্যোত্তরীয়কং ততঃ॥
তথাহি; গুঞ্জা চ তুলসী ধাত্রী পট্টশ্যামাঞ্জনী তথা।
এতাঃ পঞ্চমালা ধার্য্যা আচমনং ততঃ পরং॥
অথ বৈষ্ণবাচমনবিধিঃ—(হঃ ৩য় বিঃ)।—
ত্রিঃপানে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ।
প্রক্ষালনে দ্বয়োঃ পাণ্যোর্গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যুভৌ॥

অনুবাদ।

স্বীয় ইষ্টদেবতার চিহ্নগুলিও সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবেন। নাম ও চক্রাদি ধারণে "কণ্ঠ, ও বাহুদ্বয়, ললাট, হৃদয়" এই পঞ্চাঙ্গই বিধেয় জানিতে হইবে।

অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শিখাবন্ধন করিবে, তৎপর গুঞ্জাদি পঞ্চমালা ও উত্তরীয় ধারণ করিবে, পঞ্চমালা যথা;—শ্বেতগুঞ্জা, তুলসী, আমলকী, পট্টডোরী, (১) ও শ্যামাঞ্জনী বা শ্যামবন্ধনী (২) ইহা ধারণ করিয়া পরে আচমন করিবে।

বৈষ্ণবাচমন বিধি যথা;—বিধি অনুসারে বৈষ্ণব আচমনের মন্ত্র ও স্থান নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যথা;—দক্ষিণহস্তে

(১) পট্টডোরী—ইহা শ্রীক্ষেত্রে ও শ্রীবৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ।

(২) শ্যামকুণ্ডের মৃত্তিকা দ্বারা যে মালা হয়, তাহার নাম শ্যামবন্ধনী কিম্বা শ্যামাঞ্জনী বলে।

মধুসূদনমেকঞ্চ মার্জ্জনেঽন্যং ত্রিবিক্রমং।
উন্মার্জ্জনেঽপ্যধরয়ো র্বামন-শ্রীধরাবুভৌ॥
প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যোর্হৃষীকেশঞ্চ পাদয়োঃ।
পদ্মনাভং, প্রোক্ষণে তু মূর্দ্ধ্নো দামোদরং ততঃ॥
বাসুদেবং মুখে, সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নমিত্যুভৌ।
নাসয়োর্নেত্রযুগলেঽনিরুদ্ধং পুরুষোত্তমং।

কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গুলি সকল বক্রক্রমে কর-মূলস্থ জল বক্ষ্যমাণ কেশবাদি নামত্রয় উচ্চারণ করিয়া তিন বার পান করতঃ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ দক্ষিণ হস্তে সমস্ত ক্রমগুলি করিবে।

স্থান	মন্ত্র
করমূলে তিনবার পান,	শ্রীকেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ। মাধবায় নমঃ।
দুইবার হস্তপ্রক্ষালন, ...	গোবিন্দায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ।
দুইবার হস্তমার্জ্জন. ...	মধুসূদনায় নমঃ, ত্রিবিক্রমায় নমঃ।
অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উর্দ্ধ অধরমার্জ্জন, ...	বামনায় নমঃ।
অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অধঃ অধরমার্জ্জন, ...	শ্রীধরায় নমঃ।
পুনঃ দুইহস্ত প্রক্ষালন, ...	"হৃষীকেশায় নমঃ"।
চরণদ্বয়ে জলপ্রক্ষেপ, ...	"পদ্মনাভায় নমঃ"।
নিজ মস্তকে প্রক্ষেপ, ...	"দামোদরায় নমঃ"।
সমস্ত অঙ্গুলিতলদ্বারা মুখ স্পর্শ,...	"বাসুদেবায় নমঃ"।
অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনী-দ্বারা দক্ষিণনাসিকা স্পর্শ,...	"সঙ্কর্ষণায় নমঃ"।

অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণয়োর্নাভিতোঽচ্যুতং ॥
জনার্দ্দনঞ্চ হৃদয়ে, উপেন্দ্রং মস্তকে ততঃ।
দক্ষিণে তু হরিং বাহৌ বামে কৃষ্ণং যথাবিধিঃ।
নমোঽন্তঞ্চ চতুর্থ্যন্তমাচামেৎ ক্রমতো জপন্ ॥
অশক্তঃ কেবলং দক্ষং স্পৃশেৎ কর্ণং তথাচ বাক্।
কুর্ব্বীতালভনং বাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ ॥

অনুবাদ।

ঐ অঙ্গুলীদ্বয়ে বামনাসিকা স্পর্শ, ... "প্রদ্যুম্নায় নমঃ"।
ঐ অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাদ্বারা দক্ষিণ চক্ষু স্পর্শ, ... "অনিরুদ্ধায় নমঃ"।
ঐ অঙ্গুলিদ্বয়ে বাম চক্ষু স্পর্শ, "পুরুষোত্তমায় নমঃ"।
ঐ অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ, "অধোক্ষজায় নমঃ"
ঐ অঙ্গুলিদ্বয়ে বামকর্ণ স্পর্শ, ..."নৃসিংহায় নমঃ"।
অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা নাভিস্পর্শ, ..."অচ্যুতায় নমঃ"।
করতলে বক্ষঃ স্পর্শ, ..."জনার্দ্দনায় নমঃ"।
অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক স্পর্শ, "উপেন্দ্রায় নমঃ"।
ঐপ্রকার দক্ষিণ বাহু স্পর্শ, .. "হরয়ে নমঃ"।
তদ্বৎ বামবাহু স্পর্শ, ... "শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" *।

---

* অথ মন্ত্রার্থদীপিকায়াং নমঃ শব্দার্থো যথা—নমঃ ইতি ধর্ম্মাদিকং সর্ব্বং পরিত্যজামি। নমঃ ইতি প্রাণাদিকং সর্ব্বং ময়া সমর্পিতম্ ॥

অথ ;—স্মৃত্বা গুরুং নমস্কৃত্য তদনুজ্ঞাঞ্চ প্রার্থ্য চ।
করতালিত্রয়ং দত্ত্বা ঘণ্টাদীন্ বাদয়েত্ততঃ॥
পরিকরগণৈঃ সার্দ্ধং শ্রীগৌরাঙ্গং প্রবোধয়েৎ।
ততঃ প্রবোধয়েৎ কৃষ্ণং সখীভিঃ সহ রাধিকাম্॥

তদ্‌যথা ;—শ্রীগৌরাঙ্গস্য।

উত্তিষ্ঠ তিষ্ঠ গৌরাঙ্গ! সপার্শ্বদ জগৎপতে!।
ত্বয়া চোত্থীয়মানেন চোত্থিতং ভুবনত্রয়ম্॥

কৃষ্ণস্য ;---গোগোপগোকুলানন্দ যশোদানন্দনন্দন!।
উত্তিষ্ঠ রাধয়া সার্দ্ধং প্রাতরাসীদ্‌জগৎপতে!॥

অনুবাদ।

অশক্ত পীড়িতাবস্থায় কেবল পূর্ব্বোক্ত সামান্যাচমন কিম্বা শ্রীবিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিলেই আচমন সিদ্ধ হইবে।

এইরূপে আচমন সমাধানান্তে শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক, তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তিন-বার করতালি প্রদান পূর্ব্বক ঘণ্টাদিধ্বনি করিবেন। তৎপর পরিবারগণের সহিত "উত্তিষ্ঠ তিষ্ঠ গৌরাঙ্গ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে জাগাইবে। অনন্তর ললিতাদি সখী-বৃন্দের সহিত শ্রীরাধাকে এবং শ্রীকৃষ্ণকে "গোগোপ গোকুলানন্দ" এই মন্ত্রে জাগাইবে। তৎপরে পাদ্য ও

ততঃ ;---পাদ্যঞ্চাচমনং দত্ত্বা দন্তকাষ্ঠং সমর্পয়েৎ।
অভাবে দন্তকাষ্ঠস্য অর্পয়েৎ তুলসীদলম্॥
রসনাশোধনার্থঞ্চ লেহনীঞ্চার্পয়েত্ততঃ।
পুনরাচমনং দত্ত্বা নির্ম্মঞ্জনঞ্চ কারয়েৎ।
তত উপায়নং দত্ত্বা নীরাজনং সমাচরেৎ॥

অথ মঙ্গলারত্রিকং কুর্য্যাৎ ; তদ্‌যথা ;—আদৌ অষ্টগন্ধয়া ষোড়শাঙ্গেন বা নির্ম্মিতধূপং তৈজস-পাত্রোপরি সংস্থাপ্য "এষ ধূপো নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ তদুপরি তুলসীপত্রং দত্ত্বা ততো মূলমন্ত্রেণ "ইমং ধূপং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" ইতি বাক্যেন নিবেদ্য তদুপরি অবগুণ্ঠনমুদ্রাং ধেনুমুদ্রাঞ্চ প্রদর্শ্য

অনুবাদ।

আচমন দিয়া দন্তকাষ্ঠ অর্পণ করিবে, দন্তকাষ্ঠের অভাবে তুলসীপত্র অর্পণই বিধি। অনন্তর জিহ্বা সংস্কারের নিমিত্ত লেহনী প্রদান পূর্ব্বক পুনরাচমন দিয়া মুখ মুছাইবে, তৎপরে উত্তম দ্রব্য ভোগ দিয়া মঙ্গলারতি করিবে।

মঙ্গলারত্রিকের নিয়ম এই ;—প্রথমতঃ অষ্টগন্ধা কিম্বা ষোড়শাঙ্গদ্বারা নির্ম্মিত ধূপকে পিত্তলাদি তৈজস পাত্রে স্থাপন করিয়া "এষ ধূপো নমঃ" এই মন্ত্রে তদুপরি তুলসী-পত্র প্রদান করিয়া পরে মূলমন্ত্রে "ইমং ধূপং শ্রীকৃষ্ণায়নমঃ"

"বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ!
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্" ॥

ইতি মন্ত্রং পঠন্ নাভিদেশপর্য্যন্তং ভ্রাময়েৎ।

ততঃ সকর্পূর-গোঘৃতসিক্তুতুলবর্ত্তিকাভিঃ পঞ্চ সপ্ত নবসঙ্খ্যকান্ বা দীপান্ প্রজ্বাল্য অষ্টাদশবারান্ কামবীজং জপন্ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা শঙ্খোদকেনাভিষিঞ্চন্ মূলমন্ত্রেণ "ইমাং সতুলসীদীপাবলীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" ইত্যুচ্চার্য্য তদুপরি পূর্ব্বোক্তমুদ্রাদ্বয়ং প্রদর্শ্য

"সুপ্রকাশো মহান্ দীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্" ॥

ইতি মন্ত্রং পঠন্ মনসি মূলমন্ত্রং স্মরন্ অর্দ্ধোন্মীলিতনেত্রেণ নেত্রপর্য্যন্তমুত্থাপয়েৎ।

অনুবাদ।

এই মন্ত্রে নিবেদন পূর্ব্বক "বনস্পতিরসোৎপন্ন" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করতঃ নাভিদেশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করাইবে।

অনন্তর কর্পূরের সহিত গোঘৃত সিক্ত তুলার বর্ত্তিকা (শলিতা) দ্বারা পাঁচটি সাতটি কিম্বা নয়টি দীপ প্রজ্বালিত করিয়া অষ্টাদশ বার কামবীজ জপ করতঃ (ভগবান্‌কে তিন বার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া) শঙ্খোদক অভিষেচন পূর্ব্বক ঐ দীপের উপরে একবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "ইমাং সতুলসীদীপাবলীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" এইমন্ত্র

আদৌ চতুঃপাদতলে চ বিষ্ণো-
র্দ্বির্নাভিদেশে মুখমণ্ডলে ত্রিঃ।
সর্ব্বাঙ্গদেশেষু চ সপ্তবারান্
নির্ম্মঞ্ছনং ভক্তজনৈককার্য্যং॥

ততঃ সজলশঙ্খোঽপি তদ্বৎ ভ্রাময়িত্বা গরুড়ং তুলসীং বৈষ্ণবান্ তত্র স্থিতান্ অন্যাংশ্চ সর্ব্বান্ ত্রিবারান্ প্রদর্শয়েৎ। (কেচিত্তু তুলসী, বস্ত্র, চামরাদীভিশ্চ *)

অনুবাদ।

উচ্চারণ পূর্ব্বক তদুপরি ধেনু মুদ্রা ও অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া "সুপ্রকাশঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া (মনে মনে মূলমন্ত্র স্মরণ করতঃ কিম্বা তদুপরি অষ্টাদশ বার মূলমন্ত্র জপ করিয়া) অর্দ্ধোন্মীলিত নয়নে ভগবানের নয়ন পর্য্যন্ত ঐ দীপাবলী উঠাইবে। প্রথমতঃ চারি বার চরণ তলে, দুইবার নাভিদেশে, তিনবার বদনে, সাতবার সর্ব্বাঙ্গে এই প্রকার ষোল বার দীপ ভ্রমণ করিবে। তৎপরে সজল শঙ্খও দীপারতির নিয়মানুসারে ভ্রমণ করিয়া পরে গরুড়, তুলসী, বৈষ্ণব ও অন্যান্য দর্শকদিগকে ঐ দীপ ও শঙ্খ তিনবার দেখাইবে ।

* কেহ কেহ বস্ত্র অর্থাৎ গাত্র মার্জ্জনীয় বস্ত্র এবং তুলসী ও চামর দ্বারা আরতি করিয়া থাকেন। ইতি অর্চ্চন-কুমুদ্বাম্।

ততঃ কৃষ্ণার্চ্চকঃ প্রায়ো দিবসে প্রাঙ্মুখো ভবেৎ।
উদঙ্মুখো রজন্যান্তু স্থিরমূর্ত্তৌ তু সম্মুখঃ॥
মনঃ সংযম্য দর্ভাদৌ আসনে সমুপাবিশেৎ।
স্ববামে অর্চ্চয়েৎ কৃষ্ণং উদঙ্মুখস্তু বৈষ্ণবঃ॥
প্রায়ো দৃষ্টঃ সদাচারঃ আসনেষু চ স্বস্তিকঃ *।

আসনমন্ত্রো, যথা ;—"আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনাভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ" ইতি পঠিত্বা পুষ্পাদিভিঃ কেবলং

অনুবাদ।

তৎপরে কৃষ্ণার্চ্চক, দিবসে প্রায় পূর্ব্বাভিমুখ, রাত্রিতে উত্তর মুখ ; কিন্তু স্থির মূর্ত্তির মূর্ত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া মনঃ সংযমনপূর্ব্বক কুশাদি নির্ম্মিতাসনে বসিবে। প্রায় সদাচার দেখা যায় যে, আসন সকলের মধ্যে স্বস্তিকাসনে উত্তরাভিমুখ বৈষ্ণব, নিজের বামে শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

আসনমন্ত্রার্থ। "মেরুপৃষ্ঠ" ইত্যাদি পাঠ করিয়া গন্ধপুষ্প বা

* স্বস্তিকাসনের অনুবাদ এই ,—জানু ও উরু মধ্যে উভয় পাদতল রাখিয়া সরলভাবে উপবেশন করার নাম স্বস্তিকাসন। সুখে যাহাতে উপবেশন হয়, সেই সুখাসনই সর্ব্বত্র গ্রাহ্য ২৮ পৃষ্ঠার বিঘ্ন নিবারণের মন্ত্র বিচার হরিভক্তি তরঙ্গিনীতে বিস্তারিত দেখিবেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনং লোকে বিঘ্নাশেষহরং পরং। ইতী রয়ন্তি শাস্ত্রাণি কিমত্র শঙ্করাজ্ঞয়া। অস্যার্থঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পৃথিবীতে অশেষ বিঘ্নাপহারক সমস্ত শাস্ত্রে এই কথা বলিয়া থাকে।

জলেন বা "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ" ইত্যুক্ত্বা আসনং পূজয়েৎ। ততঃ আসনং ধৃত্বা পঠেৎ—

পৃথ্বি! ত্বয়া ধৃতা লোকাঃ দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু॥

অথ পূজার্থং দ্রব্যাণি যথা—

ভগবতোঽগ্রে স্নানপাত্রং, দক্ষিণে আচমনপাত্রং, স্বস্য বামাগ্রতঃ সাধারং শঙ্খং স্থাপয়েৎ। তত্রৈব আধারসহিতাং ঘণ্টা' নৈবেদ্যং ধূপকং জলপাত্রঞ্চ।

জল দ্বারা আসনকে "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, অনন্তায় নমঃ, কূর্ম্মায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। (আসনমন্ত্রের ঋষি মেরুপৃষ্ঠ, ছন্দঃ সুতল, দেবতা কূর্ম্ম, আসন অভিমন্ত্র সম্বন্ধে নিয়োগ।) তৎপরে আসন ধারণ করতঃ "পৃথ্বি ত্বয়া" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্রার্থ এই, হে পৃথিবি! তুমি সমস্ত লোক ধারণ করিয়াছ, তোমাকে বিষ্ণু ধারণ করিয়াছেন, আমাকেও নিত্য ধারণ কর এবং অধুনা এই আসন পবিত্র কর।

অনন্তর পূজার দ্রব্য সকল যথাস্থানে রাখিবে। শ্রীভগবানের অগ্রে স্নান পাত্র, দক্ষিণে সমীপে আচমন পাত্র। অগ্রবর্ত্তী নিজের বামে আধারোপরি শঙ্খ স্থাপন করিবে, তৎবামে আধারোপরি ঘণ্টা স্থাপন, নিজের বামে

তুলসী-গন্ধ-পুষ্পাদি-ভাজনানি তু দক্ষিণে।
দক্ষিণে ঘৃতদীপঞ্চ তৈলদীপন্তু বামতঃ॥
সম্ভারানপরান্ন্যস্যেৎ স্বদৃষ্টি-বিষয়ে পদে!
হস্তপ্রক্ষালনার্থঞ্চ পাত্রমেকং স্ব-পৃষ্ঠতঃ॥
* পাত্রাদিশোধনং কৃত্বা পুষ্পাদীনাঞ্চ শোধয়েৎ।

ততঃ শঙ্খ-স্থাপনং তদ্বিধির্যথা ;—

স্ববামাগ্রে ভূমৌ জলেন চতুষ্কোণাবৃত-ত্রিকোণ মণ্ডলং কৃত্বা "হুঁ ফট্" ইতি মন্ত্রেণ শঙ্খং প্রক্ষাল্য

ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, জলপাত্র। দক্ষিণে তুলসী গন্ধপুষ্পাদি-পাত্র ও ঘৃত দীপ। অন্য দ্রব্যাদি নিজের দৃষ্টিস্থানে রাখিবে। হস্ত প্রক্ষালনের জন্য একটি পাত্র নিজের পৃষ্ঠদেশের দিকে রাখিবে। (অর্ঘ দুইটি, শঙ্খে এবং পঞ্চপাত্রে স্থাপন করিবে)।

তৎপরে শঙ্খ স্থাপন ;—নিজের অগ্রে কিঞ্চিৎ বামে, ভূমিতে জল দ্বারা চতুষ্কোণাবৃত ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া "হুঁ ফট্" এই মন্ত্র দ্বারা শঙ্খ প্রক্ষালন করতঃ তাহার উপর ত্রিপদিকার সহিত শঙ্খকে "ও সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" এই

* কেচিত্তু তাম্রপাত্রং নেচ্ছন্তি গব্যাদিসংযোগদোষাশঙ্কয়া, তদন্যরৌপ্যতৈজসাদি ব্যবস্থাপয়তি চ। অস্যার্থঃ—

কেহ কেহ তাম্র পাত্রে গব্য ও আদি শব্দে মধু সংযোগে দোষ আশঙ্কা করিয়া তাহা ইচ্ছা করেন না ; পরন্তু রৌপ্য, তৈজস (পিত্তল) পাত্রাদি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

তদুপরি "ওঁ নমঃ সুদর্শনায়াস্ত্রায় ফট্" ইতি মন্ত্রেণ সাধারং শঙ্খং স্থাপয়েৎ। "ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" ইতি মন্ত্রেণ শঙ্খমধ্যে গন্ধাদীন্ দত্ত্বা "ওঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য জলেন পূরয়েৎ, তদুপরি অঙ্কুশমুদ্রয়া *

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি!।
নর্ম্মদে! সিন্ধুকাবেরি! জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥
কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি শঙ্খস্থাপনকালে ভবন্তীহ॥"

ইত্যুচ্চার্য্য তীর্থান্যাবাহয়েৎ।

অনুবাদ।

মন্ত্রে স্থাপন করিবে। "ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা শঙ্খ মধ্যে গন্ধ পুষ্প তুলসী দিয়া "ওঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জল দ্বারা শঙ্খ পূরণ করিবে। তাহার উপর অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা "গঙ্গেচ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ সকল আবাহন করিবে এবং

---

* অঙ্কুশ মুদ্রা। দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি হইতে মধ্যমা অঙ্গুলী সরল-ভাবে রাখিয়া জল স্পর্শার্থে তর্জ্জনী ঈষৎ বক্র করিলেই অঙ্কুশ মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা জলশুদ্ধিতে ও তীর্থ আবাহন কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তত্র—

ক্লীঁ বীজেন তুলসীপত্রমেকং বিন্যসেৎ, ততো ধেনুমুদ্রাং মৎস্যমুদ্রাঞ্চ প্রদর্শ্য কামগায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা মূলমন্ত্রং অষ্টধা জপেৎ, ততঃ শঙ্খং ধৃত্বা,

"ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
মানিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য! নমোঽস্তু তে॥"

ইত্যনেন নত্বা বারত্রয়ং কিঞ্চিৎ জলং পাদ্যপাত্রে ক্ষিপেৎ। ততঃ তুলসী-পত্রেণ পাত্রাদি-পূজাসম্ভারেষু "অভিষিঞ্চেৎ। অথ পাত্রশুদ্ধিঃ যথা—

"পাত্রাণাং শোধনঞ্চৈব মূলমন্ত্রেণ চাষ্টধা।
সংস্কৃতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং রক্ষণং চক্রমুদ্রয়া॥"

অনুবাদ।

সেই শঙ্খের উপরিভাগে ক্লীঁ বীজ উচ্চারণ দ্বারা একটী তুলসী পত্র শঙ্খের উপর দিবে। তৎপরে ধেনুমুদ্রা ও মৎস্য মুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া কামগায়ত্রী দশ বার জপ (ক) করতঃ মূলমন্ত্র আট বার জপ করিবে। তৎপরে শঙ্খ ধারণ করতঃ "ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নঃ" এই মন্ত্র দ্বারা নমস্কার-পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জল তিন বার পাদ্যপাত্রে ফেলিবে। তৎপরে শঙ্খস্থিত জল, তুলসীপত্র দ্বারা স্নান পাত্রাদি সমস্ত দ্রব্যে সিঞ্চন করিবে। অনন্তর পাত্র-শুদ্ধি এই;—

(ক) দশবার জপ স্থলে আরও অষ্ট অধিক করিতে হইবে।

অথ পুষ্প-শুদ্ধিঃ।

"পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে স্বপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণেহ হুঁ ফট্ স্বাহা" ইতি মন্ত্রেণ পুষ্পস্য উপরি চন্দনং নিক্ষিপেৎ। ততো জলপাত্রে সুগন্ধি-কুসুমং কর্পূরঞ্চ সমর্পয়েৎ।

ততো গরুড়ধ্বজ-ঘণ্টাং স্থাপয়েৎ, তদ্‌যথা,—

স্ববামে ত্রিকোণ-মণ্ডলং কৃত্বা ক্লীঁ বীজেন আধারোপরি ঘণ্টাং সংস্থাপ্য "ওঁ জগদ্ধ্বনিত-ভো! মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য, এতৎ পাদ্যং ইদমাচনীয়কং, এতৎ স্নানীয়ং, এতে গন্ধপুষ্পে ঘণ্টায়ৈ নমঃ এবং সংপূজ্য বাদয়েৎ-যথা—"সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদন্তু কারয়েৎ"॥

অনুবাদ।

সুসংস্কৃত পাত্র সকলের উপর মূলমন্ত্র আটবার জপ করিয়া চক্রমুদ্রা দ্বারা রক্ষা করিবে। পুষ্পশোধন যথা;— 'পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে' এই মন্ত্র পাঠ কবিয়া গন্ধ বা চন্দন পুষ্পের উপর নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর জলপাত্রে সুগন্ধি-পুষ্প ও কর্পূর দিবে। (চন্দন অগুরু ও কর্পূর এই তিন মিশ্রিত হইলে গন্ধ নাম হয়)

অনন্তর নিজের বামে কামবীজ দ্বারা আধারের উপর গরুড়-ধ্বজ ঘণ্টা রাখিয়া "ওঁ জগদ্ধ্বনিত"ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্য,

ততো বিঘ্ননাশার্থং বদ্ধাঞ্জলি র্ভূত্বা ইমং পঠেৎ ;—
যথা ;—"ভূত-প্রেত-পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
অপসর্পন্তু তে ভূতা হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ" ॥

(শ্রীগুরোঃ পূজায়াং স্নানপাত্রাদিকং পৃথক্ রক্ষণীয়ং)।

অথ শ্রীগুরুপূজা যথা ;—(প্রাচীনসিদ্ধপদ্ধত্যাং)

স্বস্যাগ্রে সুখাসনোপরি স্বমন্ত্রগুরুং সংস্থাপ্য ধ্যাত্বা পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ যথা ;—অথ ধ্যানং—

"গুরুং গৌরং দ্বিনেত্রঞ্চ দ্বিভুজং করুণেক্ষণম্।
বরাভয়করং শান্তং স্মরেৎ তন্নাম-পূর্ব্বকং ॥"

অনুবাদ।

আচমনীয় স্নানীয় ও গন্ধপুষ্প দ্বারা ঘণ্টাকে পূজা করিয়া "সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা" এইমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ বামহস্তে বাজাইবে। এইরূপে ঘণ্টাস্থাপন করিয়া তৎপরে বিঘ্ননিবারণের জন্য জোড়হস্তে "ভূত-প্রেত" এইমন্ত্র পাঠ করিবে। (শ্রীগুরুদেবের পূজায় স্নান পাত্রাদি পৃথক্ করিবে)

অনন্তর শ্রীগুরুর পূজার স্নানপাত্রাদি পৃথক্‌ভাবে রক্ষা করিয়া। তৎপর গুরুপূজা করিবে তদ্যথা ;—

নিজের সম্মুখে যে আসনে বসিতে সুখ হয় এইরূপ আসনের উপরে নিজ দীক্ষা গুরুদেবকে বসাইয়া "গুরুং

ইতি ধ্যাত্বা, এতৎ পাদ্যং,এতৎ আচমনীয়কং,এষো-হর্ঘঃ, এতৎ স্নানীয়কং "ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ।" ইতি মন্ত্রেণ পূজয়েৎ। ততো বস্ত্রেণাঙ্গং সম্মার্জ্জ্য বস্ত্রাদি তিলকং পরিধারয়েৎ, পুনঃ পাদ্যাদিকং দত্ত্বা গন্ধ-পুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ। এষগন্ধ এতে গন্ধপুষ্পে, "ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" বারদ্বয়ং দেয়ং (ক)। ততো গায়ত্রীং মন্ত্রঞ্চ জপ্ত্বা নত্বা চ প্রার্থয়েৎ।

গায়ত্রী যথা ;—"ঐঁ গুরুদেবায় বিদ্মহে চৈত্য-রূপায় ধীমহি তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ"

অথ প্রণামো যথা ;—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" ॥

অনুবাদ।

গৌরং"এই ধ্যান করতঃ পাদ্য আচমনীয় স্নানীয় অর্ঘ দ্বারা 'এতৎ পাদ্যং ঐঁ শ্রীগুরবেনমঃ' এই নিয়মে ক্রমান্বয় পূজা করিবে। তৎপরে পৃথক্ গাত্রমার্জ্জনী-বস্ত্র দ্বারা সুন্দররূপে গাত্র মার্জ্জনা করিয়া বস্ত্র মাল্য তিলকাদি অর্পণ করিবে। পুনর্ব্বার পাদ্য আচমনীয় দান করতঃ গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। "এষঃ গন্ধঃ ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" গন্ধ ও পুষ্প দুইবার দিবে, তৎপরে গায়ত্রীও মন্ত্র

(ক) প্রমাণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

অথ প্রার্থনা যথা ;—

শ্রীগুরুপরমানন্দ ! প্রেমানন্দফলপ্রদ ! ।
নবদ্বীপ-পরানন্দ ! সেবায়াং মাং নিযোজয় ॥

ততঃ পরমগুর্ব্বাদিভ্যো ধ্যাত্বা পাদ্যাদিভিঃ সংপূজ্য শ্রীনবদ্বীপং পরিপূজয়েৎ। তত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সন্নিধৌ সেবনোৎসুকমাত্মানং ভাবয়েৎ।

অথ শ্রীনবদ্বীপে আত্ম-ধ্যানং যথা ;—

আত্মানং চিন্তয়েৎ শিষ্যং দাসানুদাসরূপকং
হরিনামাঙ্কিততনুং দ্বাদশৈস্তিলকৈর্যুতম্।
রূপ-যৌবনসম্পন্নং মালাভিঃ কণ্ঠভূষিতং
সেবাপরং বৈষ্ণবঞ্চ কৃষ্ণচৈতন্যসন্নিধৌ ॥

অনুবাদ।

জপ করতঃ প্রণাম করিয়া "শ্রীগুরু-পরমানন্দ !" এইমন্ত্রে জোড়-হস্তে প্রার্থনা করিবে। (এইপ্রকার শ্রীগুরু পূজাই যুক্তিযুক্তও সদাচার সম্মত দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহা-প্রভুর প্রসাদ নৈবেদ্য পরে তৎপার্ষদরূপ শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিবে।) তৎপরে পরমগুর্ব্বাদির ধ্যান করতঃ পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্নিধানে সেবনোৎসুক আপনাকে চিন্তা করিবে।

অনন্তর শ্রীনবদ্বীপমধ্যে "আত্মানং চিন্তয়েৎ"

অথ শ্রীনবদ্বীপস্য ধ্যানং যথা ;—

স্বর্ধুন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিতমতিবৃহৎ দেবদেবৈশ্চ সেব্যং
রামাবৃতং সৎফণিফণক-মহাসদ্যঃ শঙ্খৈঃ পরীতম্।
নিত্যং প্রলয়োদ্‌গত-প্রণয়-ভরলসৎকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনাঢ্যং
বৃন্দাটব্যভিন্নং শ্রীজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে॥

তন্মধ্যে যোগপীঠো যথা ;—

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীবাসগৃহে শ্রীরত্নমন্দিরে শতদল-পদ্মমধ্যে শ্রীরত্নসিংহাসনস্থিতান্ পঞ্চতত্ত্বাদীন্ ক্রমতো ধ্যায়েৎ যথা ;—

পদ্মমধ্যে সিংহাসনে গৌরসুন্দরবিগ্রহম্।
তদ্দক্ষিণে নিত্যানন্দং প্রেমানন্দ-কলেবরম্॥
বামে গদাধরং দেবং হ্লাদিনী-শক্তিবিগ্রহম্।

অনুবাদ।

ইত্যাদি ধ্যানানুরূপ আপনাকে চিন্তা করতঃ “স্বর্ধুন্যাশ্চারু-তীরে” এইধ্যানে শ্রীনবদ্বীপধামকে বিশেষরূপ চিন্তাকরিবে। অনন্তর যোগপীঠ চিন্তা করিয়া পঞ্চতত্ত্বমধ্যে কে কোথায় আছেন, তাহাদিগকে চিন্তা করিবে। তাহার ক্রম এই ;—

পদ্মমধ্যে সিংহাসনে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু। তাহার দক্ষিণে প্রেমানন্দ-কলেবর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। প্রভুর অগ্রে পদ্মদলে জোড়-হস্তে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। মহাপ্রভুর বামে

দেবস্যাগ্রে কর্ণিকায়ামদ্বৈতাচার্য্যমীশ্বরম্‌।
তদ্দক্ষিণে ভক্তবর্য্যং শ্রীবাসং ছত্রহস্তকম্‌।
চতুর্দ্দিক্ষু মহানন্দময়ং ভক্তগণং তথা।
যত্র যোঽস্তি চ তং দৃষ্ট্বা ধ্যানং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ॥

অথ ধ্যানানি যথা ;—

তত্রাদৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু-ধ্যানং যথা ;—

ওঁ শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুর-সুস্মেরচন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরুচারুচিত্র-বসনং স্রক্‌দিব্য-ভূষাঞ্চিতম্‌।
নৃত্যাবেশরসানুমোদ-মধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে॥

অনুবাদ।

তাম্বূলহস্তে আহ্লাদিনী শক্তি—বপুঃ পণ্ডিত শ্রীগদাধর গোস্বামী। অদ্বৈত প্রভুর দক্ষিণদিকে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্বেত-চামর হস্তে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত। বহির্দ্দলে শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি মহানন্দময় ভক্তদিগকে প্রধান অষ্ট-দলে চতুর্দ্দিকে চিন্তা করিবে। (যোগপীঠ বিস্তারিত রূপে পরিশিষ্টে লেখা আছে) যে, যে স্থানে আছে তাহাকে সেই স্থানে দৃষ্টি রাখিয়া সমাহিত-চিত্তে ধ্যান করিবে।

ধ্যানান্তরঞ্চ।

ওঁ পুরটরুচিরগাত্রং প্রেমসম্পাতনেত্রং
সুরুচিরুচিরবাসং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠম্।
প্রভজতি গুণসিন্ধুং ভক্তরূপাবতারং
ধৃতমনুজশরীরং কৃষ্ণচৈতন্যদেবম্॥

অথ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-ধ্যানং যথা ;—

ওঁ বিদ্যুদ্দামমদাভিমর্দ্দনরুচিং বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলং
প্রেমোদ্‌ঘূর্ণিতলোচনাঞ্চললসৎস্মেরাভিরম্যাননম্।
নানাভূষণভূষিতং সুমধুরং বিভ্রদ্‌ঘনাভাম্বরং
সর্ব্বানন্দকরং পরং প্রবরনিত্যানন্দ-চন্দ্রং ভজে॥

অথ অদ্বৈতপ্রভু-ধ্যানং যথা;—

ওঁ শুদ্ধস্বর্ণরুচিদিব্যোপবীতং বনমালিনম্।
তিলতণ্ডুলকেশাভং সূক্ষ্মশ্বেতাম্বরং বিভুম্॥
প্রেমানন্দময়ং শান্তং চন্দনাক্তকলেবরং।
অদ্বৈতং গৌরচন্দ্রস্যাচার্য্যমীশং স্মরাম্যহম্॥

শ্রীগদাধর-পণ্ডিতগোস্বামি-ধ্যানং যথা ;—

ওঁ কারুণ্যৈকমকরন্দপদ্মচরণং চৈতন্যচন্দ্রদ্যুতিং
তাম্বূলার্পণভঙ্গিদক্ষিণকরং শ্বেতাম্বরং সদ্বরং।
প্রেমানন্দতনুং সুধাস্মিতমুখং শ্রীগৌরচন্দ্রেক্ষণং
ধ্যায়েৎ শ্রীলগদাধরং দ্বিজবরং মাধুর্য্যভূযোজ্জ্বলম্॥

অথ শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতগোস্বামি-ধ্যানং যথা ;—
শ্রীগৌরাঙ্গকৃপাবাসং গৌরমূর্ত্তিরস-প্রদম্।
শুক্লাম্বরধরং পৃথ্বীদেব-ভক্তজনপ্রিয়ম্॥
সংকীর্ত্তনরসাবেশং সর্ব্বসৌভাগ্যভূষিতম্।
স্মরামি ভক্তরাজং হি শ্রীশ্রীবাসং হরিপ্রিয়ম্॥

ইতি ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য বহিঃ পূজয়েৎ। তত্রাদৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং পূজয়েৎ যথা;—

(প্রাচীনপদ্ধত্যাং পূজাপ্রকারঃ।)

এতৎ পাদ্যং "ওঁ ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ গৌরাঙ্গায় নমঃ" "ইদমাচমনীয়কং" "এষোঽর্ঘঃ" "এতৎ স্নানীয়ং" "এতৎ সর্ব্বং" ক্রমত উক্ত-মন্ত্রেণ দদ্যাৎ।

ততো বস্ত্রেণ শনৈঃ গাত্রং সংমার্জ্জ্য রত্নালঙ্কার-

অনুবাদ।

আদিতে "শ্রীমন্মৌক্তিকদাম" এইবাক্যে শ্রীমহাপ্রভুর ধ্যান করতঃ নানা উপহারে মানসিক পূজা সম্পাদন করিয়া, ক্রমান্বয়ে পাদ্যাদি দ্বারা বহিঃপূজা সম্পাদন করিবে "ওঁ ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ গৌরাঙ্গায় নমঃ" এই মন্ত্র উল্লেখ করিয়া পাদ্য আচমনীয়, অর্ঘ ও স্নানীয় প্রদান করিবে। তৎপরে গাত্র-মার্জ্জনী দ্বারা ধীরে ধীরে গাত্রমার্জ্জন করিয়া মনোজ্ঞ ক্ষৌম-বস্ত্র সকল পরিধান করাইয়া উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক

বস্ত্রাদিভির্বিভূষয়েৎ। পুনঃ পাদ্যাদি-সচন্দনতুলসী-পুষ্পৈঃ পূজয়েৎ যথা;—

এতৎ পাদ্যং, এষ গন্ধঃ, এতে গন্ধপুষ্পে, "ওঁ ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ গৌরাঙ্গায় নমঃ"। ক্রমতঃ সর্ব্বাণি দত্ত্বা নৈবেদ্যং দদ্যাৎ (১) যথা;—জলেন চতুষ্কোণ-মণ্ডলং কৃত্বা তদুপরি নৈবেদ্যং সংস্থাপ্য এতৎ তুলসী-পত্রং 'ওঁ নৈবেদ্যায় নমঃ' ততোঽবগুণ্ঠনমুদ্রয়া (২)

অনুবাদ।

রত্নখচিত নানা প্রকার অলঙ্কারাদি দ্বারা মনোহর বেশে ভূষিত করিবে। এবং পুনর্ব্বার পাদ্য গন্ধ ও পুষ্পমাল্যাদি এবং সচন্দন তুলসী দ্বারা পূজা করতঃ নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। ভূমিতে জল দ্বারা চতুষ্কোণ মণ্ডল করতঃ তাহার উপরে নৈবেদ্য স্থাপন করিয়া "এতৎ তুলসীপত্রং ওঁ নৈবেদ্যায় নমঃ" এই মন্ত্রে তুলসী দিয়া নৈবেদ্যের পূজা করিবে। তৎপরে অবগুণ্ঠন-

---

(১) তুলসী অর্পণ, চন্দন ঘর্ষণ এবং অর্পণের নিয়ম প্রভৃতি পরিশিষ্টে প্রথমপত্রে দেখিবে।

(২) অবগুণ্ঠন-মুদ্রা। মুষ্টিবদ্ধ উভয় হস্তের তর্জ্জনীকে উভয়-মুষ্টি হইতে বাহির করিয়া অধোমুখে বামহস্ত দক্ষিণ দিকে ও দক্ষিণ হস্ত বামদিক্ হইতে চালাইলেই অবগুণ্ঠন মুদ্রা হয়, এই মুদ্রা আবরণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

আচ্ছাদ্য ধেনুমুদ্রয়া* অমৃতীকৃত্য চক্রমুদ্রয়া† সংরক্ষ্য শঙ্খোদকং তুলসীপত্রেণাভিষিঞ্চন্ এতৎ সতুলসী-নৈবেদ্যং মূলমন্ত্রেণ দেয়ং, ততঃ "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" ইতি মন্ত্রেণ গ্রাসমুদ্রাং (১) পঞ্চশঃ প্রদর্শয়েৎ

অনুবাদ।

মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন, ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃত বর্ষণ, এবং চক্রমুদ্রা দ্বারা রক্ষা করতঃ শঙ্খ-জল দ্বারা অভিষেচন পূর্ব্বক "এতৎ সতুলসীনৈবেদ্যং," এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মূল-মন্ত্রে নিবেদন করিবে। তৎপরে "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে গ্রাসমুদ্রা পাঁচবার দেখাইবে। নৈবেদ্যের উপর গায়ত্রী ও মন্ত্র জপ (১০ বার) করিবে মন্ত্র জপ করিতে

* ধেনুমুদ্রা যথা,—প্রথমতঃ উভয় হস্তের অঙ্গুলি সকলকে পরস্পরাভিমুখী করিয়া পরে দক্ষিণ তর্জ্জনী বাম-মধ্যমাতে ও বাম-তর্জ্জনী, দক্ষিণ মধ্যমাতে এবং বাম কনিষ্ঠা, দক্ষিণ অনামিকাতে ও দক্ষিণ কনিষ্ঠা বাম অনামিকাতে যোগ করিলেই ধেনুমুদ্রা হইবে, এই মুদ্রা অমৃতীকরণে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ স্বর্গ হইতে সুরভি-গণ অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। এই কএকটী মুদ্রা সচরাচর বা সদাচার প্রসিদ্ধ।

† চক্র-মুদ্রা,—উভয় হস্ত মিলিত করিয়া পরস্পর অঙ্গুলি সকল যোগ করতঃ চক্রের ন্যায় বিস্তার করিলেই চক্রমুদ্রা হয় এই মুদ্রা সমস্ত রক্ষণকার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

(১) গ্রাস মুদ্রা, দক্ষিণ হস্ত চিত করিয়া অঙ্গুলী সকল

তদুপরি গায়ত্রীং স্মরন্ মন্ত্রং দশধা জপেৎ।

তদযথা গায়ত্রী ;—"ওঁ ক্লীঁ গৌরাঙ্গায় বিদ্মহে বিশ্বম্ভরায় ধীমহি তন্নো গৌরঃ প্রচোদয়াৎ"

মন্ত্রান্তরং যথা ;—"ওঁ ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রায় স্বাহা"। ইতি অষ্টোত্তরশতং মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ

ততঃ "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং" ইত্যাদিনা জপং সমাপ্য প্রণমেৎ (১)

ততঃ 'প্রোঞ্ছনং' দত্ত্বা মুখ-বাসো দদ্যাৎ।

অনুবাদ।

করিতে ভোজন চিন্তা করিয়া আচমন দিবে পুনর্ব্বার গাত্র-মার্জনী দ্বারা মুখ মোছাইয়া মুখবাস, তদভাবে তুলসীপত্র অর্পণ করিবে। এই মন্ত্রও গায়ত্রী একশত আটবার জপ করিবে জপ সমর্পণ কৃষ্ণপূজায় এবং (প্রণাম ও স্তব পরিশিষ্টে দেখিবে)।

যোগ করিয়া ঈষৎ বক্র করিলেই ঐ মুদ্রা হইবে। যে কয়েকটী মুদ্রা বিশেষ আবশ্যকীয়, তাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ না লিখিয়া কেবল সঙ্কেত লেখা হইল।

(১) কৃষ্ণপূজায়াং জপসমাপনমন্ত্রঃ, পরিশিষ্টে প্রণাম-স্তবাদয়শ্চ দ্রষ্টব্যাঃ।

ততঃ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুং "বিদ্যুদ্দাম" ইত্যনেন ধ্যাত্বা পূর্ব্বোক্তপূজানুসারেণ পাদ্যাদিভিঃ ক্রমতো ঽর্চ্চয়েৎ। মন্ত্রো যথা ;—

'ওঁ ক্লীঁ নিত্যানন্দ-চন্দ্রায় স্বাহা'।

গায়ত্রী যথা—"ওঁ ক্লীঁ নিত্যানন্দায় বিদ্মহে বলরামায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ"।

ততঃ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুং "শুদ্ধ-স্বর্ণরুচি" ইত্যনেন ধ্যাত্বা রূপং বিচিন্ত্য পূর্ব্বোক্তপূজানুসারেণ পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ ;—ততো গায়ত্রীং জপ্ত্বা মন্ত্রঞ্চ যথাযুক্তং জপেৎ। অথ গায়ত্রী যথা ;—

"ক্লীঁ অদ্বৈতায় বিদ্মহে মহাবিষ্ণবে ধীমহি তন্নো ঽদ্বৈতঃ প্রচোদয়াৎ"।

অনুবাদ।

তৎপরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে "বিদ্যুদ্দাম" এইধ্যান করিয়া পূর্ব্ববৎ পাদ্যাদি প্রদান করতঃ ক্রমান্বয় অর্চ্চনা করিবে। মন্ত্রও গায়ত্রী লেখা হইল যথাসাধ্য জপ করিবে ইতি॥

তৎপরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে "শুদ্ধস্বর্ণরুচি" এই ধ্যান দ্বারা রূপ চিন্তা করিয়া পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভুও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় পাদ্য আচমনীয় গন্ধ পুষ্প নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে।

মন্ত্রো যথা—'ওঁ ক্লীঁ অদ্বৈতচন্দ্রায় স্বাহা'।

ততো গদাধরাদীন্ পাদ্যাদিভিরর্চ্চয়িত্বা তৎ-প্রসাদনৈবেদ্যমর্পয়েৎ।

তত্রাদৌ শ্রীগদাধরপূজা যথা ;—

শ্রীগদাধরং"কারুণ্যৈকমকরন্দপদ্মচরণং"ইত্যনেন ধ্যাত্বা পাদ্যাদিগন্ধ-পুষ্পৈরর্চ্চয়েৎ। ততো গায়ত্রীং স্মরন্ মন্ত্রং জপেৎ।

মন্ত্রো যথা ;—"শ্রীঁ হ্রীঁ গদাধরায় নমঃ"

গায়ত্রী যথা ;—"শ্রীঁ হ্রীঁ গদাধরায় বিদ্মহে রাধিকায়ৈ ধীমহি তন্নো গদাধরঃ প্রচোদয়াৎ"।

শ্রীশ্রীবাসমপি তদ্বদর্চ্চয়েৎ। মন্ত্রো যথা ;—
"ওঁ শ্রীবাসায় নমঃ"।

অনুবাদ।

তৎপরে গায়ত্রী জপ করতঃ যথাসাধ্য মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে শ্রীগদাধর প্রভৃতিকে পাদ্য আচমনীয় ও গন্ধ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া প্রভুর প্রসাদ নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। এইস্থলে শ্রীগদাধরকে "কারুণ্যৈক-মকরন্দ" এই ধ্যান করিয়া পাদ্য আচমনীয় গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া প্রসাদ নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। তৎপরে গায়ত্রী ও মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে শ্রীবাসকেও ঐ প্রকার ধ্যান পূজা করিয়া যথাসাধ্য মন্ত্রও গায়ত্রী জপ করিবে। তৎপরে

গায়ত্রী যথা ;—"ওঁ শ্রীবাসায় বিদ্মহে নারদায় ধীমহি তন্নঃ শ্রীবাসঃ প্রচোদয়াৎ"। ততঃ "পারিষদ-গণেভ্যো নমঃ" (১) ইত্যুচ্চার্য্য গন্ধপুষ্পৈরর্চ্চয়িত্বা তন্নির্ম্মাল্যাদিভিশ্চ পূজয়েৎ। যথাক্রমং সর্ব্বানর্চ্চয়িত্বা নিরাজনং কারয়েৎ, ততো যথাসাধ্যং স্তবাদীন্ পঠিত্বা সাষ্টাঙ্গেন পঞ্চাঙ্গেন বা প্রণমেৎ।

ততো গদাধরাদীনাং স্নানপাত্রাদীন্ পৃথক্ কারয়েৎ।

অথ শ্রীবৃন্দাবন-পূজাপ্রকারঃ।

আদৌ বৃন্দাবনং ধ্যাত্বা গুরুপূজাঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
গুরুরূপাং সখীং ধ্যাত্বা আত্মধ্যানং ততঃ পরম্॥

অনুবাদ।

প্রভুর পারিষদ-গণকে তন্নির্ম্মাল্য প্রসাদ দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। যথাক্রমে সকলকে অর্চ্চনা করিয়া আরতি করিবে। তৎপরে সাধ্যানুসারে স্তবাদি পাঠ ও অষ্টাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করিবে। শ্রীগদাধরাদির স্নানপাত্র প্রভৃতি পৃথক্ করিবে। কারণ ঐ চরণামৃত দ্বারা ব্রহ্মাদি-দেবগণের তর্পণ করিতে হইবে, এই জন্য পৃথক্ আবশ্যক।

অনন্তর শ্রীবৃন্দাবন-পূজার ক্রম লিখিত হইতেছে;—আদিতে

(১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর যোগপীঠে পারিষদগণের স্থান, সেবা, বস্ত্র, বয়স ইত্যাদি বিস্তারিতরূপে পরিশিষ্টে লেখা হইয়াছে।

অথ শ্রীবৃন্দাবন-ধ্যানং যথা ;—

"শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণম্ ।
শুদ্ধস্ফটিক-সংস্থানং কল্পবৃক্ষসুশোভিতম্ ॥
নানাবর্ণকুসুমানাং রেণুভিঃ পরিপূরিতম্ ।
ধ্যেয়ং বৃন্দাবনং নিত্যং গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্" ॥

ইত্যনেন ধ্যাত্বা শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে শ্রীগুরুরূপাং সখীং পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ। গুরুরূপ-সখীধ্যানং যথা ;—

"কিশোরীং গোপবনিতাং নানালঙ্কারভূষিতাম্ ।
পৃথুতুঙ্গকুচদ্বন্দ্বাং চতুঃষষ্টিকলান্বিতাম্ ।
নবযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্" ॥

ইতি ধ্যাত্বা পাদ্যাদি-গন্ধপুষ্পৈঃ সংপূজ্য আজ্ঞাং প্রার্থয়েৎ, তদ্‌যথা ;—

ত্বং গোপিকা বৃষরবেস্তনয়ান্তিকেঽসি
সেবাধিকারিণি-গুরো ! নিজপাদপদ্মম্ ।
দাস্যাং প্রদায় কুরু মাং ব্রজকাননে শ্রী-
রাধিকাঙ্ঘ্রিসেবনরসে সুখিনীং সুখাব্ধৌ ॥

অনুবাদ।

শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান করিয়া পূর্ব্ববৎ শ্রীগুরুরূপা সখীকে পূজা করিবে। গুরুরূপা সখীকে পূজাকরিয়া আত্মধ্যান করিবে, শ্রীগুরুরূপা সখীকে "কিশোরীং গোপবনিতাং" এই

ততঃ আত্মানং তদ্দাসী-রূপাং চিন্তয়েৎ ; আত্মধ্যানং যথা ;—

"আত্মানং চিন্তয়েৎ তত্ত্বং তাসাং মধ্যে মনোরমাম্।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরী-বয়সাকৃতিম্ ॥
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং-সেবনোৎসুকসেবিকাম্।
রাধামাধবয়োঃ সেবাং কুর্য্যান্নিত্যং প্রযত্নতঃ" ॥

ইতি বিচিন্ত্য গুরুরূপ-সখ্যা সহ তত্র গত্বা (অন্তশ্চিন্তিতভাবানুরূপদেহেন) যত্নতঃ তৎসেবাং কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ।

ধ্যান করিয়া পাদ্য আচমনীয় ও গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া "ত্বং গোপিকা" ইত্যাদি দ্বারা আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া "আত্মানং চিন্তয়েৎ" এই ধ্যান দ্বারা আপনাকে তদ্দাসীরূপা চিন্তা করিবে। তৎপরে শ্রীগুরুরূপা সখীর সহিত বাঞ্ছিত সেই যোগপীঠে শ্রীরাধামাধবের সেবার জন্য উপস্থিত হইয়া তৎযুবদ্বন্দ্বের রূপ-মাধুরী দর্শন ও সেবা করিবে, এই সাধক দেহে শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীনবদ্বীপযোগপীঠে থাকিয়া তদ্যুগলরূপ শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠে চিন্তা করিবে। (এই যে বিধান লেখা হইতেছে ইহাতে বৈধি ও রাগমার্গ এই দুইই আছে।)

অথ সংক্ষেপযোগপীঠো যথা ;—

স্মরেৎ কল্পতরোর্ম্মূলে রত্নসিংহাসনস্থিতৌ।
বৃন্দারণ্যে নিকুঞ্জস্থৌ শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরৌ ॥

অথ বৃহদেযাগ-পীঠো যথা;—

ততো যোগপীঠং ধ্যায়েৎ পরমানন্দবর্দ্ধনম্।
সর্ব্বর্ত্তু কুসুমোপেতং পতত্রিগণ-নাদিতম্ ॥
ভ্রমদ্ভ্রমর-ঝঙ্কারং মুখরীকৃতদিঙ্মুখম্।
কালিন্দীজলকল্লোল-সঙ্গিমারুতসেবিতম্ ॥
নানাপুষ্প-লতাবদ্ধবৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্।
কমলোৎপলকহ্লার-ধূলিধূসরিতান্তরম্ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর সংক্ষেপ যোগপীঠ লেখা হইতেছে ;—শ্রীবৃন্দারণ্যে শ্রীনিকুঞ্জগৃহে কল্পতরু-মূলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করিবে। অনন্তর বৃহৎ যোগপীঠ লেখা হইতেছে। যথা ;—

পরমানন্দবর্দ্ধনকারী সকল ঋতুর কুসুমযুক্ত যোগপীঠ ধ্যান করিবে। তথায় পক্ষিগণ নিনাদ করিতেছে, ভ্রমরগণ পরিভ্রমণ করিয়া ঝঙ্কার দ্বারা দিক্ সকলকে মুখরিত করিতেছে এবং শ্রীযমুনাদেবীর জলকল্লোলের সঙ্গি হইয়া মারুত স্বয়ং তাহার সেবা করিতেছে। নানা প্রকার প্রস্ফুটিত পুষ্প দ্বারা আবদ্ধ বৃক্ষ-শাখা সমূহ দ্বারা ভূষিত,

তন্মধ্যে রত্নভূমিঞ্চ সূর্য্যাযুতসমপ্রভাম্।
তত্র কল্পতরূদ্যানং নিয়তং রত্নবর্ষিণম্॥
মাণিক্য-শিখরালম্বি তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্।
নানারত্নগণৈশ্চিত্রং সর্ব্বতঃ সুবিরাজিতম্॥
নানারত্নলসচ্চিত্রং বিতানৈরুপশোভিতম্।
রত্নতোরণ-গোপুর-মাণিক্যাচ্ছাদনান্বিতম্॥
দিব্যঘণ্টাযুক্তমুক্তামণি-শ্রেণিবিরাজিতম্।
কোটি-সূর্য্যসমাভাসং বিমুক্তষট্‌তরঙ্গকম্॥

অনুবাদ।

এবং এই যোগপীঠের মধ্যভাগ কমল উৎপল ও কহ্লার প্রভৃতির পরাগ দ্বারা ধূসরিত। এবং ইহার মধ্যে অযুত সূর্য্য সদৃশ প্রভাসালিনী রত্নভূমি। তত্রস্থ উদ্যান মধ্যে কল্পবৃক্ষগণ নিয়ত রত্ন বর্ষণ করিতেছে। তন্মধ্যে মাণিক্য খচিত একটী মণি মন্দির (সেই মন্দিরে) দেদীপ্যমান নানা প্রকার রত্ন দ্বারা সুশোভিত চিত্র এবং বহুল রত্ন মণ্ডিত সুললিত চিত্রিত চন্দ্রাতপ দ্বারা শোভিত, তাহার তোরণ ও পুরদ্বার মাণিক্যের আচ্ছাদন দ্বারা শোভিত, ও রত্ন-ঘণ্টিকা-যুক্ত-মুক্তাহার এবং মণিগণ শ্রেণীবিভাগ ক্রমে বিরাজিত। আর, কোটি-সূর্য্য-সদৃশ-প্রভাশালী

তন্মধ্যে রত্নখচিতং রত্নসিংহাসনং মহৎ।
তত্রস্থৌ রাধিকা-কৃষ্ণৌ ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদৌ॥
তত্রাদৌযুগলরূপং ধ্যায়েৎ।

তদ্‌যথা ;—

কনকজলদগাত্রৌ নীলশোণাব্জনেত্রৌ
মৃগমদবরভালৌ মালতীকুন্দমালৌ।
তরুণিতরুণবেশৌ নীলপীতাম্বরেশৌ
স্মর নিভৃতনিকুঞ্জে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ॥

ইতি ধ্যাত্বা "শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ" ইত্যনেন সর্ব্বাণি দদ্যাৎ।

শ্রীকৃষ্ণধ্যানং যথা ;—

কস্তুরীতিলকং ললাটপটলে, বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে গজ-মৌক্তিকং, করতলে বেণুং, করে কঙ্কণম্।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং, কণ্ঠে চ মুক্তাবলিঃ
গোপস্ত্রী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল-চূড়ামণিঃ॥

অনুবাদ।

বিমুক্ত ছয়টী তরঙ্গ (ঝালর) সেই মন্দির মধ্যে রত্নবেদি, তাহার উপর বহু প্রকার রত্ন দ্বারা গঠিত মহাসিংহাসন, সেই রত্ন সিংহাসন-স্থিত অখিল সিদ্ধি প্রদাতা যুগলকিশোর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভাবনা করিবে ইতি॥

অন্যচ্চ।

ওঁফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

অপিচ।

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুম্।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্মগোপাল-বেশম্।

তৎপার্শ্ববর্ত্তিনীং শ্রীরাধিকাং ধ্যায়েৎ যথা ;—

তপ্তহেমপ্রভাং নীলকুন্তলাবদ্ধমল্লিকাম্।
শরচ্চন্দ্রমুখীং নিত্যাং চকোরীচঞ্চলেক্ষণাম্॥
বিম্বাধরাং স্মিতজ্যোৎস্নাং জগজ্জীবনদায়িকাম্।
চারুপদ্মস্তনালম্বি-মুক্তাদামসুশোভিতাম্॥
নিতম্বি-নীলবসনাং কিঙ্কিনীজালমণ্ডিতাম্॥
নানারত্নাদিশুভগাং সখীসঙ্গে সমাবৃতাম্॥
কৃষ্ণপার্শ্বে স্থিতাং নিত্যাং কৃষ্ণপ্রেমৈকবিগ্রহাম্।
আনন্দরসসংমগ্নাং কিশোরীমাশ্রয়ে বনে।

অন্যচ্চ যথা—

সুচীননীলবসনাং দ্রুতহেমসমপ্রভাম্।
পটাঞ্চলেনাবৃতার্দ্ধাং সুস্মেরাননপঙ্কজাম্॥
কান্তবক্ত্রে ন্যস্তনেত্রাং চকোরীচঞ্চলেক্ষণাম্।
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ নিজপ্রিয়মুখাম্বুজে॥
অর্পয়ন্তীং পূগফালিং পর্ণচূর্ণসমন্বিতাম্।
মুক্তাহারস্ফুরচ্চারুপীনোন্নতপয়োধরাম্॥
ক্ষীণমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং কিঙ্কিনীজালশোভিতাম্।
রত্নতারঙ্ককেয়ূরমুদ্রাবলয়ধারিণীম্॥
রণৎকনকমঞ্জীররত্নপাদাঙ্গুরীয়কাম্।
লাবন্যসারসর্ব্বাঙ্গ-সর্ব্বাবয়বসুন্দরীন্।
আনন্দরসসংমগ্নাং প্রপন্নাং নবযৌবনাম্॥
যথা সর্ব্বপ্রকারেণ গৌরাঙ্গ-পূজনে বিধিঃ
তথাভূতং বিজানীয়াৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পূজনে।
ইতি ধ্যাত্বা তত্রাদৌ মানসিকং পূজয়েৎ

অথ মানসিকপূজায়াঃ প্রার্থনা যথা ;—

অনুবাদ।

যে বিধি অনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা হইয়াছে সেই অনুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পূজা জানিবে, এই প্রকার ধ্যান করতঃ মানসিক পূজা করিবে, তৎপরে পাদ্যাদি ও গন্ধ পুষ্প প্রভৃতি

স্বাগতং দেবদেবেশ ! সন্নিধৌ ভব কেশব ! ।
গৃহাণ মানসীং পূজাং যদর্থং পরিভাষিতম্ ॥

ততঃ মনসা মহোপচারৈঃ পাদ্যাদিভিরর্চ্চয়েৎ। ততঃ পূর্ব্ববৎ পাদ্যাদিভির্ব্বহিঃ পূজয়েৎ। এতৎ পাদ্যং ইদমাচমণীয়ং এষোহর্ঘঃ (ক) এতৎ স্নানীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ,শনৈঃ প্রোঞ্ছনং কৃত্বা পুনরপি মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য পাদ্যাদি সচন্দনতুলসীপত্রং দদ্যাৎ। এবং সর্ব্বাণি দত্ত্বা ততো মূলমন্ত্রং অষ্টোত্তরশতং গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ। মন্ত্ররাজ-দশাক্ষরো যথা—"ক্লীঁ গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা"। গায়ত্রী যথা "গোপীজনবল্লভায় বিদ্মহে গোপীজনবল্লভায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ।"

অনুবাদ।

দ্বারা পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। (শ্রীভগবানের অঙ্গের উপযুক্ত পোষাক ও পরিচ্ছদ নানা প্রকার অলঙ্কার হারও মাল্যাদি দ্বারা) স্নানানন্তর গাত্র মার্জ্জন করিয়া এ প্রকার মনে মনে যুগল কিশোরকে সাজাইবে। মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ক্রমে পাদ্যাদি ও নৈবেদ্য প্রদান পূর্ব্বক মূলমন্ত্র একশত

(ক) অর্ঘঃ পুমান্ যজুঃষ্বেব নির্ষকারো বিধীয়তে। অর্থ,—যজুর্ব্বেদীয়গণ "অর্ঘঃ" শব্দ নির্ব্যকার, পুংলিঙ্গ উচ্চারণ করিবেন।

অষ্টদশাক্ষরো মন্ত্রচূড়ামণিঃ শ্রীগুরু-সন্নিধৌ জ্ঞাতব্যঃ।

শ্রীকৃষ্ণগায়ত্রী যথা ;—ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ। কাম-গায়ত্রী পূর্ব্বং লিখিতৈব * তত্র শ্রীরাধিকাং পূর্ব্ববৎ পাদ্যাদিভিরর্চ্চয়িত্বা তৎপ্রসাদনৈবেদ্যং দদ্যাৎ। ততো গায়ত্রীং স্মরন্ মন্ত্রং জপেৎ। মন্ত্রো যথা ;—"ওঁ হ্রীঁ রাধিকায়ৈ নমঃ"। গায়ত্রী চ

অনুবাদ।

আটবার জপ করিবে গায়ত্রীও ঐ প্রকার জপ করিবে, কাম-গায়ত্রী পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে।

শ্রীগোপাল গায়ত্রী এবং শ্রীকৃষ্ণগায়ত্রী ও মন্ত্ররাজ দশাক্ষর (ক) এস্থানে লেখা হইল। অষ্টোত্তরশত সংখ্যা জপ করিবে। মন্ত্রচূড়ামণি অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগুরুদেবের নিকট জ্ঞাত হওয়া উচিত। সেই প্রকার শ্রীরাধারাণীকে পাদ্য আচমনীয়,গন্ধ,পুষ্প এবং শ্রীভগবানের নির্ম্মাল্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া ললিতাদি সখীগণের সঙ্গে ঐ প্রসাদ নৈবেদ্য

---

* কামগায়ত্রীর অর্থ পরিশিষ্টে দেখিবেন।

(ক). দশাক্ষর মন্ত্রের অর্থ ও কৃষ্ণগায়ত্রীর এবং শ্রীগোপাল গায়ত্রীর অর্থ পরিশিষ্টে বিস্তারিত পাইবেন।

"ওঁ হ্রীঁ রাধিকায়ৈ বিদ্মহে গান্ধর্ব্বিকায়ৈ ধীমহি তন্নো রাধা প্রচোদয়াৎ।" ইতি জপ্ত্বা কিঞ্চিজ্জলং প্রগৃহ্য—

গুহ্যাতি গুহ্য-গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব! তৎপ্রসাদাৎ জনার্দ্দন!॥

ইত্যনেন শ্রীকৃষ্ণহস্তে জলং সমর্পয়েৎ॥

প্রসাদেনার্চ্চয়েৎ তত্র ললিতাদ্যা ব্রজস্ত্রিয়ঃ।
ধ্যাত্বা পাদ্যাদিভিঃ পূজ্যাঃ নির্ম্মাল্যেন ততঃপরম্॥

"ওঁ শ্রীললিতা-দেব্যৈ নমঃ"। ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য

অনুবাদ।

অর্পণ করিবে। শ্রীরাধাকৃষ্ণকে যুগল রূপে একত্রে পূজা করিলে শ্রীললিতাদি সখীগণকে ঐ যুগল কিশোরের প্রসাদ নির্ম্মাল্য অর্পণ করিবে। শ্রীরাধারাণীর মন্ত্র ও গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিবে। এ প্রকার জপ সমাপনান্তে হস্তে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করিয়া "গুহ্যাতি" এই মন্ত্র পাঠ করতঃ শ্রীভগবানের দক্ষিণহস্তে অর্পণ করিবে। শ্রীললিতাদি ব্রজ-রমণীগণকে তৎ প্রসাদ নির্ম্মাল্য দ্বারা পূজা করিবে। আদিতে "ওঁ ললিতাদেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে ধ্যান পাদ্য আচমনীয় স্নানীয় প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া ঐ নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ সমর্পণ করিবে। সখী ও মঞ্জরীগণকে উল্লিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ক্রমাগত অর্চ্চনা করিবে।

পূজয়েচ্চ ক্রমাগতঃ। যথা ;—"ওঁ শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জর্য্যৈ নমঃ।" ওঁ শ্রীগুরুমঞ্জরীগণেভ্যো নমঃ * ॥

অথ তুলসীপূজাবিধিঃ যথা ;—

প্রথমং, স্নানমন্ত্রঃ।

গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনীম্ ॥

ততোঽর্ঘমন্ত্রো যথা ;—

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ো শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরসৎকৃতে ! ।
ভক্ত্যা দত্তো ময়া দেবি ! গৃহণার্ঘো নমোঽস্তু তে ॥

মন্ত্রেণানেনার্ঘংদত্ত্বা গন্ধ-পুষ্পং দদ্যাৎ ৭ ।

ততো বদ্ধাঞ্জলিরিমং পঠেৎ। যথা ;—

নির্ম্মিতা ত্বং পুরাদেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসি ! হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥

অনুবাদ।

* সখীগণের স্থান বর্ণ, বস্ত্র, বয়স, সেবা, কুঞ্জ পরিশিষ্টে দেখিবেন।

৭ পূর্ব্ববৎ পাদ্য, আচমনীয়, অর্ঘ, স্নানীয় নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে—"এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীঁ তুলসীদেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে সমস্ত দ্বারা পূজা করিবে কেবল স্নানের পর জোড়হস্তে "নির্ম্মিতা ত্বং" এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে, তৎপরে শ্রীভগবৎ প্রসাদ নৈবেদ্য অর্পণ করিবে।

মন্ত্রেনানেন মূলং লেপয়েৎ।

ত্বন্মূলে সর্ব্বতীর্থানি ত্বৎপত্রে সর্ব্বদেবতাঃ
ত্বদঙ্গে সর্ব্বপুণ্যানি কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনি! ॥

প্রদক্ষিণা যথা;—

যানি কানীহ পাপানি জন্মান্তরে কৃতানি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণাঃ পদে পদে ॥

প্রণামো যথা—

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তি-প্রদে দেবি! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

অথ স্তবো যথা—

ন পূজা ন জপো যজ্ঞো ত্বয়া বিনা ভবেচ্চ ন।
প্রসন্না ভব দেবেশি! কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনি! ॥
পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈ রর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
প্রসন্না ভব দেবেশি! বৃন্দা ত্বং তুলসী কলৌ ॥



অথ পরিশিষ্টম্।

চন্দন-ঘর্ষণ করিবার নিয়ম।

শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে শ্বেত চন্দন বিধি আছে, ঐ চন্দন উভয় হস্তে ধারণ পূর্ব্বক উভয় হস্তের তর্জ্জনী স্পর্শ না করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে ঘর্ষণ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বয়ে ধারণ পূর্ব্বক গন্ধ ও চন্দন অর্পণ করিবে।

অর্চ্চনা সম্বন্ধে নিয়ম।

শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে যে কিছু কার্য্য তাহা দক্ষিণ-হস্তের সঙ্গে বাম-হস্ত যোগ করিয়া এবং যুগ্মবস্ত্রে করিবে।

তুলসী অর্পণ নিয়ম।

বিশেষ পরিস্কার করিয়া তুলসীপত্র ধৌত করিতে হইবে, যেন মৃত্তিকাদি না থাকে তৎপরে জল শূন্য করিয়া চন্দন বা গন্ধ মিশ্রিত করতঃ অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশ নিম্নদিকে রাখিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লক্ষ্য করিয়া প্রদান করিবে। অর্থাৎ অর্পণ কালে পৃষ্ঠদেশ দর্শন নিষেধ, আর যে ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে সে ভাবে প্রদান বিধি। কীটদষ্ট বা ভগ্ন না হয়। কাল-তুলসী বিশেষ প্রীতিজনক জানিবেন।

গন্ধ চন্দন ও তুলসী পুষ্প দুই বারের ন্যূন অর্পণ করিবে না, প্রত্যেক বার হস্ত ধৌত করিয়া জলশূন্য হস্তে পুনর্ব্বার অর্পণ করিবে।

পুষ্প অর্পণের নিয়ম।

বিহিত সুসংস্কৃত সবৃন্ত পুষ্প সকল গন্ধ বা চন্দন যোগ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বয়ে বৃন্তের দিকে ধারণ পূর্ব্বক প্রদান করিবে। সূর্য্যোদয়ের পর পুষ্পচয়ন নিষেধ। শ্মশান বা যবনাদির বাটীর পুষ্প এবং এরণ্ড পত্রস্থিত ও যাচিত পুষ্প প্রদান নিষেধ।

মন্ত্রজপ নিয়ম।

প্রথমতঃ অঙ্গুলি সকল অচ্ছিদ্র ঈষৎ বক্রভাবে রাখিয়া অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করতঃ কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ অতিক্রমণ পূর্ব্বক তর্জ্জনীর শেষ পর্ব্বে দশবার হইবে। আবার ঐ তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অনামিকার শেষ পর্ব্বে আঠার বার হইবে। দশবার জপের এইরূপ বিধান। তাহার অধিক করিতে হইলে ঐ নিয়মে একশত করিয়া, আটবার অধিক করিবে। দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র করে একশত জপের অধিক করিতে পারিবে না। অধিক করিতে হইলে প্রতিষ্ঠিত মালাতে করিতে হইবে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির পৃষ্ঠদেশ বক্ষে সংলগ্ন করতঃ দন্তে জিহ্বার আঘাত না করিয়া শ্রীভগবৎরূপ চিন্তা করিয়া জপ করিবে। মন্ত্রে অক্ষর ভাবনা করিলে নরক হইবে, অনুলোম বিলোম জপের এই ক্রম।

অথাপরাধক্ষমা যথা ;—বধ্বাঞ্জলি ভূ'ত্বা পঠেৎ।

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন!।
যৎ পূজিতং ময়াদেব! পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥
অজ্ঞানাদথবা মোহাদশুভং যন্ময়াকৃতম্।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাম্॥

অথ বিজ্ঞপ্তির্যথা ;—

মৎসমো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ! ॥
যুবতীনাং যথা যূনী যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥
ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনং।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো ! ॥
কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্‌বাষ্পপুণ্ডরীকাক্ষ ! রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥
অপিচ—যদ্যহং নির্গুণা হীনা পাপিষ্ঠা শিশুদারুণা।
তথাপি জগতাং নাথ ! ত্বমেব শরণং প্রভো ! ॥
মদন্যা পাপচিন্তা হি বদন্তি নাস্তি ভূতলে।
তথাপি জগতাং নাথ ! ত্বমেব শরণং প্রভো ! ॥
হা কৃষ্ণ ! করুণাসিন্ধো বন্ধু র্বন্ধোরিতি স্মৃতঃ।
জ্ঞাত্বা মাং সর্ব্বতো নাথ ! ত্যক্তুং নার্হতি দুর্গতিম্ ॥
মৎসমঃ পাতকী নাস্তি ত্বৎসমো নাস্তি পাপহা।
ইতি বিজ্ঞায় গোবিন্দ ! যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥

অথাত্মসমর্পণং যথা—(১)

হে নাথ ! হে দয়িত ! হেঽনাথৈকবন্ধো ! ।
প্রসীদ হে কৃষ্ণ ! হে করুণৈকসিন্ধো ! ॥

---

(১) অনন্তর আত্মসমর্পণ এইরূপ ;—দক্ষিণ হস্তে কিঞ্চিৎ জল

ভবামি তে পদাব্জশ্রয়ং দেহি দেহি।
জঘন্যং জনঞ্চ মাং শরণ্যং বিদেহি ॥

দক্ষপাণিনা কিঞ্চিৎ জলং গৃহীত্বা ইমং পঠন্ ভগবতশ্চরণাব্জসমীপে নিধাপয়েৎ।

অথ চরণামৃততর্পণং যথা ;—(১)

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন শ্রীচরণামৃতেন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্ ॥

অথ দণ্ডবৎ প্রণাম-লক্ষণম্। (২)

অথ দণ্ডবৎ প্রণমেৎ ভুবি সাষ্টাঙ্গেন পঞ্চাঙ্গেন বা
সাষ্টাঙ্গস্যেদং লক্ষণম্ ॥

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যাং উরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামাষ্টাবিতি স্মৃতাঃ ॥

গ্রহণ করিয়া "হে নাথ" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের চরণ সমীপে স্থাপন করিবে।

(১) পূজার আসনে বসিয়া কিঞ্চিচ্চরণামৃত গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের সহিত বামহস্ত যোগ করতঃ উল্লিখিত "আব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে।

(২) অনন্তর দণ্ডের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হইয়া অষ্টাঙ্গে বা পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিবে। দুইবাহু, দুইপদ, দুইজানু বক্ষঃ, মস্তক, দর্শন,

পঞ্চাঙ্গশ্চায়ম্।

জানুভ্যাঞ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গক-প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ-প্রণামো যথা।

কৃষ্ণ হে! করুণাসিন্ধো! দীনবন্ধো! জগৎপতে!।
গোপেশ! গোপিকাকান্ত! রাধাকান্ত! নমোঽস্তু তে॥
নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধর-সুধাপান-শালিনে বনমালিনে॥

শ্রীরাধিকা-প্রণামঃ।

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং রঙ্গিণীং প্রমদাকৃতিং।
বৃকভানুসুতাং বন্দে বৃন্দাবনবিলাসিনীং॥

অথ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রণামঃ।

নমস্ত্রিকালসত্বায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

অন্যচ্চ—

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায়, হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায়, গৌরাঙ্গচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥

মনঃ এবং বাক্যদ্বারা যে প্রণাম তাহাকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে। আর দুইজানু, দুইবাহু, মস্তক, বাক্য এবং বুদ্ধি এই পাচ অবয়ব দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ বলা যায়। এই অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণামই পূজা-কালে প্রশস্ত জানিবে। দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ চরণ বামহস্তে বাম চরণ ধারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রণামঃ। নিত্যানন্দ! নমস্তুভ্যং প্রেমানন্দ-প্রদায়িনে। কলৌ কল্মষনাশায় জাহ্নবীপতয়ে নমঃ।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রণামশ্চায়ং। শ্রীঅদ্বৈত! নমস্তুভ্যং কলিজন! কৃপানিধে!। গৌর-প্রেম প্রদানায় শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ॥

শ্রীগদাধরশ্চায়ং। শ্রীহ্লাদিনীস্বরূপায় গৌরাঙ্গ-সুহৃদায়চ। ভক্তশক্তিপ্রদানায় গদাধর! নমোঽস্তু তে॥

শ্রীশ্রীবাসশ্চায়ং। শ্রীবাসপণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গ-প্রিয়পার্ষদং। যস্য কৃপালবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ॥

অথ বৈষ্ণবশ্চায়ং। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ, কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

অথ প্রদক্ষিণা নারসিংহে;—একাং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত তিস্রো দদ্যাৎ বিনায়কে। চতস্রঃ কেশবে দদ্যাৎ শিবে চার্দ্ধ-প্রদক্ষিণাম্॥ ১॥

তন্মাহত্ম্যং যথা;—চতুর্ব্বারং ভ্রমীভিস্তু জগৎ সর্ব্বং চরাচরং। ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্র্য! তত্তীর্থগমনাদিকম্॥২

---

(১) কোন্ দেবতাকে কতবার প্রদক্ষিণ করিবে তাহার সংখ্যা এই;—চণ্ডীকে একবার, সূর্য্যকে সাতবার, গণপতিকে তিনবার, শ্রীভগবান বিষ্ণুকে চারিবার, শ্রীমহাদেবকে অর্দ্ধ (একের অর্দ্ধ) প্রদক্ষিণ করিবে।

(২) তাহার মাহাত্ম্য অনন্ত তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ লেখা হইতেছে। শ্রীভগবানকে চারিবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিলে চরাচর সমস্ত জগৎ

অথ প্রদক্ষিণা-প্রণামশ্চনিষেধং যথা ;—(১)

একহস্তঃ প্রণামশ্চ একা চৈব প্রদক্ষিণা। অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্। কৃষ্ণস্য পুরতো নৈব অন্যস্যৈব প্রদক্ষিণা। (ভগবতঃ) শয়নাদৌ চ হ্যকালো বৈষ্ণবস্যৈব সম্মতঃ॥

প্রদক্ষিণ মন্ত্রশ্চায়ং। হে কৃষ্ণ! রাধিকাকান্ত! গোবিন্দ! মধুসূদন। প্রদক্ষিণাং করোমি ত্বাং করুণাঙ্কুরু মাধব! ॥

পূজার পর নামকীর্ত্তন যথা ;—জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত-গৌরাঙ্গ। জয় জয় মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র। জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥ জয় জয় স্বরূপ, রূপ সনাতন রায় রামানন্দ। জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ॥ জয় জয় পঞ্চপুত্র সঙ্গে ভজে রায় ভবানন্দ। জয় জয় তিনপুত্র সঙ্গে ভজে সেন শিবানন্দ॥ জয় জয় ছয় চক্রবর্ত্তী নাচে অষ্ট কবিরাজ। মহা-প্রভুর সঙ্গে নাচে ভকত সমাজ॥ জয় জয় দ্বাদশগোপাল নাচে চৌষট্টি মহান্ত। মহাপ্রভু বেড়ে নাচে যত ভক্তবৃন্দ॥ জয় জয়

প্রদক্ষিণ করা হইল এবং তাহাতে তীর্থপর্য্যটন অপেক্ষাও অধিক ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি ভূমিতে অষ্টাঙ্গ করিয়া প্রদক্ষিণ করে তাহাকে শ্রীভগবান্ আলিঙ্গন করিয়া থাকেন।

(১) একহস্ত দ্বারা প্রণাম একবার প্রদক্ষিণ এবং অকালে বিষ্ণু দর্শন করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য সকল বিনষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে অন্যের (সূর্য্যাদির) প্রদক্ষিণ করিবে না। ভগবানের শয়ন ভোজনাদি বৈষ্ণবগণের অকাল বলিয়া সম্মত।

রাধাকান্ত কৃষ্ণ গোবিন্দ। জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র ॥ (রাধারমণ রাসবিহারি-শ্রীগোকুলানন্দ) জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ। জয় জয় শ্রীরূপমঞ্জরী আদিমঞ্জরী অনঙ্গ ॥ জয় জয় পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বিরা বৃন্দা। কৃপাকরি দেহ যুগল চরণারবিন্দ ॥

অথ বৈষ্ণব-চরণামৃতধারণমন্ত্রং।

অন্তর্দ্ধান্ত-বিনাশনং সর্ব্ববিঘ্ন-প্রমোচনম্।
ত্রিতাপানি হরেন্নিত্যং বৈষ্ণবচরণোদকম্ ॥

শ্রীগুরু-চরণামৃতধারণমন্ত্রঃ।

অজ্ঞান তিমিরহরং সর্ব্বমঙ্গলদায়কম্।
শ্রীকৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপ্রদো নিত্যং শ্রীগুরোশ্চরণোদকম্ ॥

শ্রীভগবচ্চরণামৃত-ধারণ-মন্ত্রঃ।

অকাল-মৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥

শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজন নিয়ম।

প্রথমতঃ শ্রীভগন্নিবেদিত মহাপ্রসাদান্ন প্রণাম পূর্ব্বক উত্তর বা পূর্ব্ব মুখ হইয়া বসিবে, তৎপরে ভগবৎ চরণ তুলসী ও চরণামৃত মিশ্রিত করতঃ মূলমন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বক্ষ্যমান শ্লোকটী পাঠকরণান্তর পিতৃগণকে ঐপ্রসাদ নিবেদন করিয়া ভোজন করিবে। শ্লোকত্রয়ের মধ্যে একটী মাত্র যথাঃ—

ত্বয়োপভুক্ত স্রক্‌গন্ধ বাসোলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসা স্তব মায়াং জয়েমহি ॥

নিবেদিত-ভোজন-মাহাত্ম্যম্।

নৈবেদ্যমন্নং তুলসীবিমিশ্রং বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তম্।
যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুত-
কোটিপুণ্যং॥

অথ তুলসীচয়নো যথা—

তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে! ॥

তৎক্ষমা যথা ;—

চয়নোদ্ভবদুঃখঞ্চ যৎ হৃদি তব বর্ত্ততে।
তৎ ক্ষমস্ব জগন্মাতঃ! বৃন্দাদেবি! নমোঽস্তু তে॥

চয়নকালনিষেধো যথা—

অমাবস্যাং পূর্ণিমায়াং দ্বাদশ্যাং রবিসংক্রমে।
নচ্ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রো দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ ক্বচিৎ॥

মালা-ধারণনিত্যতা।

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥

তুলসীমালাধারণবিধিঃ, হং ৪র্থঃ বিঃ ১১৮ মধ্যে।

সন্নিবেদ্যৈব হরয়ে তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাং।
মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধত্তে স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।

তুলসীমালা-ধারণ-মন্ত্রঃ।

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতে ! মালে ! কৃষ্ণজনপ্রিয়ে ! ।
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু ভক্তজনপ্রিয়ম্।

তৎপত্রধারণমাহাত্ম্যং যথা ;—

কর্ণেন ধারয়েদ্‌যস্তু তুলসীং সততং নরঃ।
তৎকাষ্ঠং বাপি রাজেন্দ্র ! তস্য নাস্ত্যপপাতকম্।
মুখেতু তুলসীপত্রং দৃষ্ট্বা শিরসি কর্ণয়োঃ।
কুরুতে ভাস্করি(১) স্তস্য দুস্কৃতস্য তু মার্জ্জনম্॥

অথ ভক্ষণ মাহাত্ম্যং—

ত্রিকালং বিনতাপুত্রং প্রাশয়েৎ তুলসীং যদি।
বিশিষ্যতে কায়শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণ শতং বিনা॥

(১) (ভাস্করিঃ সূর্য্য-পুত্রঃ যমঃ)

অথ শ্রীগুরোরষ্টকং যথা ;—

সংসারদাবানললীঢ়লোকত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বং।
প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ১
মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্যগীতবাদিত্রমদনোন্মনসোরসেন।
রোমাঞ্চকম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ২
শ্রীবিগ্রহারাধননিত্য-নানা-শৃঙ্গার তন্মন্দিরমার্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিকুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৩
চতুর্বিধঃ শ্রীভগবৎপ্রসাদঃ স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৪

শ্রীরাধিকা মাধবয়োরপারমাধুর্য্য লীলা গুণ রূপ নাম্নাং।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৫ ॥
নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ যা যালিভির্যুক্তি রপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥
সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ রুক্ত স্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রী চরণারবিন্দম্ ॥ ৭
যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যদপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তবন্ তস্য যশ স্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৮
শ্রীমদ্‌গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈ র্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রিয়ত্বাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবননাথসাক্ষাৎ সেবৈব লভ্যা হ্যনিশন্তমেব ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিবিরচিতস্তবামৃতলহর্য্যাং শ্রীগুরুদেবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥ ১ ॥

অথ শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টকং যথা ;—

উজ্জলবরণ-গৌরবরদেহং,বিলসতি নিরবধি ভাববিদেহং।
ত্রিভুবন-পাবন-কৃপয়া লেশং স্বং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ১ ॥
গদ্‌গদ অন্তর ভাব বিকারং দুর্জ্জন তর্জ্জন নাদ বিশালং।
ভবভয়ভঞ্জনকারণকরুণং তং প্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ম্ ॥ ২ ॥
অরুণাম্বরধর-চারুকপোলং ইন্দুবিনিন্দিতনখচয়রুচিরং।
জল্পিতনিজগুণনামবিনোদং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৩
বিগলিত-নয়নকমল-জলধারং ভূষণনবরসভাববিকারং।
গতি অতি মন্থর নিত্য-বিলাসং তং প্রণমামিচ শ্রী.শচীতনয়ম্ ॥৪॥
চঞ্চলচারুচরণগতিরুচিরং মঞ্জিররঞ্জিতপদযুগমধুরম্।
চন্দ্রবিনিন্দিতশীতলবদনং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৫ ॥

ধৃতকম্পপুলকসদঙ্গবেশং দিব্যকলেবরমণ্ডিতমঙ্গং।
দুর্জ্জনকলুষ-খণ্ডন-দণ্ডং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ৬॥
ভূষণভূরজ অলকা বলিতং কম্পিতবিম্বাধরবররুচিরং।
মলয়জবিরচিত উজ্জ্বল তিলকং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥৭॥
নিন্দিত অরুণ কমলদল-লোচনং আজানুলম্বিত-শ্রীভুজযুগলং।
কলেবর-কৈশোর-নর্ত্তকবেশং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ৮॥

ইতি শ্রীসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতং
শ্রীগৌরাঙ্গাষ্টকং সংপূর্ণম্॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্তবরাজঃ।

ওঁ নমো গৌররূপায় গৌরচন্দ্রস্বরূপিণে।
করুণাময় রূপায় নিত্যং গৌর-ত্বিষে নমঃ॥
নমস্তে দ্বিজরূপায় দ্বিজ-বন্ধুস্বরূপিণে।
নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥
নমো বিনোদ রূপায় নমো বিনোদমালিনে।
ভক্তচিত্তবিনোদায় নমস্তস্মৈ বিনোদিনে॥
নমঃ প্রণতপালায় প্রণতরক্ষকারিণে।
প্রণতক্লেশ-নাশায়, দুঃখ-নাশায়তে নমঃ॥
ভক্ত চিত্তাভিরামায়, ভক্তাহ্লাদপ্রদায়িনে।
ভক্ত প্রাণ স্বরূপায় ভক্ত রূপায় তে নমঃ॥
নমঃ সুন্দররূপায় পরমানন্দরূপিণে।
রাধাকৃষ্ণস্বরূপায়, নমঃ প্রেমস্বরূপিণে॥
প্রেমধামস্বরূপায়, ভক্তি প্রদান-হেতবে।
প্রেম নাম প্রদানায়, তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥

নমো বিশ্ব স্বরূপায়, বিশ্ব জন বিমোহিনে।
বিশ্বায় বিশ্বরূপায়, বিশ্বাত্মনে নমো নমঃ॥
নমস্তে জগদীশায়, জগৎস্থিত্যন্ত-হেতবে,
জগচ্চৈতন্য রূপায়, জগদ্ধিতায় তে নমঃ॥
এবং সর্ব্বস্বরূপায়, সর্ব্ব কল্যাণ হেতবে,
গদাধরস্য কান্তায়, তস্মৈ নমঃ পুনঃ পুনঃ॥
প্রসীদ হে শ্রীগৌরাঙ্গ! প্রসীদ কমল লোচন!
প্রসীদ ভক্ত প্রাণেশ! প্রসীদ ত্রিদিবেশ্বর!॥
আধি ব্যাধি ভয়াৎ ত্রাহি, বিশ্বম্ভর জগৎপতে!।
সংসারদংষ্ট্রভুজঙ্গাৎ সুরক্ষ মাং দীনং ভবে॥
ন বার্দ্ধক্যং জরা ব্যাধিঃ, যত্নতো যঃ পঠেন্নরঃ।
অচিরাদেব কালেন গৌরাঙ্গঃ প্রসন্নো ভবেৎ॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্।

শরচ্চন্দ্রভ্রান্তিং স্ফুরদমলকান্তিং গজগতিং। হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃতপরমসত্ত্বং স্মিতমুখং। সমাঘূর্ণন্নেত্রং করকলিতবেত্রং কলিভিদং। ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি॥ ১॥

রসানামাধারং স্বজনগণ-সর্ব্বস্ব মতুলং তদীয়ৈক প্রাণ প্রতিম বসুধা জাহ্নবীপতিং। সদা প্রেমোন্মাদং পরম বিদিতং মন্দমনসাং ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি॥ ২॥

শচীসূনুপ্রেষ্ঠং নিখিলজগদিষ্টং সুখময়ং কলৌ মজ্জজীবোদ্ধরণ-করুণোদ্দামকরুণং। হরেরাখ্যানাদ্বা ভবজলধিগর্ব্বোন্নতিহরং ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি॥ ৩॥

অহে ভ্রাত নৃণাং কলিকলুষিনাং কিন্নু ভবিতা, তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে। ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৪ ॥

যথেচ্ছং রে ভ্রাতঃ! কুরু হরি হরিধ্বানমনিশং। ততো বঃ সংসারাম্বুধিতরুণাদায়ো ময়ি লগেঃ, ইদং বাহুস্ফোটৈ রটতি রচয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং। ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি ॥ ৫ ॥

নটন্তং গায়ন্তং হরি মনু বদন্তং পথি পথি ব্রজন্তং পশ্যন্তং সমপি স্বহরন্তং জনগণং প্রকুর্ব্বন্তং শান্তং সকরুণ দৃগন্তং প্রকলনাৎ ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৬ ॥

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধি হরণকুম্ভোদ্ভবমহো সতাং শ্রেয়ঃ-সিন্ধূন্নতি কুমুদ বন্ধুং সমুদিতং। খলশ্রেণীস্ফূর্য্যত্তিমিরহরসূর্য্য প্রভমহং ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৭ ॥

স্ববিভ্রাণং ভ্রাতুঃ কর-সরসিজং কোমলতরং মিথো বক্ত্রালোকাচ্ছলিত-পরমানন্দহৃদয়ং। ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ মুদয়ন্তং পুরজনান্ ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৮ ॥

সুখানামাধানং রসিকবরসৎবৈষ্ণবধনং রসানামাগারং পতিত-ততিতারং স্মরণতঃ পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি যঃ তদঙ্ঘ্রি দ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতি নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥

ইতি শ্রীকবিরাজ-কৃষ্ণদাস-গোস্বামি-বিরচিতং

শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং সংপূর্ণম্ ॥—॥

অদ্বৈতাষ্টকম্।

হুঙ্কারগর্জ্জনাদি অহোরাত্রি সদ্‌গুণং হাঃ কৃষ্ণ রাধিকানাথ! প্রার্থনাদিভাবনং ধূপদীপকস্তুরীচন্দনাদি-লেপনং সীতানাথাদ্বৈত চরণারবিন্দ ভাবনম্॥ ১॥

গাঙ্গবারি মনোহারি তুলস্যাদি মঞ্জরী কৃষ্ণ জ্ঞান সদা ধ্যান প্রেম বারি ঝর্ঝরী কৃপাদি করুণানাথ ভবিষ্যতি প্রার্থনং সীতানাথাদ্বৈত চরণারবিন্দ ভাবনম্॥ ২॥

মুহুর্মুহু কৃষ্ণকৃষ্ণ উচ্চৈস্বরে গায়তং অহে নাথ জগত্রাত মম দৃষ্টি-গোচরম্। দ্বিভুজ করুণানাথ দীয়তাং সুদর্শনং সীতানাথাদ্বৈতচর-ণারবিন্দ ভাবনম্॥ ৩॥

অদ্বৈতচরণারবৃন্দ-জ্ঞানধ্যানভাবনং সদাদ্বৈত-পাদপদ্ম-রেণু-রাশি ধারণম্। দেহি ভক্তিং জগন্নাথ! রক্ষ মামভাজনং সীতানাথা দ্বৈতচরণারবৃন্দভাবণম্॥ ৪॥

অদ্বৈত প্রার্থনার্থং জগন্নাথ! বালকং শচীমাতৃগর্ভজাত চৈতন্য করুণাময়ম্। অদ্বৈত সঙ্গ রঙ্গ কীর্ত্তন-বিলাসনং সীতানাথাদ্বৈত চরণারবিন্দ ভাবনম্॥ ৫॥

সর্ব্বদাতঃ! সীতানাথ প্রাণেশ্বর! সদ্‌গুণং যো জপন্তি সীতানাথ! পাদপদ্মকেবলম্। দীয়তাং করুণানাথ ভক্তিযোগ তৎক্ষণং সীতানাথাদ্বৈতচরণারবিন্দভাবনম্॥ ৬॥

দীনহীননিন্দুকাদি-প্রেমভক্তি-দায়কং সর্ব্বদাতঃ! সীতানাথ! শান্তিপুরনায়কম্। রাগরঙ্গ সঙ্গদোষ কর্ম্মযশোমোক্ষণং সীতানাথা-দ্বৈত চরণারবিন্দ ভাবনম্॥ ৭॥

চৈতন্য জয়াদ্বৈত নিত্যানন্দ করুণাময়ং একাঙ্গ ত্রিধামূর্ত্তি

কৈশোরাদি সদাবরম্ । জীবত্রাণভক্তিজ্ঞানহুঙ্কারাদিগর্জনং সীতানাথাদ্বৈত চরণারবিন্দ ভাবনম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যবিরচিতং শ্রীঅদ্বৈতাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকম্ ।

সুচারু বক্ত্রমণ্ডলং শ্রুতিঞ্চ রত্নকুণ্ডলম্ ।
সুচর্চ্চিতাঙ্গচন্দনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ১ ॥
সুদীর্ঘনেত্রপঙ্কজং শিখিশিখণ্ডমূর্দ্ধজং ।
অনঙ্গকোটিমোহনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ২ ॥
সুনাসিকাগ্রমৌক্তিকং স্বচ্ছন্দদন্তপংক্তিকং ।
নবাম্বুদাঙ্গ-চিক্কণং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৩ ॥
করেণ বেণুরঞ্জিতং গতি-করীন্দ্র-গঞ্জিতং ।
দুকুলপীতশোভনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৪ ॥
ত্রিভঙ্গদেহসুন্দরং নখদ্যুতিসুধাকরং ।
অমূল্যরত্নভূষণং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৫ ॥
সুগন্ধ অঙ্গসৌরভং উরু বিরাজ কস্তুভম্ ।
স্ফুরৎশ্রীবৎসলাঞ্ছনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৬ ॥
ব্রজেন্দ্রসুনাগরং বিলাসানুরাগবাসং ।
সুরেন্দ্রগর্ব্বমোচনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৭ ॥
ব্রজাঙ্গনাসুনায়কং সদা সুখপ্রদায়কং ।
জগন্মনঃপ্রলোভনং নমামি নন্দনন্দনম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীনন্দনন্দনাষ্টকং পঠেদ্যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতং তরেৎ

ভবাব্ধিং দুস্তরং লভেৎ তদঙ্ঘ্রি যুগ্মকম্॥ ইতি শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-বিরচিতং নন্দনন্দনাষ্টকং সম্পূর্ণম্॥

শ্রীরাধিকাষ্টকম্।

সুষমামুখমণ্ডলাং শ্রুতিকান্তি মনোহরাং।
বরাঙ্গরত্নভূষিতাং নমামি কীর্ত্তিদাসুতাম্॥ ১॥
সৌদামিনীবিনিন্দাঙ্গীং নবীননিরদাম্বরাং।
গোবিন্দমনমোহিনীং নমামি কীর্ত্তিদাসুতাম্॥ ২॥
সুদীর্ঘনেত্রনলিনীং পীনোন্নতপয়োধরীং।
কৃষ্ণমনঃপ্রলোভিনীং নমামি কীর্ত্তিদাসুতাম্॥ ৩॥
নাসিকারত্ন উজ্জলাং কুন্দবদ্দন্তপঙ্‌ক্তিকাং।
সুস্মিতচারুবদনাং নমামি কীর্ত্তিদাসুতাম্॥ ৪॥
করেণ লীলা-পঙ্কজাং আলিভিঃ পরিবেষ্টিতাং।
চিকুরবেণীমণ্ডিতাং নমামি কীর্ত্তিদাসুতাম॥ ৫॥
হরিবিনিন্দিতাকটীং বিশালনিতম্বতটীং।
উরসি রত্নহারিকাং নমামি কীর্ত্তিদাসুতাম্॥ ৬॥
সুগন্ধ অঙ্গ অনিলাং গতিহংসিনীগঞ্জিতাম্।
গুণৈঃ সর্ব্ববরীয়সীং নমামি কীর্ত্তিদাসুতাম্॥ ৭॥
স্মিতকান্তিনখশ্রেণীং প্রগল্‌ভিকাং সুভাসিনীং।
কৃষ্ণচন্দ্র চকোরিণীং নমামি কীর্ত্তিদাসুতাম্॥ ৮॥
এতৎ শ্রীরাধিকাষ্টকং পঠেদ্‌যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
প্রাপ্য তদংঘ্রি-যুগ্মকং ভবাব্ধিং সন্তরেৎ সুগম॥ ০০৭॥

অথ শ্রীদামোদরাষ্টকং। হ, ১৬বি, ৯৭।

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানং। যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং পরামৃষ্ট-সত্যং ততোহদ্রুত্য গোপ্যা॥ ১ রুদন্তং মুহুর্নেত্র-যুগ্মং মৃজন্তং করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রং মুহুঃ শ্বাসকম্পত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠস্থিতগ্রৈবং দামোদরং ভক্তিবদ্ধং ॥ ২ ॥ ইতী দৃক্স্বলিলাভিরানন্দ-কুণ্ডেস্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তং। তদীয়ে শিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩ ॥ বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা নচান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ। ইদন্তে বপুর্নাথ-গোপালবালং সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ॥ ৪ ॥ ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈর্বৃতং কুণ্ডলস্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা। মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ববক্ত্রাধরং মে মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ॥ ৫ ॥ নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো! প্রসীদ প্রভো! দুঃখজলাব্ধিমগ্নং কৃপাদৃষ্টি বৃষ্ট্যাতিদীনমনুগৃহাণেশ! মামজ্ঞ মেধ্যক্ষিদৃশ্যঃ॥ ৬ ॥ কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌচ। তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছন্ ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥ ৭ ॥ নমস্তেঽস্তু ধাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যং॥ ৮ ॥ ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে বশিষ্ঠশৌনক-সংবাদে দামোদরাষ্টকং সম্পূর্ণম্॥

অথ পূজাবিধি-বিবেকঃ। (১)

অয়ং পূজাবিধিমন্ত্রসিদ্ধর্থস্য জপস্যহি। অঙ্গং ভক্তেস্তু তন্নিষ্ঠৈ

(১) অথ পূজাবিধি লিখিয়াছি তাহা মন্ত্রসিদ্ধির জন্য ও জপের অঙ্গ-ন্যাসাদি ব্যতিরেকেও ভক্তির পূজা সম্পন্ন হয়। ইহা ভক্তিনিষ্ঠ-

ন্যাসাদীনন্তরষ্যতে॥ শ্রীভগবদদর্চ্চনপ্রকারঃ জপস্য অঙ্গঃ ক্রমদীপিকাদ্যক্তি প্রেতস্য তত্তৎকামেন জপস্যৈব প্রাধান্যাৎ। কথভূতস্য মন্ত্রস্য সিদ্ধিঃ সাধনং সৈব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তস্য।

ভূতশুদ্ধিঃ রেচক-কুম্ভকাদিনা একা ধ্যানেনৈকা। গৌরেশ্বর-বৈষ্ণবানাং ধ্যানেনৈব ভূতশুদ্ধিঃ সদাচারঃ।

সহস্রদলকমলে সখীনাং স্থাননির্ণয়ো যথা।

প্রধানাষ্ট-দলেষ্বেবমষ্টৌ শ্রীললিতাদয়ঃ। রাধাকৃষ্ণ সুখামোদাঃ সেবোপায়নপাণয়ঃ॥ সবৃন্দা যত্নতোধেয়া তত্রাদৌ ললিতোত্তরে। ঐশান্যেতুবিশাখৈন্দ্রি চিত্রেন্দুলেখিকাগ্নেয়ে॥ যাম্যে চম্পকবল্লীচ নৈঋত্যে রঙ্গদেবিকা। পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যার্থী সুদেবী বায়বে তথা॥ মঞ্জরী গননাস্তত্র স্থাননির্ণীত সাম্প্রতম্। তথাষ্টোপদলেষ্বেবমনঙ্গ-মঞ্জরীমুখাঃ॥ সযূথা যত্নতো ধেয়া স্তত্রোত্তরদলদ্বয়ে। অনঙ্গমঞ্জরী তস্যা বামে মধুমতী তথ॥ পূর্ব্বয়ো র্বিমলা বামে শ্যামলা দক্ষিণে দ্বয়োঃ। পালিকা মঙ্গলা বারণয়োর্ধন্যাচ তারকা॥

অথ কিঞ্জল্কপার্শ্বস্থাঃ সর্ব্বদা সেবনোৎসুকা। প্রিয়নর্ম্মসখী ধ্যায়েৎ কৃষ্ণদক্ষিণতঃ ক্রমাৎ॥ লবঙ্গমঞ্জরীং রূপ মঞ্জরীং রস মঞ্জরীং। গুণবত্যন্তরে নাম মঞ্জর্য্যৈ ভদ্রমঞ্জরীং॥ লীলামঞ্জরী-কাঞ্চৈব বিলাসমঞ্জরীং তথা। বিলাসমঞ্জরীং চান্যাং মঞ্জর্য্যোঃ কেলিকুন্দয়োঃ॥ মদনাশোক-মঞ্জর্য্যৌ মঞ্জুলালীং সুধামুখীং।

ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করেন। (শ্রীভগবান্ নিজমুখে আজ্ঞা করিয়াছেন যে আমার ভক্তের অর্চ্চনাতে যদি কোন অঙ্গহানি হয় তাহা আমি পূর্ণ করিয়া থাকি। ন্যাসাদিতে চিত্ত-বিক্ষেপ নিশ্চয়ই হইয়াথাকে অতএব না করিলে দোষ হয় না।

পদ্মমঞ্জরিকাম্বেতাঃ ষোড়শ প্রবরা মতাঃ॥ এতেষাং সঙ্গিনী ভূত্বা শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞানুসারতঃ। রাধামাধবয়োঃ সেবাঃ কুর্য্যান্নিত্যং প্রযত্নতঃ॥

যোগপীঠের সহস্রদল-কমল মধ্যে শ্রীসখীদিগের যথাস্থান নিরূপিত হইতেছে। (শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণের বাম বর্ত্তিনী) প্রধান অষ্টদলে শ্রীললিতাদি সখিগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা সুখ ও আনন্দদায়িনী উপায়ন হস্তে দণ্ডায়মানা বৃন্দার সহিত যত্ন পূর্ব্বক এই ললিতাকে আদিতে উত্তরদল হইতে ধ্যান করিবে। অনন্তর অষ্ট উপদলে মঞ্জরীগণের স্থান নির্ণয় হইতেছে। অনঙ্গ মঞ্জরী প্রভৃতি অষ্টমঞ্জরী ইহারা এই অষ্ট সখীর অনুগত বলিয়া অষ্ট উপসখী ভাবে অষ্ট উপদলে স্থিতি। ইহাদিগের প্রত্যেকের অধীনে আবার দুইটী দুইটী করিয়া ষোলটী যূথ আছে, ললিতাদি সখীসঙ্গে অনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি যূথের সমস্ত মঞ্জরীগণকে এবং কিঞ্জল্ক পার্শ্বস্থ প্রিয় নর্ম্ম-সখীমঞ্জরীগণকে ঐ যুগল কিশোরের দক্ষিণ দিক হইতে

	প্রধান অষ্টদলে	অষ্ট উপদলে
উত্তরে	শ্রীললিতাদেবী ১।	অনঙ্গ মঞ্জরী ১।
ঈশান কোনে	শ্রীবিশাখা দেবী ২।	তৎবামে মধুমতী ২।
পূর্ব্বে	শ্রীচিত্রাদেবী ৩।	বিলাস মঞ্জরী ৩।
অগ্নিকোনে	শ্রীইন্দুলেখাদেবী ৪।	তৎবামে শ্যামলা মঞ্জরী ৪।
দক্ষিণে	শ্রীচম্পকলতাদেবী ৫।	পালিকা মঞ্জরী ৫।
নৈঋতে	শ্রীরঙ্গদেবী ৬।	তৎবামে মঙ্গলাসুন্দরী-মঞ্জরী ৬।
পশ্চিমে	শ্রীতুঙ্গবিদ্যাদেবী ৭।	তারকা মঞ্জরী ৭।
বায়ুকোণে	শ্রীসুদেবী ৮।	তৎবামে ধন্যাসুন্দরী-মঞ্জরী ৮।

দুইটী দুইটী করিয়া ষোলটী যথা ;—

তদনুগত উপদলে

লবঙ্গ-মঞ্জরী রূপ-মঞ্জরী ২। রসমঞ্জরী গুণমঞ্জরী ৪।
রতিমঞ্জরী ভদ্রমঞ্জরী ৬। লীলামঞ্জরী বিলাসমঞ্জরী ৮।
অপরা বিলাসমঞ্জরী কেলিমঞ্জরী ১০। কুন্দমঞ্জরী মদনমঞ্জরী ১২।
অশোকমঞ্জরী মঞ্জুলালীমঞ্জরী ১৪। সুধামুখীমঞ্জরী ও পদ্মমঞ্জরী ১৬।

ঐ যোগ পীঠের প্রথম অষ্টদলে ললিতা আদি করিয়া অষ্ট সখী ইহাদের অনুগত উপদলে অনঙ্গ মঞ্জরী, আদি অষ্ট মঞ্জরী, আবার ইহাদের অনুগত দুইটী দুইটী করিয়া লবঙ্গ-মঞ্জরী আদি ষোলটী ইহারা কিঞ্জল্ক পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া সেবা করিতেছেন। ইহারাই প্রিয়নর্ম্ম-সখী নিত্য-সেবা পরায়ণা ইহাদিগের অনুগত হইয়া নিজ দীক্ষাগুরুর সিদ্ধপ্রণালী অনুসারে সেবা করিতে হইবে। নিজের যে সিদ্ধ দেহ সে স্থানে আছে সেইটী দীক্ষাগুরু পরিচয় করিয়া দিবেন তদাজ্ঞানুসারে নাম, বস্ত্র, বয়স, বর্ণ, সেবা জানিতে পারিবে। অনন্তর কিঞ্জল্ক পার্শ্বস্থ সর্ব্বদা সেবনোৎসুকা ঐ প্রিয়নর্ম্ম-সখীগণকে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ-দিক্ হইতে গণনা করিবে।

শ্রীযোগপীঠের কাহার কিরূপ বর্ণ, বস্ত্র, বয়স, সেবা ইহার প্রমাণ না দিয়া কেবল অনুবাদ দেওয়া হইল।

প্রথমত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-কৈশোর, বয়স ১৫ বৎসর ৯ মাস ৭ দিন, পিতাম্বর, নবীননীরদ-বর্ণ। শ্রীরাধারাণী নিত্য-কৈশোরী, বয়স ১৪ বৎসর ২ মাস ১৪ দিন, গলিত-হেমবর্ণা, নীলাম্বরী শাড়ী।

নিত্য-কৈশোরী ললিতাদিসখীগণের বর্ণ, বস্ত্র, সেবা, বয়স ও কুঞ্জ লিখা হইতেছে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বামবর্ত্তিনী সখীগণ,

প্রথম উত্তরে শ্রীললিতাসখীর গোরচনা তুল্য মনোহরকান্তি, ময়ূর পুচ্ছাম্বরা, শ্রীরাধরাণীর প্রিয়, সমস্ত সখীগণের গুরু, তাম্বূল সেবা, বিদ্যুদ্বর্ণের কুঞ্জ, খণ্ডিতাভাব বয়স ১৪ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন। ১।

শ্রীবিশাখাসখী বিদ্যুদ্বর্ণা, তারাবলীবস্ত্রা, শ্রীরাধিকার ন্যায় চরিত্র ও গুণানুরূপা, স্বাধীনভর্ত্তৃকাবস্থা, সদ্গন্ধ-চন্দন সেবা, বয়স ১৪ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন, ঈশান কোণে মেঘবর্ণ কুঞ্জ। ২।

শ্রীচিত্রাসখীর কাশ্মীর কান্তি, কাচপ্রভা শাড়ী, শ্রীরাধিকার মনোমত বস্ত্রালঙ্কার সেবা,বয়স ১৪ বৎসর ২ মাস ১৪ দিন, দিবাভিসারিকাবস্থা, পূর্ব্বদলে কিঞ্জল্কবর্ণ কুঞ্জ। ৩।

শ্রীইন্দুলেখাসখীর হরিতালোজ্জ্বলকান্তি, দারিম্বকুসুমাম্বরা, বয়স ১৪ বৎসর ১ মাস ১৯ দিন, প্রোষিত-ভর্ত্তৃকাবস্থা, নৃত্যসেবা, কাহারো মতে মধুপান সেবা, অগ্নিকোণে স্বর্ণবর্ণ কুঞ্জ। ৪।

শ্রীচম্পকলতিকাসখীর প্রফুল্লচম্পককান্তি, চাসপক্ষিকান্তিবস্ত্রা, সমস্তগুণে বিশাখার তুল্য, সদ্রত্নে বাঁধা চামর সেবা, বয়স ১৪ বৎসর ২ মাস ১২ দিন, বাসকশয্যাবস্থা, দক্ষিণে তপ্তস্বর্ণবর্ণ কুঞ্জ। ৫।

শ্রীরঙ্গদেবীসখীর পদ্মকিঞ্জল্ককান্তি, জবাকুসুমাম্বরা, গুণেতে চম্পকলতার ন্যায় সুশীলা, উৎকণ্ঠাবস্থা, বয়স ১৪ বৎসর ২ মাস ২০ দিন, অলক্ত (আল্‌তা) সেবা, নৈর্ঋতে শ্যামবর্ণ কুঞ্জ। ৬।

শ্রীতুঙ্গবিদ্যাসখীর চন্দনসদৃশচন্দ্রকুঙ্কুমকান্তি, পাণ্ডুরবস্ত্রা, নিজ-পাণ্ডিত্যে সমস্তকে মোহিত করতঃ সময় বুঝিয়া গান বাদ্য করিয়া সেবা করিয়া থাকেন, বিপ্রলব্ধাবস্থা, বয়স ১৪ বৎসর ২ মাস ১৩ দিন, পশ্চিমে অরুণবর্ণ কুঞ্জ। ৭।

শ্রীসুদেবীসখীর শুদ্ধগলিতস্বর্ণবর্ণকান্তি, প্রবালনীভাম্বরা, গুণে সমস্তের জীবনস্বরূপা ও দক্ষতার সহিত উজ্জ্বল সেবা করিয়া থাকেন,

কলহান্তরিতাবস্থা, বয়স ১৪ বৎসর ২ মাস ৮ দিন, জল সেবা, বায়ুকোণে হরিদ্বর্ণ কুঞ্জ। ৮।

শ্রীগুরুরূপা সখীর সঙ্গিনী হইয়া শ্রীগুরুর আজ্ঞানুসারে শ্রীরাধা-মাধবের সেবা করিয়া বাহ্যে সাধকদেহে আরত্রিক, শ্রীচরণামৃত দ্বারা তর্পণ, আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি-পাঠ, ক্ষমাপ্রার্থনা, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে ইত্যাদি।

সখীগণের স্মরণ প্রণালী।

তাম্বূলে ললিতাদেবী, কর্পূরাদৌ বিশাখিকা। চামরে চম্পক-লতা, চিত্রা বসনসেবনে॥ রাগে তু তুঙ্গদেবী সা, সুদেবী জলসেবনে। নানাবাদ্যে তুঙ্গবিদ্যা, চেন্দুলেখা চ নর্ত্তনে॥ দর্পণে শশিরেখাচ, বিমলা পাদসেবনে। পালী কুসুমশয্যায়াং, বেশে চানঙ্গমঞ্জরী॥ শ্যামলা চন্দনাদৌ চ, গানে মধুমতী তথা। ধন্যা রত্নবিভূষায়াং, মঙ্গলা মাল্য-সেবনে॥ ইত্যাদ্যাঃ কুটিশো গোপ্যো, নানাসেবাং প্রকুর্ব্বতে॥ গোরচনারুচিমনোহরকান্তিদেহাং, মায়ূরপুচ্ছতুলিতচ্ছবিচারুচেলাং। রাধে! তব প্রিয়সখীঞ্চ গুরুং সখীনাং তাম্বূলভক্তিললিতাং ললিতাং নমামি॥ ১॥ সৌদামিনীনিচয়চারুরুচিপ্রতীকাং তারাবলী-ললিতকান্তিমনোজ্ঞচেলাম্। শ্রীরাধিকে! তব চরিত্রগুণানু-রূপাং সদ্‌গন্ধচন্দনরতাং বশয়ে বিশাখাং॥ ২॥ কাশ্মিরকান্তি-কমনীয়কলেবরাভাং। সুস্নিগ্ধকাচনিচয়প্রভচারুচেলাং, শ্রীরাধিকে! তব মনোরথবস্ত্রদানে, চিত্রাং বিচিত্রহৃদয়াং সদয়াং প্রপদ্যে॥ ৩॥ নিত্যোৎসবাং হি হরিতালসমুজ্জ্বলাভাং, সদ্দারিমীকুসুমকান্তি-মনোজ্ঞ-চেলাং। বন্দে মুদা রুচিবিনির্জ্জিতচন্দ্রলেখাং, শ্রীরাধিকে! তব সখীমহমিন্দুলেখাং॥ ৪॥ সদ্রত্নচামরকরাং বরচম্পকাভাং, চাসাখ্য-পক্ষিরুচিরচ্ছবিচারুচেলাং। সর্ব্বান্ গুণান্ তুলয়িতুং দধতীং

বিশাখাং, রাধেঽথ চম্পকলতাং ভবতীং প্রপদ্যে ॥ ৫ ॥ সৎপদ্ম-কেশরমনোহরকান্তি-দেহাং, প্রোদ্যজ্জবাকুসুমদীধিতিচারুচেলাম্ ॥ প্রায়েণ চম্পকলতাধিগুণাং সুশীলাং, রাধে! ভজে প্রিয়সখীং তব রঙ্গদেবীম্ ॥৬॥ সচ্চন্দ্রচন্দন-মনোহরকুঙ্কুমাভাং, পাণ্ডুচ্ছবি-প্রচুরকান্তি-লসদ্দুকূলাং। সর্ব্বত্র কোবিদতয়া মহিতাং সমস্তাং, রাধে! ভজে প্রিয়সখীং তব তুঙ্গবিদ্যাম্ ॥ ৭ ॥ প্রোত্তপ্তশুদ্ধকনকচ্ছবি-চারুদেহাং, প্রোদ্যৎপ্রবালনিচয়প্রভ-চারুচেলাম্। সর্ব্বাসু জীবন-গুণোজ্জ্বলভক্তিদক্ষাং, শ্রীরাধিকে! তব সখীং কলয়ে সুদেবীম্ ॥ ৮ ॥

অথ মঞ্জরীগণানাং স্মরণপ্রণালী।

বসন্তকালোদ্ভব-কেতকীততিপ্রভাবিরস্যুদ্ভট-কান্তিড়ম্বরাং। বিনিন্দিতেন্দীবরভাস্বরাম্বরামনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীং ॥১॥ চপলা-দ্যুতিনিন্দিতকান্তিকাং শুভ-তারাবলী-শোভিতাম্বরাং ব্রজরাজসুত-প্রমোদিনীং প্রভজে তাঞ্চ লবঙ্গমঞ্জরীম্ ॥ ২ ॥ গোরোচনানিন্দি-নিজাঙ্গকান্তিং মায়ূরপিঞ্ছাভসুচীনবস্ত্রাম্। শ্রীরাধিকা-পাদসরোজ-দাসীং রূপাখ্যকাং মঞ্জরিকাং ভজেঽহম্ ॥৩॥ হংসপক্ষরুচিরেণ বাসসা সংবৃতাং বিকচচম্পকদ্যুতিং। চারুরূপগুণসম্পদান্বিতাং সর্ব্বদাপি রস-মঞ্জরীং ভজে ॥৪॥ জবানিভদুকূলাঢ্যাং তড়িদালিতনুচ্ছবিং। কৃষ্ণামোদ-কৃতাপেক্ষাং ভজেঽহং গুণমঞ্জরীম্ ॥ ৫ ॥ বন্ধূকবর্ণং বসনং বসানাং তড়িৎপ্রভা দিগ্ধতনুচ্ছবিঞ্চ। শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং ভজে সুরূপাং রতিমঞ্জরীং তাং ॥৬॥ বিশুদ্ধ চামীকরসুন্দরাভাং তারাবলীচারু-মনোজ্ঞচেলাম্, শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং ভদ্রাখ্যকাং মঞ্জরিকাং ভজেঽহং ॥ ৭ ॥ বিশুদ্ধহেমাব্জকলেবরাভাং সুবস্ত্ররত্নাদিবিভূ-ষিতাঙ্গীং শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং লীলাখ্যকাং মঞ্জরিকাং ভজেঽহং ॥ ৮ ॥ স্বর্ণকেতকবিনিন্দিকায়কাং নিন্দিতভ্রমরকান্তি-

কাম্বরাং। কৃষ্ণপাদকমলোপসেবিনীমর্চ্চয়ামি সুবিলাসমঞ্জরীম্‌।৯। প্রতপ্তহেমাঙ্গরুচিং মনোজ্ঞাং শোনাম্বরাং চারুসুভূষণাঢ্যাং,শ্রীরাধিকা-পাদসরোজদাসীমন্যাং তথা মঞ্জরিকাং ভজামি ॥ ১০ ॥

আবরণ-পূজায়াঃ ক্রমো যথা ;—

প্রথমাবরণে--প্রভোর্বামতঃ ললিতাদিসখীঃ পূজয়েৎ।

দ্বিতীয়াবরণে—ভগবতোঽগ্রে কর্ণিকায়াং দক্ষিণাদিচতুর্দ্দিক্ষু তদন্তঃকরণস্বরূপং দাম, সুদাম, বসুদাম, কিঙ্কিন্যাদীন্‌ গোপবালকান্‌ যথোচিতং পূজয়েৎ ॥

তৃতীয়াবরণে—পদ্মদলে ভগবতঃ সমগুণশীল-বয়োবিলাসবিশিষ্টান্‌ বয়স্যান্‌ শ্রীদাম, সুদাম, মধুমঙ্গল, বসন্ত, অর্জ্জুনাদীন্‌ গোপকুমারান্‌ তদ্বৎ যথোচিতং পূজয়েৎ। এতদাবরণপূজাং কুর্য্যাৎ স্বেচ্ছানুসারতঃ ॥

যথা বৃন্দাবনে যোগপীঠ স্তথা নবদ্বীপে।
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণৌ গৌরাঙ্গোঽভূৎ নবদ্বীপে ॥

অন্বয়ার্থঃ—বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ।

১। উত্তরে শ্রীললিতাদেবী শ্রীস্বরূপগোস্বামী, সেবা তাম্বূল, বর্ণ গোরচনা তুল্য,বস্ত্র ময়ূরপুচ্ছ তুল্য। বয়স ১৪ বৎসর ২মাস ১৫ দিন, ২। ঈশানে শ্রীবিশাখাদেবী শ্রীরায় রামানন্দ। সেবা সদ্‌গন্ধ,বিদ্যুদ্বর্ণ, শ্বেতবস্ত্র।৩। শ্রীচিত্রাসখী, পূর্ব্বদলে শ্রীগোবিন্দানন্দ ঘোষ,চন্দন সেবা, কাশ্মির বর্ণ, ভ্রমর তুল্য বস্ত্র।৪। শ্রীইন্দুলেখা সখী অগ্নিকোণে শ্রীবসু রামানন্দ,গান ও নৃত্য সেবা, হরিতালবর্ণ, বান্ধুলীপুষ্প তুল্য বস্ত্র।৫। শ্রীচম্পকলতা, দক্ষিণে শ্রীশিবানন্দসেন, চামর সেবা, চম্পকবর্ণ, কুঙ্কুমবর্ণ বস্ত্র।৬। শ্রীরঙ্গদেবীসখী, নৈঋর্তে শ্রীগোবিন্দঘোষ, ব্যজন সেবা,কুঙ্কুমবর্ণ,জবাতুল্য বস্ত্র।৭। শ্রীতুঙ্গবিদ্যাসখী,পশ্চিমে শ্রীবক্রেশ্বর-

পণ্ডিত,পদ্মবর্ণ, নৃত্যগীত বাদ্য সেবা, পাণ্ডুরবস্ত্র । ৮ । শ্রীসুদেবীসখী বায়ুকোণে শ্রীবাসুদেবঘোষ, জলসেবা, কাঞ্চনবর্ণ, প্রবালতুল্য বস্ত্র, (সমস্তের বয়সই পূর্ণ-কৈশোর, বস্ত্র সকল ক্ষৌম জানিবে)।

১। শ্রীরূপমঞ্জরী,শ্রীরূপগোস্বামী, পদসেবা, গোরচনাবর্ণ, মেঘের ন্যায় বস্ত্র ।২। শ্রীমঞ্জুলালীমঞ্জরী, ঈশানকোণে শ্রীলোকনাথগোস্বামী, অঙ্গমর্দ্দন সেবা, হেমবর্ণ,সোনকুসুমতুল্য বস্ত্র ।৩। শ্রীরতিমঞ্জরী, পূর্ব্বদলে শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামী,ব্যজন সেবা,হরিতালবর্ণ,উজ্জ্বল সেবা ।৪। শ্রীরসমঞ্জরী, অগ্নিকোণে শ্রীরঘুনাথভট্টগোস্বামী, চিত্রবিচিত্র সেবা, চম্পকবর্ণ, হংসপক্ষরুচি বস্ত্র । ৫ । শ্রীগুণমঞ্জরী, দক্ষিণে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, আমোদ সেবা, হরিদ্রাবর্ণ, জবাকুসুমবৎ বস্ত্র । ৬ । শ্রীবিলাসমঞ্জরী নৈঋর্তে শ্রীজীবগোস্বামী, পাদমর্দ্দন সেবা, স্বর্ণবর্ণ, ভ্রমরপক্ষবৎ বস্ত্র । ৭ । শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী পশ্চিমে শ্রীসনাতনগোস্বামী, লবঙ্গমাল্যভূষণাদিসেবা, স্বর্ণপদ্মবর্ণ, বিদ্যুদ্বৎ বস্ত্র । ৮ । কস্তুরীমঞ্জরী বায়ুকোণে শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ, খণ্ডলড্ডুকাদিসেবা, স্বর্ণকেতকী বর্ণ, কাচবৎ বস্ত্র । (যথাদৃষ্টং তথা লিখিতমেব)। পূর্ব্বে যে যোগপীঠ লেখা হইয়াছে তৎসঙ্গে ঐক্য করিয়া লইতে হইবে।

অথ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-কৃতস্মরণক্রমঃ ।

নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ণো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্ণকঃ । সায়ং প্রদোষো নক্তঞ্চেত্যষ্টৌ কালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ চত্বারোঽহ্নি প্রাতরাদ্যা এষাং শেষা নিশা স্মৃতা । ঋতুদণ্ডা অমী কিন্তু তৃতীয়ৌ মাত্রদণ্ডকৌ । কালে কালে প্রভোর্লীলা স্মরণীয়া চ মানসৈঃ ॥

অনুবাদ । রাত্রির অন্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ছয়ঘটিকাত্মক কাল, শয়ন হইতে উত্থানাদিকাল । সূর্য্যোদয়ের পর ছয় ঘটিকাত্মক

কাল স্নানাদির কাল, তদনন্তর পূর্ব্বাহ্ণে ছয়ঘটিকাত্মক কাল নিজ ও ভৃত্যগণ ভবনে বিলাসাদির কাল। মধ্যাহ্ন হইতে দ্বাদশদণ্ডাত্মক কাল, ভক্তগণ সঙ্গে উদ্যান ভ্রমণ কীর্ত্তন বিলাস প্রভৃতি। অপরাহ্ণে ছয়ঘটিকাত্মক কাল, মায়াপুর নবদ্বীপে পরিভ্রমণাদি। তদনন্তর সায়ং ছয়ঘটিকাত্মক কাল, স্বভবনে বিহারাদি। তৎপর প্রদোষে ছয়দণ্ডাত্মকাল, শ্রীবাসগৃহে ভক্তগণ সহিত শ্রীহরিকথালাপাদি। তাহার পর নিশায় দ্বাদশদণ্ডাত্মক কাল, শ্রীবাসভবনে কীর্ত্তনাদি সমাপন করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমনানন্তর নিজ শয্যায় শয়ন প্রভৃতি। এই অষ্টকাল। মহাপ্রভুর অষ্টকালীন লীলা কালে কালে মানসে স্মরণ করিবে।

নিশান্তলীলা-স্মরণ-প্রণালী ছয়দণ্ড রাত্রি থাকিতে।

প্রথমতঃ শ্রীগুরুদেবের স্মরণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে যে যাহার অনুগত, তদনুগত শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গী হওতঃ স্মরণ করিবে। নিশান্তকালে জাগরিত হইয়া "বন্দেঽহং শ্রীগুরুশ্রীযুত-পদকমলং" এই পদ্যটী আদিতে ভাবনা করিয়া ঐ প্রণালীতে ক্রমে স্মরণ করিবে। তৎপরে বক্ষ্যমাণ পদ্যটী পাঠ করিয়া তদর্থ চিন্তা করিবে যথা ;—

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভোশ্চরণয়োর্যা কেশশেষাদিভিঃ
সেবা গম্যতয়া স্বভক্তবিহিতা সাগ্রৈর্যয়া লভ্যতে।
তাং তন্মানসিকীং স্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যা সদা সত্তমৈঃ
নৌমি প্রাত্যহিকং তদীয়চরিতং শ্রীমন্নবদ্বীপজম্ ॥ ১ ॥

অস্যার্থ, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের সেবা, ব্রহ্মা, শিব, অনন্তাদি অত্যন্ত আগ্রহ করিয়াও প্রাপ্ত হইতেছেন না, ঐ সেবা কেবল নিজ ভক্তগণই করিয়া থাকেন। ঐ সেবা যাহাতে অপরেও

লাভ করিতে পারেন তন্নিমিত্ত সবিস্তরে বর্ণিত হইতেছে। উহা মহাত্মা সাধুগণ (রাগমার্গের ভক্তগণ) মনে মনে সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিদিনের লীলাচরিতকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

রাত্র্যন্তে শয়নোত্থিতঃ সুরসরিৎস্নাতো বভৌ যঃ প্রগে
পূর্ব্বাহ্নে স্বগণৈ র্লসত্যুপবনে তৈ র্ভাতি মধ্যাহ্নকে।
যঃ পূর্য্যামপরাহ্নকে নিজগৃহে সায়ং গৃহেঽথাঙ্গনে
শ্রীবাসস্য নিশামুখে নিশি বসন্ গৌরঃ স নো রক্ষতু ॥ ২ ॥

অস্যার্থ, (শ্রীবাসগৃহে ভক্তগণ কর্তৃক ছয়দণ্ড রাত্রি থাকিতে জাগরিত হইয়া) যে গৌরাঙ্গ নিশান্ত সময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান (পুরবলীলা নিজগণ সঙ্গে বিশেষরূপে আস্বাদন) প্রাতঃকালে সুরনদী স্নান (ছয়দণ্ডাত্মক কাল) ভক্ত সম্মিলন পূর্ব্বাহ্নে (শ্রীগদাধরমুখে শ্রীমৎভাগবৎ শ্রবণ, ভোজন, শয়ন, উত্থান ছয়-দণ্ডাত্মককাল) মধ্যাহ্নে (দ্বাদশ দণ্ডাত্মককাল) উপবনে ভক্তবর্গের সহিত বিহার (পূর্ব্বলীলা, জলক্রীড়া, ভোজন, শয়ন, বনভ্রমণ, হিন্দোলা, পাশাখেলা ইত্যাদি) অপরাহ্নে নগর ভ্রমণ, (ছয়দণ্ডাত্মক-কাল মহা সঙ্কীর্ত্তন)। সায়াহ্ন সময়ে গৃহে গমন, (ছয়দণ্ডাত্মক কাল পূর্ব্বলীলা উত্তর গোষ্ঠ স্মরণ করতঃ আপনাকে রাধা মনে করিয়া অট্টালিকা আরোহণ এবং নানাপ্রকার সাত্বিকভাব সকল প্রকট হওতঃ ভক্তসঙ্গে অশেষবিশেষে পূর্ব্বলীলা আস্বাদন করিয়া থাকেন) প্রদোষে (ছয়দণ্ডাককাল) নিত্যকৃত্য-সমাধানানন্তর শ্রীবাসভবনে গমন ও নিশাযাপন (তদ্ভাবাঢ্য হইয়া রাসরসে বিভোর ও তল্লীলা গান)।

ভক্তসঙ্গে সুরধুনী তীরে ভ্রমণ, ভোজনাদি অশেষলীলা করেন,

পরে শ্রমভরে সংকীর্ত্তনালসে শয়ন, ছয়দণ্ড রাত্রি থাকিতে ভক্তগণ-কর্ত্তৃক জাগরিত হইয়া নিশি শেষে স্বগৃহে গমন ও শয়ন যিনি এই সকল লীলা করিয়া থাকেন, সেই গৌরাঙ্গবিধু আমাদিগকে কৃপা করুন অর্থাৎ আমাদিগকে স্বভক্তি দান করুন ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণ প্রণালী।

শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা।
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজ মনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি।১।

অন্বার্থ, শ্রীরাধাকান্তের চরণ কমল সেবা, শিব, ব্রহ্মা, শেষাদিরও অগম্য, উহা কেবল ব্রজলীলাপরায়ণ ভক্তগণ প্রগাঢ় আগ্রহদ্বারা লাভ করিয়া থাকেন, ঐ প্রেমসেবা যে, মানসী সেবা দ্বারা অপরেও লাভ করিতে পারেন তাহা সবিস্তরে বর্ণিত হইতেছে, উহা (শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তগণ) রাগমার্গের ভক্তগণ মনে মনে স্মরণ করিবেন। শ্রীভগবানের দৈনন্দিন (প্রতি দিনের) লীলাচরিতকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

কুঞ্জাৎ গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং,
প্রাতঃসায়াহ্নলীলাং বিহরতি সখীভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে,
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোহবতান্নঃ ॥

অন্বার্থ ;—

(শ্রীনিকুঞ্জমন্দিরে বৃন্দাকর্ত্তৃক ছয়দণ্ড রাত্রি থাকিতে জাগরিত হইয়া) যিনি নিশান্তে কুঞ্জ হইতে (নিজ গৃহে শয়নমন্দিরে শয়ন

করেন। (শ্রীযশোদা কর্ত্তৃক লালিতও জাগরিত হওতঃ হস্ত-মুখ প্রক্ষালনানন্তর) গোষ্ঠে প্রবেশ, গোদোহন ও ভোজন, প্রাতঃকালে সখাগণের সহিত ক্রীড়া ছয়দণ্ডাত্মকাল,পূর্ব্বাহ্নে গোচারণ ছয়দণ্ডাত্মক কাল,মধ্যাহ্নে (শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে) বিপিনে মিলন,দ্বাদশদণ্ডাত্মককাল, অপরাহ্নে গোষ্ঠে গমন, ছয়দণ্ডাত্মক কাল, সায়াহ্নে সখাগণের সহিত পুনর্ব্বার ক্রীড়া, ছয়দণ্ডাত্মক কাল, প্রদোষে ভোজন ও সুহৃদবর্গের সন্তোষ বিধান, ছয়দণ্ডাত্মক কাল, নিশাতে পুনর্ব্বার বিপিনে (নিকুঞ্জবনে) শ্রীরাধার সহিত মিলন, দ্বাদশদণ্ডাত্মককাল, এই সকল লীলা করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে কৃপা করুন।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিশান্তস্মরণ ছয়দণ্ড রাত্রি থাকিতে।

মহাজনপদ যথা ;—

শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন-মন্দিরে। বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা তাহার উপরে॥ অলসে অবস অঙ্গ গোরা নটরাজ। কি কহব অঙ্গশোভা কহনে না যায়। মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে। কত সুধা দিয়ে বিধি কৈল নিরমানে॥ অতি মনোহর শয্যা বিচিত্র-বালিসে। বাসুদেব ঘোষে দেখে মনের হরিষে॥১॥ ওঠ ওঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল। নদিয়ার লোক সব জাগিয়া বসিল॥ ময়ূর ময়ূরী রব কোকিলার ধ্বনি। কত সুখে নিদ্রা যাও গোরা গুণমণি॥ অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ। তেজল মধুকর কুমুদিনীর পাশ॥ কর জোর করি কহে বাসুদেব ঘোষে। কত নিদ্রা জাও গোরা নিশি অবশেষে॥ ২॥

উঠিয়া গৌরাঙ্গচাঁদ বসিলেন আসনে। সুবাসিত জলে কৈল মুখ প্রক্ষালনে॥ অদ্বৈত জাগিয়া নিত্যানন্দকে জাগায়। শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ জাগিল ত্বরায়॥ দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বামে গদাধর।

সম্মুখে করয়ে স্তুতি অদ্বৈত ঈশ্বর॥ রামাই সুন্দরানন্দ আনন্দে বিভোর বাসুদেব ঘোষে তাহার না পাঁওল ওর॥ ৩॥

(জয় জয়) মঙ্গল আরতি শ্রীগৌরকিশোর, মঙ্গল শ্রীনিত্যানন্দ জোরহি জোর। মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে, মঙ্গল গাওত প্রেমতরঙ্গে। মঙ্গল ধূপদীপ লইয়া স্বরূপ, মঙ্গল আরতি করে অপরূপ। মঙ্গল বাজত খোল করতাল, মঙ্গল হরিদাস নাচতহি ভাল। মঙ্গল গদাধর হেরি পঁহুহাস, মঙ্গল গাওত দীনকৃষ্ণদাস॥৪॥

শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধীয়।

রমণীয় বৃন্দাবন মধ্যে সুশোভন, বহুশত সুমধুর কুঞ্জেতে মণ্ডন, কল্পবৃক্ষ নিকুঞ্জেতে শ্রীরত্ন মন্দিরে, শুতিয়াছেন রাধাকাণু রত্ন-পালঙ্কেতে। শ্রীরাধাগোবিন্দ অতি গাঢ় আলিঙ্গনে শুতিয়াছেন দুহোজন মুদ্রিত নয়নে। বৃন্দার আজ্ঞাকারী শারী শুক দুহোজন, তাহার আজ্ঞাতে দুহো করে জাগরণ। শ্রীরাধাগোবিন্দ অতি ঘুমের অলসে, শয্যা হইতে উঠিতেহ নাহি করে মনে। তারপরে শুক-শারী নানা সুপদ্যেতে প্রবোধ করায়ে দুহো মনের আনন্দে॥৫॥
(ইতি অষ্টকালে।)

কাননদেবতী হেরি নিশি অবসান, আদেশিল দ্বিজকুলে করইতে গান। বানরীগণেরে পুন করল আদেশ, তুরিতে শবদকর নিশি অবশেষ। শারী-শুক দুহোজন জাগহ তুরিতে, রাইকাণু জাগাইতে করে অনুমানে, শুনইতে ইহ বন-দেবতীকবোল, কানন ভরিয়া মহা উঠল রোল। হের ইতে ঐ ছন নিশি পরভাত, মাধবদাস শিরে দেওলী হাত॥ ৬॥

শারীশুক কর্তৃক রাধাগোবিন্দের জাগরণ যথা ;—

রাই জাগ কাণু জাগ শারী শুক বলে, কত নিদ্রা যাওগ কাল-

মাণিক্যের কোলে। ওঠ হে গোকুলের চাঁদ (তোমার) রাইকে জাগাও, অকলঙ্ক কুলে কেনে কলঙ্ক রটাও। শারী বলে ওহে শুক গগণে উরি ডাক, নবজলধরে আনি অরুণেকে ঢাক। শুক বলে ওগ শারী মোরা পোষা পাখী, জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাক্ষী। শারী-শুকের রব শুনি রাই চমকিত, বন্ধুকে জাগায়ে ধনি বসিল ত্বরিত। শারী বলে ওহে শুক কি কার্য্য করিলে, তমালে কনকলতা কেন ছারাইলে। অনেক যতনে ধনি বসিলেন আসনে, বৃন্দাসঙ্গে নিকটে আসিলেন সখীগণে। অনেক রসের কথা উপজিল তথি, বেশবনাও ত (সখী) কর ত আরতি। শ্রীগোবিন্দ দাস বলে রসবতী রাই, অরুণ কিরণ হৈল চল ঘরে যাই ॥ ৭ ॥

শেষ রজনী কুসুম-শয়নে বৈঠল দোহ জাগি, অলসে অবস রহল রাই শ্যাম উরজ লাগি। সহজে চতুরা সবসখীগণ মিলল সময় জানি, নিরখত দোহ বদনকমল দিবস সফল মানি। রত্ন-প্রদীপ ঘৃত সমযুত আগর ধূপ জ্বালি, ললিতা লিয়ত কাঞ্চনঝারি দেওত নীরডাড়ি। মঙ্গল আরতি কুসুম বরিখে গোকুল সুকুমারী, জয় জয় বৃষভানু নন্দিনী জয় গিরিবর ধারী। উপজিল কত আনন্দ সরসে বিরসমুখ বিভঙ্গ, নিরখত দোহ চরণ কমল গোবিন্দদাস ভৃঙ্গ ॥ ৮ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মঙ্গল আরতি।

(জয় জয়) মঙ্গল আরতি যুগল কীশোর, জয় জয় সখীগণ জোর হি জোর। রতনপ্রদীপ কীয়ে টলমল থোর, ঝল কত বিধুমুখ শ্যামল গৌর। বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে মোহন উজোর, মুরতি মনোহর যুগল কিশোর। গাওত শুকপীক নাচত ময়ূর, চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর।

বাজত বিবিধ যন্ত্র কীয়ে ঘন ঘোর, শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় তোর। ১০।

অথ কুঞ্জভঙ্গ।

নিকুঞ্জ হইতে সখীর সহিতে নিজ গৃহে চলে রাই, চলে যায় পথে কাণু ভাবে চিতে, পথে পরে মুরছাই। এতেক দেখিয়া ললিতা ধাইয়া রাইকে করিল কোলে। আহাঃ মরি মরি হে-দেগো কিশোরী, এমন হইলি কেনে। ললিতাকে হেরি কহিছে সুন্দরী শোন ওগ সহচরী, কাণুগুণনিধি রসের অবধি তিলে পাশ-রিতে নারি। করজোর করি ললিতা সুন্দরী বলে ওগ রাই, হইল প্রভাত চলহ ত্বরিত অবিলম্বে গৃহে যাই। কঙ্কণ বলয়া বসনে ঝাপিয়া নিজ গৃহে রাই চল, সখীগণ যত যায় নিজ গৃহে রজনি প্রভাত হইল। শ্রীরূপমঞ্জরী তাহার কিঙ্করী দ্বারাইয়া সবার আগে, শ্রীরতি-মঞ্জরী তাহার কিঙ্করী বলরামদাস ভণে। ১১।

নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ।

নির্জ্জনেতে নিজগৃহে করিল প্রবেশ, দিবাকর আসি এবে হইল প্রকাশ। নিজ নিজ সেবা সবে করে সমাধান, নির্জ্জনেতে নিজ গৃহে করিল পয়ান। নিজ নিকেতনে সবে করিয়া গমন, নিজ নিজ শয্যাতে পুনঃ করিল শয়ন। ১। অতঃপরে গৌরহরি নিজ নিকেতনে ভক্তগণ সঙ্গে কিঞ্চিৎ রহল শয়নে। কিঞ্চিৎ শয়ন করি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি, হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে দুবাহু পশারি। গৃহান্তরে বসি গোরা ভাবিতে লাগিল, গোরার বদন হেরি (সবে) ভাবাবিষ্ট হইল। সাধক স্মরিবে ইহা অন্যে না বুঝিবে, অনায়াসে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ পাইবে। ইতি অষ্টকালে প্রথমকাল ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাতর্দ্বিতীয়কালস্মরণ সূর্য্যোদয় হইতে ছয়দণ্ড পর্য্যন্ত। যিনি প্রাতঃকালে নিজ পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়া গঙ্গায় অবগাহন পূর্ব্বক পুষ্পাদি আহরণ করিয়া গঙ্গাদেবীর পূজা করণানন্তর মনোহর বসন পরিধান ও মাল্য (তুলসীকাষ্ঠ মালা) চন্দনে অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে গমনপূর্ব্বক তদীয় অর্চ্চনানন্তর স্বগণ সহিত প্রসাদ ভোজন করিয়া আচমন পূর্ব্বক মনোমুগ্ধকর তাম্বূল ভক্ষণানন্তর অপর গৃহে কিঞ্চিৎকাল শয়ন করেন, আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করি ॥ ২ ॥

সাধক অরুণোদয়ে স্নান শ্রীমঙ্গল আরতি ও পুষ্পাদি চয়ন অশেষ বিশেষ শ্রীভগবানের পূজাদি করিয়া এই প্রাতঃ ছয়দণ্ডাত্মককাল লীলা বিস্তার করিয়া স্মরণ করিবে। মূল না লিখিয়া কেবল অনুবাদ লেখা হইল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রাতর্দ্বিতীকাল স্মরণ ছয়দণ্ডাত্মক কাল।

যিনি যশোদার আদেশে (পৌর্ণমাসী ও ধনিষ্ঠা সঙ্গিনী) শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুবাসিত জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া ক্ষীর, শর, মাখন ভোজন করেন। (জাবটে শ্রীরাধারাণী জটিলা কুটিলার ভয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বিশাখা কর্ত্তৃক গাত্রোত্থান করতঃ নিজানুগত সখীমঞ্জরীগণ কর্ত্তৃক মুখপ্রক্ষালন দন্তধাবন প্রভৃতি প্রাতঃক্রিয়া সমাধা ও স্নান তন্মধ্যে রজনী-বিলাস শ্যামলা প্রভৃতির সঙ্গে রসোদ্গার কথোপকথন ও নানাপ্রকার সেবিতা হওতঃ নানাপ্রকার খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করেন এবং বেশ-ভূষা ধারণ পূর্ব্বক শ্রীযশোদার আদেশানুসারে সন্তোষিতা জটিলার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সখীবৃন্দসহ শ্রীনন্দালয়ে প্রবেশ ও পাককার্য্যে সখীসঙ্গে নিযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে হাস্যপরিহাস ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ পরে

গোষ্ঠে গমন করিয়া গাভিদোহন সমাধা পূর্ব্বক গৃহে আসিয়া স্নান, ভোজন, শয়ন, উত্থান, মুখপ্রক্ষালন ইহাই দ্বিতীয়কাল স্মরণ ॥২॥

শ্রীগৌরাঙ্গের তৃতীয়কাল পূর্ব্বাহ্নলীলা স্মরণ ছয়দণ্ডাত্মক কাল।

পূর্ব্বাহ্নে যিনি (ভোজনানন্তর) শয়ন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুবাসিত জলদ্বারা মুখপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া ভক্তগণের সহিত আনন্দসহকারে কখন স্বভবনে কখন বা শ্রীবাসাদি ভক্ত সকলের ভবনে (পূর্ব্বভাবে ভাবিত হইয়া) শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা পুরবাসীগণের আনন্দাতিশয় বৰ্দ্ধন করেন, আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করি ইতি ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বাহ্নলীলা তৃতীয়কাল স্মরণ ছয়দণ্ডাত্মকাল।

পূর্ব্বাহ্নে যিনি ধেনুবৃন্দ ও মিত্রবর্গের সহিত বনগমনে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদা প্রভৃতি ব্রজবাসি-সকল পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন, যিনি শ্রীরাধাকে পাইবার জন্য সদা সতৃষ্ণ থাকেন ও অন্বেষণার্থ শ্রীরাধাকুণ্ডে উপস্থিত থাকেন। (শ্রীরাধাঠাকুরাণী শ্রীনন্দালয়ের পাককার্য্য সমাধানন্তর যশোদাকর্তৃক সমাদৃত ও অলঙ্কৃত হওতঃ) গৃহে আসিলে জটিলা যাহাকে সমাদর করেন, এবং যিনি আর্য্যা জটিলার আদেশানুসারে সূর্য্য পূজার নিমিত্ত উপায়ন সমস্ত বয়স্যা সখী ও মঞ্জরীগণের করে অর্পণ পূর্ব্বক সূর্য্যগ্রহাভি মুখে প্রয়াণ করেন, শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ আনয়নার্থ প্রেরিত নিজ সখীগণের পথের প্রতি নিয়ত দৃষ্টি করিয়া থাকেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে স্মরণ করিতেছি ॥ ৩ ॥

(গোষ্ঠে গমনকালে জাবটে একবার দেখাদেখি উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে।)

শ্রীগৌরাঙ্গের চতুর্থকাল স্মরণ মধ্যাহ্ন লীলা, দ্বাদশ-দণ্ডাত্মককাল।

মধ্যাহ্নে যিনি স্বীয় পারিষদবৃন্দের সহিত অতিশয় কীর্ত্তন করিয়া অদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধরাদির সহিত মৃদু-মন্দ পবন-হিল্লোলে শিশিরিত ভৃঙ্গ-বিহঙ্গাদির কলরবে আমোদিত গঙ্গা-তীর-বর্ত্তী উপবনে শ্রীবৃন্দাবন স্মরণে ভ্রমণ করিতে থাকেন, আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করিতেছি। উপবনে প্রবেশ, (তৎভাবাঢ্য কীর্ত্তন, জলকেলি, ভোজন, শয়ন ইত্যাদি পূর্ব্ব লীলার অনুকরণ সমস্ত হইয়া থাকে।) সাধক মধ্যাহ্ন স্নান ভোজনাদিকৃত্য ও এই লীলা বিস্তার করিয়া স্মরণ করিবেন। ৪।

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থকাল স্মরণ মধ্যাহ্ন লীলা, দ্বাদশদণ্ডাত্মক কাল।

(মধ্যাহ্নে শ্রীকুণ্ডতীরে মিলন, বংশীহরণ, জলকেলি, ভোজন, শয়ন, হিন্দোলা, ইত্যাদি বহুলীলা হইয়া থাকে) মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরস্পর সঙ্গজনিত বিবিধ সাত্ত্বিক বিকারস্বরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও মুগ্ধ, বাম্য ও উৎকণ্ঠা দ্বারা বিচলিত-চিত্ত মদন-যজ্ঞে ললিতাদি সখী গণের পরিহাস-বাক্যে সুখযুক্ত দোললীলা, বংশীহরণ, মধুপানলীলা ও সূর্য্য-পূজা প্রভৃতি লীলাতে তৎপর এবং পরিজন কর্ত্তৃক পরিসেবিত শ্রীরাধাকে ও শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করিতেছি। (শ্রীকুণ্ডেতে শ্রীরাধার করধারণ পূর্ব্বক বন ভ্রমণ ও তৎশোভা-বর্ণন, পুষ্পচয়ন, মালা-গাথা, উভয়ে উভয়কে পরস্পর সাজান, পাশা খেলা) সূর্য্যপূজা (জটিলার সমক্ষে কৃষ্ণ পুরহিত হইয়া পূজা সমাধা ও শ্রীরাধার হাত দেখা, নানা প্রকার বাক্য চাতুরী দ্বারা মহানন্দ সাগরে নিমগ্ন করিয়া উভয়ে প্রস্থান করেন। এই পঞ্চমকাল অপরাহ্ন লীলা মধ্যে)। ৪।

শ্রীগৌরাঙ্গের পঞ্চমকাল স্মরণ অপরাহ্ণ লীলা, ছয়দণ্ডাত্মক কাল।

(উপবনে ভ্রমণ, পাশা-খেলা, দোলা প্রভৃতি বিবিধ ক্রীড়া সমাধা করিয়া) লক্ষ-কোটি লোক সঙ্গে অপরাহ্ণে যিনি প্রিয় পারিষদগণ ও ভক্তবর্গের সহিত ত্রিজগতের মঙ্গল বিধান (মহাসংকীর্ত্তনে নগর ভ্রমণ) করিতে করিতে গৃহে আগমন করেন, (পঞ্চমকাল এই) যিনি পুরবাসিগণের নেত্র-চকোরের সম্বন্ধে অমৃতকর শশধরের সদৃশ, শচীদেবী দ্বারদেশে (মাঙ্গল্য-সামগ্রী সাজাইয়া) যাহার আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থিত থাকেন ও দর্শনে আনন্দ লাভ করেন, সেই গৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করিতেছি। ৫।

শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চমকাল স্মরণ অপরাহ্ণ লীলা।

শ্রীসূর্য্যকুণ্ডে সূর্য্য-পূজা সমাধানন্তর শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ-ব্যাকুলা শ্রীরাধা, সখীগণ ও জটিলার সহিত গৃহে গমন পূর্ব্বক প্রিয়ের জন্য নানা প্রকার খাদ্য উপহার রচনা করিয়া, স্নান ও বিভূষিত হওতঃ প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনার্থে সতৃষ্ণ ও তদ্দর্শনে পূর্ণানন্দ হয়েন, এবং যিনি (সূর্য্যপূজার ব্রাহ্মণ বেশ পরিত্যাগ করিয়া গোষ্ঠে নিজ সখা ও গোষ্ঠের সহিত মিলিত হয়েন) ধেনুবৃন্দ ও বয়স্যবর্গের সহিত ব্রজে গমনপূর্ব্বক (জাবটে অট্টালিকার উপর) শ্রীরাধার সন্দর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া পিত্রাদির সহিত মিলিত ও জননী কর্ত্তৃক মাঙ্গলীকৃত এবং লালিত হয়েন, আমি সেই শ্রীরাধাকে ও সেই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতেছি। ইতি পঞ্চমকাল সায়াহ্ন লীলা মধ্যে। ৫।

শ্রী শ্রীমহাপ্রভুর সায়াহ্ন আরতি গান যথা।

ভালি গোরা চাঁদের আরতি বলি, বাজে সংকীর্ত্তনে মধু-রস-ধ্বনি। শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতালি, মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসালি॥ বিবিধ কুসুম-ফুলে গলে বনমালা। কত

কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজ্জ্বলা॥ ব্রহ্মাদি দেব যাক যোড় করে। সহস্র বদনে ফণি (শিরে) ছত্র ধরে॥ শিব শুক নারদ ব্যাস বিচারে। নাহি পরাৎপর ভাব বিভোরে॥ শ্রীনিবাস হরিদাস পঞ্চম গাওয়ে। নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে॥ (শ্রী) বীরবল্লভদাস শ্রীগৌরচরণে আশ। জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ॥ শ্রীশ্রীরাধারাণীর আরতি। জয় জয় রাধাজীক স্মরণ তোহারি। ঐছন আরতি যাঙো বলিহারি॥ পাট পটাম্বর উড়ে নীলসাড়ী। শিথিপর সিন্দূর অরুণ উগারি॥ বেশ বনাওত প্রিয় সহচরী। রতন সিংহাসনে বৈঠল প্যারী॥ রতনে জড়িত মণি মাণিক্য মোতি, ঝলকত আভরণ প্রতি অঙ্গ জ্যোতি॥ চৌদিকে সখিগণ দেয় করতালি। আরতি করতহি ললিতাদি আলি॥ নব নব ব্রজ-বধূ মঙ্গল গাওয়ে। প্রিয় নর্ম্ম সখিগণ চামর দোলাওয়ে॥ (শ্রী) রাধা-পদপঙ্কজ ভকতহি আশা। দাস মনোহর করত ভরসা॥ শ্রীশ্রীমদনগোপালের আরতি। হরত সকল সন্তাপ জনমকি॥ মিঠত তলপ যমকালকি। আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপালকি॥ গো-ঘৃত রচিত কর্পূর কিয়ে বাত্তি। ঝলকত কাঞ্চন থালকি॥ চন্দ্র-কোটি কোটি-ভানু কোটি-ছবি। মুখ শোভা নন্দলালকি॥ চরণ-কমল-পরে নূপুর বিরাজে। উড়ে দোলে বৈজয়ন্তি মালকি॥ ময়ূর মুকুট পিতাম্বর শোভে। বাজত বেণু রসালকি॥ সুন্দর লোল কপোল না কিয়ে ছবি। নিরখত মদনগোপালকি॥ সুর নর-মুনিগণে করতহি আরতি। ভকত বৎসল প্রতিপালকি॥ ঘণ্টাতাল মৃদঙ্গ ঝাজরি। অঞ্জলি কুসুম গুলালকি॥ উঃ হুঃ বলি বলি রঘুনাথ স্বামী। মোহন গোকুল লালকি॥ মদনগোপালকি, যশোদা দুলালকি, নন্দ দুলালকি, গিরিধারিলালকি॥ গোবিন্দ গোপালকি, গৌর

গোপালকি। শচীর দুলালকি নিতাই দয়ালকি ॥ অদ্বৈত দয়ালকি আরতি কিয়ে জয় জয় মদন গোপালকি ॥

শ্রীশ্রীতুলসীদেবীর আরতি।

নমঃ নমঃ তুলসী মহারাণী, বৃন্দে মহারাণী নমঃ নমঃ। যাক দরশে পরশে অঘনাশিনি, মহিমা বেদ পুরাণে বাখানি। যাক পত্র-মুঞ্জরী কোমল শ্রীপতি চরণ-কমলে লপটাই। ধন্যা তুলসী পূরণ তপ কিয়ে, শালগ্রামজীক মহাপাটরাণী। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আরতি, ফুল না কিয়ে বরখা-বরখানি ॥ ছাপ্পান্ন ভোগ, ছত্রিশ ব্যঞ্জন, বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি। শিব সনকাদিক আর ব্রহ্মাদিক ঢোরত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী। চন্দ্রা সখিমাই তেরে যশো গাওয়ে ভকতি দান দিজে মহারাণী ॥ নমঃ নমঃ ॥ ইতি।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ষষ্ঠকাল স্মরণ সায়াহ্ন লীলা ছয়দণ্ডাত্মক কাল।

সাধক স্নান, তিলক, শ্রীবিগ্রহের সেবা, আরত্রিক, দণ্ডবৎ, পরিক্রমা ও মন্ত্র জপ করতঃ সায়াহ্ন লীলা স্মরণ করিবে। যিনি গৃহে আগমন পূর্ব্বক মাতা কর্ত্তৃক মাঙ্গলীকৃত ও লালিত এবং গাভি-গণের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আপনাকে রাধা মনে করিয়া সাত্বিক ভাবাদিতে বিভূষিত ও অচৈতন্য প্রায় হন, (এই ষষ্ঠকাল লীলা)। আর যিনি নিজ ভক্তগণের সহিত গঙ্গা স্নান করিয়া এবং তাহাদিগের কর্ত্তৃক পুষ্প, দীপ, পট্টবস্ত্র ও মাল্য চন্দাদি দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া এবং সায়ংকালোচিত শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া অন্নাদি ভোজনের পর তাম্বূল গ্রহণ করেন, আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করিতেছি। কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কর্ত্তৃক শ্রীচরণ সেবিত হয়েন, (এই সপ্তমকাল লীলা-সূত্র বর্ণিত হইল)।

শ্রীকৃষ্ণের ষষ্ঠকাল স্মরণ সায়াহ্ন লীলা ছয়দণ্ডাত্মক কাল।

সখীগণ কর্ত্তৃক প্রবোধিত ও সুস্থ হওতঃ অট্টালিকা হইতে নামিয়া সায়ংকালে শ্রীরাধারাণী নিজ সখীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত বিবিধ ভক্ষ্য উপহার প্রেরণ ও সখীগণ কর্ত্তৃক প্রত্যানীত তদীয়-ভুক্তাবশেষ ভোজনে আনন্দিত (হৃদয়) হয়েন, এদিকে শ্রীকৃষ্ণ স্নাত বিভূষিত জননী কর্ত্তৃক লালিত হইয়া গোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক গাভি-দোহন, পুনর্ব্বার গৃহে আগমন পূর্ব্বক (নন্দ সভায় অগ্রজের সহিত গমন ও তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন) ভোজনাদি করেন, আমি সেই শ্রীরাধাকে ও সেই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতেছি। (এই ষষ্ঠ কালের লীলা-সূত্র বর্ণিত হইল, সাধক বিস্তার পূর্ব্বক স্মরণ করিবেন)।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সপ্তমকাল স্মরণ প্রদোষ-লীলা।

সাধক এই প্রদোষ সময়ে শ্রীবিগ্রহের সেবা, আরত্রিক, শয়ন ও প্রসাদ গ্রহণ নামসংখ্যা-পূরণ করতঃ এই লীলা স্মরণ করিবেন। প্রদোষে শ্রীগৌরাঙ্গবিধু শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দ গদাধর সহিত ও অপরাপর ভক্ত বৃন্দের সহিত শ্রীবাস মন্দিরে গমন (পূর্ব্বলীলায় তৎভাবাঢ্য হওতঃ) হরি-কথামৃত আস্বাদন পূর্ব্বক প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নর্ত্তন এবং উচ্চ কীর্ত্তন ও আম্র ফলাদি ভক্ষণ করেন, সেই কীর্ত্তনলম্পট শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করিতেছি। (এই সপ্তম কাল প্রদোষ লীলার সূত্র বর্ণিত হইল, সাধক ইহা বিস্তারিত স্মরণ করিবেন।)

শ্রীকৃষ্ণের সপ্তমকাল স্মরণ প্রদোষ-লীলা ছয়দণ্ডাত্মক কাল।

প্রদোষে শ্রীরাধারাণী সখীবৃন্দের সহিত কৃষ্ণপক্ষীয় ও শুক্ল-পক্ষীয় রাত্রোচিত বসন ভূষণাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া বৃন্দার উপদেশানুসারে দূতী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে যমুনা তীরবর্ত্তী কল্প-বৃক্ষ

বিমণ্ডিত কুঞ্জে অভিসার করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের সহিত সভারূঢ় হইয়া বিবিধ ব্যক্তিগণের গীত বাদ্যাদি কলাকৌশল-নৈপুণ্য দর্শন পূর্ব্বক স্নেহময়ী জননী কর্ত্তৃক গৃহ মধ্যে শয্যাতে শায়িত হইয়া গোপনে নিভৃত নিকুঞ্জে গমন করেন, আমি সেই শ্রীরাধাকে ও শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতেছি। (এই প্রদোষ লীলার সূত্র বর্ণিত হইল।)

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর অষ্টমকাল স্মরণ নিশালীলা দ্বাদশদণ্ডাত্মক কাল।

সাধক এই সময়ে লীলা-কীর্ত্তন ও নামসংখ্যা-পূরণ করতঃ বক্ষ্যমাণ লীলা স্মরণ করিবেন। নিশাকালে যিনি শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর প্রভৃতি নিজগণের সহিত উচ্চ মৃদঙ্গাদি বাদ্য সহকারে সংকীর্ত্তন করিয়া গঙ্গাতীরে ভ্রমণ ও পূর্ব্ব-রাসলীলায় তন্দ্রাবাঢ্য হওতঃ (অলসভরে পারিষদগণ সঙ্গে শ্রীবাস মন্দিরে উত্তম শয্যাতে শয়ন) পরে নিজ গৃহে গমন ও শয়ন করেন, আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করিতেছি। এই (অষ্টমকাল লীলার সূত্র বর্ণিত হইল ইতি।)

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টমকাল স্মরণ নিশালীলা দ্বাদশদণ্ডাত্মককাল।

নিশাকালে প্রথমতঃ উৎকণ্ঠা বশতঃ দোহে দোহার সঙ্গলাভ করতঃ বৃন্দা কর্ত্তৃক বিবিধ পরিচর্য্যা দ্বারা আরাধিত হইয়া সখী-বৃন্দের সহিত গান, হাস্য, পরিহাস, আলাপ, নৃত্য ও রাসাদি-লীলায় প্রমত্ত এবং তাম্বূল, গন্ধ-মাল্য, ব্যজন, পাদ-সম্বাহনাদি দ্বারা পরি-সেবিত নিধুবনপরিক্রীড়া-শ্রান্ত ও উৎকৃষ্ট কুসুম-শয্যায় নিদ্রাগত শ্রীরাধাকে ও শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করিতেছি। (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টমকাল নিশা-লীলা-সূত্র বর্ণিত হইল ইতি)। সাধক এই লীলা বিস্তার ক্রমে মনে মনে স্মরণ করিবেন। সমস্ত শাস্ত্রে দেখা যায় শ্রীভগবৎ স্মরণে সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশ এবং সাক্ষাৎ ভগবান্ দর্শন দিয়া থাকেন।

অথ ষোড়শোপচারপূজাবিধিঃ।

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং।
মধুপর্কাচমনমাসনাভরণানিচ ॥
সুগন্ধঃ সুমনো ধূপো দীপো নৈবেদ্যবন্দনে।
ইতি যজেদর্চ্চনায়ামুপচারাস্তু ষোড়শঃ ॥

দশোপচারাঃ—অর্ঘাঞ্চ পাদ্যাচমনং মধুপর্কাচমস্তপি।
গন্ধাদয়োঃ নৈবেদ্যান্তাঃ উপচারা দশ ক্রমাৎ ॥

পঞ্চোপচারাঃ—গন্ধাদিভিঃ নৈবেদ্যান্তৈঃ পূজা পঞ্চোপচারকী।
সপর্য্যা স্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তা স্তাসামেকাং সমাচরেৎ ॥

প্রপঞ্চ সার আগম শাস্ত্রে ষোড়শোপচার ও দশোপচার এবং পঞ্চোপচার লিখিয়াছেন।

১ আসন, ২ স্বাগত, ৩ পাদ্য, ৪ অর্ঘ্য, ৫ আচমণীয়ক, ৬ মধুপর্ক, ৭ আচমন, ৮ স্নান, ৯ বস্ত্র, ১০ অলঙ্কার, ১১ চন্দন, (বা গন্ধ) ১২ পুষ্প, ১৩ ধূপ, ১৪ দীপ, ১৫ নৈবেদ্য, ১৬ স্তুতিপাঠ।

১ পাদ্য, ২ অর্ঘ্য, ৩ আচমন, ৪ মধুপর্ক, ৫ আচমণীয়ক, ৬ গন্ধ, ৭ পুষ্প, ৮ ধূপ, ৯ দীপ, ১০ নৈবেদ্য।

১ গন্ধ, ২ পুষ্প, ৩ ধূপ, ৪ দীপ, ৫ নৈবেদ্য। ইতি।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দশাক্ষর মন্ত্রার্থ যথা ;—

ক্লীঁ বীজ হইতে বিশ্ব সংসার উৎপত্তি ইহাই বেদবাক্য, লকার হইতে পৃথিবী, ককার হইতে জল, ঈকার হইতে অগ্নি, নাদ হইতে বায়ু, বিন্দু হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে সুতরাং ঐ বীজ পঞ্চভূতাত্মক, স্বাহা অর্থ ;—স্ব শব্দে ক্ষেত্রজ্ঞ, হ শব্দে চিদ্রূপা-প্রকৃতি এই কারণ এতদুভয় বর্ণ সংযোগ সম্ভূত স্বাহা শব্দ বিশ্ব-লয়ের হেতুভূত। গোপী শব্দে প্রকৃতি, জন শব্দে তত্ত্বসকল। অতএব

এতদুভয়ের আশ্রয়ভূত ব্যাপক, সান্দ্রানন্দ জ্যোতিঃ স্বরূপ, কারণ-তত্ত্ব পরমবস্তু পরমেশ্বর কৃষ্ণই বল্লভ শব্দে অভিহিত। বেদে পুরুষকে ত্রিপাদ রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, ঐ ত্রিপাদ শব্দ দ্বারা সৎ চিৎ আনন্দেরই উপলব্ধি হয়। বীজের উচ্চারণে চিৎ, গোপীজনবল্লভ শব্দে সৎ ও স্বাহা শব্দ দ্বারা জ্ঞানের সারভূত আনন্দ। অথবা গোপী শব্দে প্রকৃতি, জন শব্দে তদংশ-মণ্ডল, বল্লভ শব্দে উহাদের স্বামী অর্থাৎ কার্য্য-কারণাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণাখ্য ঈশ্বর। রজোগুণাদি বিহীন সাধক সর্ব্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই মন্ত্র দ্বারা অনেক জন্ম সংসিদ্ধ গোপীগণের পতি, আনন্দবর্দ্ধন নন্দনন্দনকে চিন্তা-করিবেন। এই দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা দশম তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী সাক্ষি-স্বরূপ, অক্ষর পরব্রহ্ম রূপ দশমতত্ত্ব জানা যায় বলিয়া ইহাকে দশাক্ষর মন্ত্ররাজ বলা হয়। এই মন্ত্রের বীজ বর্ণসংখ্যার মধ্যে গণিত হয় না বলিয়াই ইহাকে দশাক্ষর মন্ত্র বলে। জপকালে বীজ যোগ করিয়া জপ করিতে হয়। ইতি গোস্বামি চরণৈঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে গোপাল গায়ত্রীর অর্থ যথা ;—

এই আমরা গোপীজনকে জানি, গোপীজনকে চিন্তা করি, আমাদের অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব প্রেরণ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ গায়ত্রীর অর্থ ;—কামদেবকে অবগত হই, পুষ্পবানকে ধ্যান করি, অনঙ্গ আমাদের অন্তঃকরণে সেই পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশিত করুন। কামগায়ত্রীর অর্থ শ্রীচরিতামৃতে অনেকেই জ্ঞাত আছেন।

শ্রীমদ্‌মধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়স্য শ্রীগুরুপ্রণালী যথা ;—

শ্রীমন্নারায়ণ-ব্রহ্মদেবর্ষি-বাদরায়ণসংজ্ঞকান্। শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরিমাধবান্॥ অক্ষোভজয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।

শ্রীবিদ্যানিধিরাজেন্দ্রজয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ং। পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ। ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্। দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥ ইতি গুরুপরম্পরা।

শ্রীমধ্বমুনের্ব্বাদরায়ণশিষ্যত্বং তু ঐতিহ্যপ্রসিদ্ধম্।

মধ্বশঙ্করৌ সহস্রবিদ্বদ্গোষ্ঠীমধ্যস্থৌ মণিকর্ণিকায়ামনশনতয়া বিচারং চক্রতুঃ, তত্র নভসি নীলাভ্রপ্রখ্যঃ সর্ব্বৈ দৃষ্টো ব্যাসো মধ্বমতং স্বীচকার।

শ্রীমন্নারায়ণ তৎশিষ্য ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, বাদরায়ণ, শ্রীমধ্বমুনি শ্রীপদ্মনাভ, শ্রীনরহরি, শ্রীমাধব, শ্রীঅক্ষোভ, শ্রীজয়তীর্থ, শ্রীজ্ঞানসিন্ধু, শ্রীদয়ানিধি, শ্রীবিদ্যানিধি শ্রীরাজেন্দ্র শ্রীজয়ধর্ম্মমুনি, শ্রীপুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্য, শ্রীব্যাসতীর্থ, তৎপরে শ্রীলক্ষ্মীপতি শ্রীমাধবেন্দ্রের ভক্তি অনুসারে ইহার শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, এই তিন জন জগদ্গুরু রূপে অভিহিত হইয়াছিলেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম দান করিয়া জগতবাসিগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন শ্রীঈশ্বর পুরীর অনুগত সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকল্পবৃক্ষস্বরূপকে আমরা ভজনা করিতেছি।

শ্রীমধ্বাচার্য্যমুনির যে শ্রীব্যাসদেবের শিষ্যত্ব ইহা ঐতিহ্য (অজ্ঞাতবক্তৃকপ্রবাদ পরম্পরা) প্রসিদ্ধ, সহস্র পণ্ডিত-সভামধ্যস্থ মধ্বস্বামী ও শঙ্করাচার্য্য ৺কাশীধামে মনিকর্ণিকার ঘাটে অনশনে থাকিয়া বিচার করিয়াছিলেন সেই স্থানে আকাশপথে নীলমেঘের কান্তিবিশিষ্ট শ্রীবেদব্যাস সর্ব্বজন দৃষ্ট হইয়া মধ্ব মুনির মত স্বীকার করিয়া শঙ্কর মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

তদ্ধামচ্ছত্রাণি।

অবন্তিকাপুরীনাম ধর্ম্মশালা প্রকীর্ত্তিতা,ধাম তত্রৈব বিজ্ঞেয়ঃ শ্রীমদ্‌-বদরিকাশ্রমঃ॥ নৈমিষারণ্যমাখ্যাতং সুখবিলাস এব চ। অঙ্গ-পাতনামধেয়ং ক্ষেত্রঞ্চ পরিকীর্ত্তিতং॥ পরিক্রমশ্চ তত্রৈব লৌহ-গড় ইতি স্মৃতং। দেবী চ মঙ্গলানাম পবিত্রা মুক্তিদা কলৌ॥ তীর্থ-মপ্যলকানন্দা সাবিত্রীচেষ্টসংজ্ঞকা। ব্রহ্মোপাস্তশ্চ বিষ্ণুস্তং গায়ত্রী হংসমন্ত্রকঃ॥ তথা হংসো দেবতা চ সালোক্যমুক্তিরিড়ীতা। মুখ দ্বারং সমাখ্যাতং আচার্য্যশ্চ ত্রিকালকঃ॥ শাখাদ্বৈত স্তথাগোত্রঃ অচ্যুতানন্দসংজ্ঞকঃ। শুক্লো বর্ণঃ হরের্নাম আহারঃ সর্ব্বদাপ্রিয়ঃ॥ ঋষিঃ পরমহংসশ্চ ভিক্ষা নিস্কাম এব হি। নারায়ণো দেবতা চ নন্দ-স্তত্রৈব পার্ষদঃ॥ অথর্ব্বনামকো বেদো ব্রহ্মৈব সম্প্রদায়কঃ। জন্ম-স্থানং ততঃ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যস্য ধীমতঃ॥ উরূপী কৃষ্ণগাদীতি গ্রামো বহুজনাকুলঃ। আখড়া বলভদ্রীতি নাম্না সর্ব্বজনাদৃতা॥ ইতি মধ্বাচার্য্যসম্প্রদায়স্য ধামচ্ছত্রাণি।

অবন্তিকাপুরী—ধর্ম্মশালা, বদরিকাশ্রম—ধাম। নৈমিষারণ্য—সুখবিলাস, অঙ্গপাত—ক্ষেত্র, লৌহগড়—পরিক্রমা, মঙ্গলা—দেবী, অলকানন্দা—তীর্থ, সাবিত্রী—ইষ্ট, ব্রহ্ম—উপাসক, বিষ্ণু—গায়ত্রী, বিষ্ণুহংসমন্ত্র, হংসদেবতা, শালোক্যমুক্তি,মুখ-দ্বার, ত্রিকাল—আচার্য্য, অদ্বৈত—শাখা, অচ্যুতানন্দ গোত্র, শুক্ল-বর্ণ, হরিনাম আহার, পরমহংস—ঋষি, নিস্কামভিক্ষা, দেবতা—নারায়ণ, নন্দ—পার্ষদ, অথর্ব্ব—বেদ, ব্রহ্ম—সম্প্রদায়, মধ্বমুনির জন্মস্থান বহুজনসমাকুল উরূপী কৃষ্ণগাদি। সর্ব্বজনাদৃত ভলভদ্রী আখড়া। ইতি ধামচ্ছত্র।

সত্য যুগাদিষু হরিনাম যথা ;—

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরা। নারায়ণপরা মুক্তিঃ

নারায়ণপরা গতিঃ ॥ ১ ॥ ত্রেতাযুগে, রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দমধুসূদন গোবিন্দ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ! ॥ ২ ॥ দ্বাপরে, হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো ! নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ ! রক্ষ ॥ ৩ ॥ কলিযুগে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ! । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ! ॥ ৪ ॥ কলিযুগে এই নামটীও করা কর্ত্তব্য যথা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।

শ্রীহরিনামমালা শোধন।

শ্রীহরিনাম-মালার প্রতিষ্ঠা নাই কেবল পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান এবং স্নানকালে ধূপ প্রদান করিয়া সুমেরুতে শ্রীরাধা কৃষ্ণের আবির্ভাব জানিয়া পূজা করিবে ; আর যে দিকে স্থূল সে দিকের প্রথম আটটীর পর একটী সাক্ষী বাঁধিবে। ঐ আটটীকে ললিতাদি সখীগণ জানিয়া পূজাও করিতে পারা যায়। ঐ স্থূল দিক হইতে জপ আরম্ভ করিয়া সরুদিকে একশত আট্‌বার হইল, পরে ঐ সরুদিক হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূলদিকে জপ শেষ করিবে, চারিফের ফিরাইলে এক গ্রন্থি হইবে ইহার কম জপ করিবে না। প্রত্যেক মালাতে নামটী সম্পূর্ণ করিতে হইবে। আবরণ ভিন্ন জপ নিষেধ ।

অথ শ্রীহরিনামমালা জপারম্ভ।

জোরহস্তে মালা ধারণ পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রটী পাঠ করিবে। "নাম চিন্তামণিরূপং নামৈব পরমা গতিঃ। নাম্নঃ পরতরং নাস্তি তস্মান্নাম উপাস্মহে ॥ তদ্ধ্যানং যথা ;—

ত্রিভঙ্গভঙ্গিমরূপং বেণুহস্তঞ্চ বল্লভম্।
গোপীমণ্ডলমধ্যস্থং শোভিতং নন্দনন্দনম্।

অথ মালা-জপ সমাপনং যথা ;—

হস্তে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ পূর্ব্বক, "নামযজ্ঞো মহাযজ্ঞঃ কলৌ কল্মষনাশনং কৃষ্ণচৈতন্যপ্রীত্যর্থে নামযজ্ঞসমর্পণং॥ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দক্ষিণ হস্তে সমর্পণ করিবে।

স্নান সপ্তবিধ।

১ মান্ত্র, ২ পার্থিব, ৩ আগ্নেয়, ৪ বায়ব্য, ৫ দীব্য, ৬ বারুণ, ৭ মানস। ১ মন্ত্রদ্বারা, ২ মৃত্তিকদ্বারা, ৩ ভস্মদ্বারা, ৪ গোধুলি, ৫ রৌদ্র বৃষ্টি, ৬ নদ্যাদিতে, ৭ মনে মনে তীর্থদ্বারা, এই সপ্তপ্রকার স্নানের মধ্যে সদাচারে বারুণ স্নান ও মানসিক স্নান দেখা যায়।

পূর্ব্বে যে লেখা হইয়াছে তাহার প্রকারান্তর স্নান।

পাবনাখ্যং সরঃ শ্রীমৎ তথা মানসজাহ্নবী
যমুনা শ্যামকুণ্ডঞ্চ রাধাকুণ্ডং তথৈব চ।
এতানি পুণ্যতীর্থানি স্নানকালে ভবন্তীহ॥

স্নানানন্তর এই পদ্য কয়েকটী পাঠ করিবে যথা ;—

বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে! গঙ্গে! ত্রিপথগামিনি!। ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে! পাপং মে হর জাহ্নবি!। মহাপাপভঙ্গে! দয়ালো নু গঙ্গে! মহেশোত্তমাঙ্গে! লসচ্চিত্তরঙ্গে! দ্রবব্রহ্মধামাচ্যুতাঙ্ঘ্র্যব্জজে! মাং পুনীহীনকল্পে! প্রবাহোর্ম্মিধন্যে! চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রি! দ্রবব্রহ্মগাত্রি!। অঘানাং লবিত্রি! জগৎক্ষেমাধাত্রি! পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রি!॥ পাবনাদি সরোবরের স্তব—

অয়ে! শ্রীসরঃ পাবনং নাম সার্থং ভবত্বানতং স্নানতো মাং কৃতার্থম্। কুরুষ্বাশু গোপীরহঃকেলিকীর্ত্তিং বদন্তং বসন্তং ত্বয়া তুল্যবৃত্তিম্॥ অরিষ্টামৃতং নন্দসূনোঃ প্রকাশং মহানন্দবারীন্দিরাচিদ্বিলাসম্। অরিষ্টং সমাগঃ প্রকৃষ্টং লুনীহি সদা শ্যামকুণ্ডং বপুর্নঃ

পুনীহি ॥ নবনবে গন্ধতৈর্যক ... মহাতীর্থ নির্মলনীরাম্বখম্ ... । রাধিকাকুণ্ডং গোকুলানন্দং বপুর্ণঃ পুনীহি ॥

অথ গঙ্গা-প্রণামঃ ।

সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী, সদ্যো দুঃখবিনাশিনী ।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

বস্ত্রাদির সংক্ষেপ বিধান ।

"রাঙ্কবং সর্ব্বদা শুদ্ধং কৌষেয়ং ভোজনাবধি । কটীমুক্তন্তু কার্পাসং পুনর্ধৌতেন শুদ্ধ্যতি ।" রোমজাত বস্ত্র সর্ব্বদা শুদ্ধ, কৌষেয় (গরদ তসর কাইঠা প্রভৃতি) বস্ত্র, ভোজন পর্য্যন্ত শুদ্ধ (মল মূত্রাদি ত্যাগ করিলে অশুদ্ধ) কার্পাস (সুতার) বস্ত্র কটী হইতে মুক্ত হইলেই অশুদ্ধ হইয়া থাকে। (রোমজাত বস্ত্র সকল সূর্য্য কিরণে, কৌষেয় বস্ত্র জল প্রোক্ষণে শুদ্ধ হয়)।

অথ তান্ত্রিকী সন্ধ্যা যথা ;—

স্নানান্তে বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আচমন করিয়া নিজ ইষ্টদেবকে বিশেষরূপে ধ্যান করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলস্থ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে। তৎপরে জালিয়োক, মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ চরণ "শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি" এই মন্ত্রে তিনবার জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া তর্পণ করিবে। (পিত্রাদি তর্পণ করিয়া) পরে কামগায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া সূর্য্য-মণ্ডলস্থ শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। কামগায়ত্রী ১০ বার জপ করিয়া জল গ্রহণপূর্ব্বক "ক্ষমস্ব" (ক্ষমাকরুন) এই বাক্য বলিয়া (সূর্য্যমণ্ডলস্থ) শ্রীকৃষ্ণকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিবে।

স্নান, মন্ত্রস্মরণ ও ত্রিসন্ধ্যা ত্রিসন্ধ্যান্তে সকলের পক্ষে করণীয় জানিবে ইতি।

পঞ্চপর্ব্বোহয়ং গ্রন্থঃ ।

Printed by G. C. Bhattacharjee at the "D. N. Press"
14, Ramtanu Bose's Lane, Calcutta.